দি
চিলড্রেন অফ দি নিউ ফরেস্ট

ক্যাপটেন ম্যারিয়াট

গল্প বলেছেন

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

জুলাই
১৯৫৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীশৈল চক্রবর্তী

মুদ্রক :
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০ ডাঃ কার্তিক বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রাসঙ্গিক

'দি চিল্‌ড্রেন অফ দি নিউ ফরেস্ট' লেখা হয়েছে আজ থেকে সোয়া শ' বছর আগে। এটি লেখকের শেষ-জীবনে লেখা এবং মৃত্যুর একবছর আগে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত। প্রকাশের পরে এই তারুণ্য-সুন্দর বইটি বিশ্বসাহিত্যের কিশোর-মহলে সমাদরে কালজয়ী আসন পেয়েছে।

ক্যাপ্‌টেন ফ্রেডারিক ম্যারিয়াট লেখকরূপে দেখা দেন জীবনের শেষভাগে। লেখকের জীবনকাল হল ১৭৯২-১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ। লেখক ইংলণ্ডের রাজকীয় নৌ-বাহিনী থেকে ক্যাপ্‌টেনরূপে অবসর গ্রহণ করেন ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে—আটত্রিশ বছর বয়সে। তার মাত্র একবছর আগে থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কয়েকটি কিশোর উপন্যাস লিখে যান। 'দি চিল্‌ড্রেন অফ দি নিউ ফরেস্ট' লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ, এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়।

এই কিশোর-গ্রন্থটিতে লেখক সুনিপুণ হাতে তুলে ধরেছেন শিশু ও কিশোর জীবনের এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় চিত্র—এবং এই জীবন বিশেষ ভাবেই বন-জীবন। এখানে আছে সাহস ও বুদ্ধি, স্নেহ ও ভালোবাসা, বিচারশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা—আছে মিথ্যা মান মর্যাদা ত্যাগ করে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং ঐকান্তিক শ্রমনিষ্ঠায় মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা। এই সবের বড় সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে ঘটনার পর ঘটনার বৈচিত্র্যে। তাছাড়া, এখানে আছে দুঃসাহসিক শিকার-অভিযান এবং দস্যু ও ডাকাতের সঙ্গে মোকাবিলার ঘটনাও।

গল্পের প্রারম্ভ ও পটভূমি হল ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর পতন ও ক্রমওয়েল-এর গণতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র ক'রে। ইংলণ্ডের এককালীন ঐ রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও উত্থান-পতনের পটভূমিকায় নিউ ফরেস্টের বনবাসে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের পলাতক জীবনের যে জীবন-চিত্র এই বইয়ে আঁকা হয়েছে তা চিরদিন মনে রাখবার মতো। কাহিনীর মূল চরিত্র প্রধানত দুইটি ভাই—দুইটি কিশোর ছেলে এডওয়ার্ড ও হামফ্রি, এবং পার্শ্ব-চরিত্র তাদেরই পাশাপাশি দুইবোন এবং আরো অনেকে—যাদের মধ্যে

রয়েছে একটি কিশোরীও। তাই অল্পবয়সী বা সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে এই বইয়ের আকর্ষণটা খুবই স্বাভাবিক।

বইটির শেষভাগ কিন্তু নিউ ফরেস্টের জীবন থেকে প্রধানত সরে গেছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে জটিল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে। সে অংশটা ইতিহাস-কণ্টকিত এবং নিতান্তই নিস্প্রভ—তাছাড়া দীর্ঘকালের ঘটনায় ছেঁড়া ছেঁড়া। তাই ঐ অংশটা কিশোর-কিশোরীদের দিকে চেয়ে বিশেষ প্রয়োজনেই ধরে রেখেছি মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে। মূল বইয়ের বন-জীবন কাহিনীর অংশ প্রায় তিন শ' পৃষ্ঠায় বিস্তৃত—এখানে এই বইতে তা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা সংখ্যায় বেঁধেও সমস্ত উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় দিকগুলি তুলে ধরেছি—নিষ্ঠার সঙ্গে মূলানুযায়ী ক'রেই। এই বই যে এদেশের কিশোর সংস্করণরূপেই পরিবেশিত হচ্ছে—সেই লক্ষ্য ভুলিনি কখনো।

সর্বাগ্রে উল্লেখ্য ক ।া পরিশেষেই লিখছি—এই বই প্রিয় প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সরকার মহাশয়ের আগ্রহেই নির্বাচিত ও লিখিত। সুযোগ্য প্রকাশককে সেজন্যে লেখকরূপেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি ॥

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

আমার প্রথম শিক্ষক-জীবনের
দুরন্ত সেই শান্ত ছাত্র
শ্রীমান গোপাল পাল
পরম স্নেহাস্পদেষু

॥ এক ॥

দশ-বারো মাইল জুড়ে বিশাল বন—ইংরেজী নাম নিউ ফরেস্ট। সেদিন বিকেলবেলা এই বনের মধ্য দিয়ে ফিরে চলছিল বুড়ো জেকব। এই বনেরই বনরক্ষক সে, তবে এই গহন বনের ঠিক কোথায় যে থাকে সে কেউ জানেও না।

জেকব আসতে আসতে হঠাৎ শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, শুনেই থমকে দাঁড়াল পথের পাশের একটা বড় গাছের আড়ালে। এই নির্জন বনে ঘোড়সওয়ার দল? একটু আশ্চর্য বৈকি! কিন্তু যা দিনকাল এখন আর কিছুই অসম্ভব নয়। জেকব জানে—দেশে এখন নতুন সরকার, পরাজিত হয়ে পালিয়েছে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড। বিজয়ী আজ মহাবীর ক্রমওয়েল—তাঁর নেতৃত্বে দিগ্বিদিকে বিজয়-নিশান তুলেছে সাধারণতন্ত্রী সেনাবাহিনী।

ঠিকই ধরেছে জেকব, কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের পথ ধরে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল কয়েকজন সৈনিক। বেশবাস, টুপি আর তকমা দেখেই জেকব চিনে ফেলল ওরা হল সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল—রাজপক্ষের বিরোধী দল। আর জেকব হল কিনা রাজ-নিযুক্ত বনরক্ষক, কাজেই ওরা যে শত্রুপক্ষ তা বুঝতে জেকবের এক মুহূর্তও দেরি হল না। কিন্তু ওরা যাচ্ছে কোথায়, কী উদ্দেশ্যে? ওদের কথাবার্তা শুনবার জন্যে কান খাড়া করে রইল। দলপতি বলছিল তার সঙ্গীদের—'এবারে সোজা সরাইখানায় গিয়ে খানাপিনা সেরে খানিকটা বিশ্রাম। যা খাটুনিটা গেছে আজ। তারপর রাতটা একটু ঘন হলেই আসল কাজ। আর্নউডের ব্রেভার্লি পরিবার এবার হাতে-হাতে পুরস্কার পাবে তাদের রাজ-

ভক্তির! ব্রেভার্লি নিজে তো যুদ্ধেই কাৎ হয়েছে। এবারে তার উত্তরাধিকারীদের শুদ্ধই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করব তার বাড়িঘর।'—সংবাদটা শুনেই শিউরে উঠল জেকব। আর্নউডের বাড়ি বনের সীমা থেকে বেশি দূরে নয়। আর ঐ বাড়ির মালিক কর্নেল ব্রেভার্লিদেরটা খেয়ে-পরেই সে বড় হয়েছিল এককালে, আর তাদেরই সুপারিশে বনরক্ষক হয়েছিল তার বাবা। কর্নেল ব্রেভার্লি আজ বেঁচে নেই, কিন্তু বাড়িতে রয়েছে তারই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে; রয়েছে তাঁর বোন, বুড়ীমা। এখনো জেকব ও-বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি—প্রায়ই দেখতে যায় বাচ্চাদের, বাচ্চারাও অসহায়। সেই ছেলেমেয়েদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে? না, না, সে হতে পারে না—জেকব বেঁচে থাকতে নয়। যে বাড়ির নিমক সে খেয়েছে সেখানকার সঙ্গে নিমকহারামি করতে পারবে না।

জেকব এই ভাবছে আর আর্নউডের ব্রেভার্লি বাড়ির দিকে চলছে—যত জোরে পা চলে। সরাই থেকে এসে পড়ার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে বাচ্চাদের আর বুড়ীমাকে, তারপর রাখতে হবে গোপনে নিজেরই কুটিরে।

আর্নউড জেকবের কুটির থেকে বেশি দূরে নয়—মাইল দুয়েক। জেকব যখন একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে পৌছল, বাড়ির চেহারা তখন বেশ শান্ত। বুড়ী কর্ত্রীমা উপর-তলায় একা। নিচ-তলায় ঝি-চাকর-পরিচারিকা-খানসামা—যে যার মতো কাজ করছে। ছোট ছেলেমেয়ে তিনটি খেলা করছে আঙ্গিনায়, বড়টি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। আসন্ন বিপদের কথা টের পায়নি কেউই। তারপর জেকবের মুখ থেকে সংবাদটা শুনেই তো বাড়ির ঝি-চারকদের মধ্যে সে এক ভয়ানক ভাবান্তর—একটা চাপা ভয় ও উত্তেজনা। আর দেখতে না দেখতে যে-যারটা গুছিয়ে নিচু তলা থেকেই পালিয়ে চলে যেতে

ব্যস্ত—যে যেদিকে পারে। বুড়ী কর্ত্রীমাকে জানানো বা বাচ্চাদের কি হবে সে ভাবনাটাও নেই কারো।

বাচ্চাদের মধ্যে বড় ছেলেটি হল এডওয়ার্ড। জেকব তাকে একপাশে ডেকে এনে জানালো আসন্ন বিপদের কথাটা—সেনাদল ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে কাছের শহরে। রাত হলেই এবাড়ি চড়াও হয়ে জ্বালিয়ে দেবে সব—কাউকেই জ্যান্ত রাখবে না। এখন একমাত্র উপায় তার আগেই পালিয়ে বাঁচা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কিন্তু সংবাদটা শুনে এডওয়ার্ড ভয় তো পেলই না, বরং রুখে দাঁড়াল। না, সে যাবে না—হোক না সে মাত্র তেরো বছরের কিশোর ছেলে, তবু মহাবীর ব্রেভালিরই ছেলে সে—এ বাড়ির বড় ছেলে। এডওয়ার্ড মাথা উঁচিয়ে বলে—'আমি বন্দুক চালাতে জানি, আমার বন্দুক আছে। মরতে হয় লড়াই করেই মরব। আর, আমি ছাড়া বাড়িতে চাকর-বাকর আছে, তুমিও আছ—সবাই মিলে পারব না ওদের রুখতে?'

এডওয়ার্ডের ছোট্ট বোন দুটি এলিস ও এডিথ তখনো খেলা করছে আপন মনে। জেকব সেদিকে তাকিয়ে বলল—'কিন্তু ওদের তখন কী দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছ? ওদেরও গুলি করে মারতে দ্বিধা করবে না—নয় তো বন্দী করে নিয়ে যাবে। কর্ত্রী-মাকেও কি ছেড়ে দেবে? সমস্ত দিক থেকেই সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। কারণ, লড়াই তুমি করতে পারবে ঠিকই, জিততে পারবে না। আর তাছাড়া, বাড়ির পুরুষ চাকর-বাকরদের কথা বলছ—ওরা কে কার আগে পালাবে তারই চেষ্টায় ব্যস্ত—পুরুষ আর মেয়েলোক সবাই। এখন তোমার কী কর্তব্য বুঝে দেখো।'

এডওয়ার্ড বাচ্চাছেলে, হঠাৎ রাগের ঝোঁকে লড়াইয়ের কথা বলেছিল বটে, এতটা বুঝে বলেনি। বুদ্ধিমান ছেলে সে, বিবেচনা-

বোধও আছে। বিপদের মুখে তাই সে নিজের ক্রোধ সামলে নেয়, ঘাড় নেড়ে সায় দেয় জেকবের ব্যবস্থায়ই। সব বুঝে শুনেই জেকব ঘোড়া-টানা গাড়িটা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের তুলে নিল সে গাড়িতে। এডওয়ার্ডের ছোট ভাই হামফ্রি, বয়স তার সবে দশ। সে কিছু একটা বিপদ আঁচ করতে পারলেও চুপচাপ রইল। আর ছোট্ট বোন দুটি এলিস ও এডিথ মনে করল—'হঠাৎ বেশ মজা হ'ল তো। জেকবের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি বনে, বনভোজন হবে নিশ্চয়ই। কী মজা!'

বাচ্চাদের নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হল জেকব। কিন্তু কর্ত্রীমার কী হবে? জেকব ভয়ে ভয়ে গিয়ে তাকে সব কথা বলেও কিছুতেই রাজি করাতে পারেনি। কী তেজী আর জেদী—ঘর ছেড়ে তিনি এক পা নড়বেন না। কর্নেল ব্রেভার্লির বোন তিনি—ব্রেভার্লির স্ত্রী নেই বলে তিনিই এবাড়ির গৃহকর্ত্রী, কাউকেই ভয় খান না। সৈনিকেরা আসে তো নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে অভ্যর্থনা জানাবেন—যেমনটা জানানো সঙ্গত। কার সাহস তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে।

জেকব তখনো কাকুতি-মিনতি করে—'আমি শেষবারের মতো অনুরোধ করছি, ওরা চারদিক ঘিরে আগুন ধরিয়ে দেবে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে—'

ধমকে ওঠেন কর্ত্রীমা—'আর একটা কথাও নয়। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। শোনো, যাবার সময় পরিচারিকা আগাথাকে পাঠিয়ে দিও।'

কর্ত্রীমা জেকবের মুখে যখন শুনতে পেলেন—বাড়িতে কেউই বসে নেই, পালিয়েছে সবাই, তখন তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—'এত বড় সাহস, আমার লোকই কিনা আমাকে না জানিয়ে চলে যায়।'

জেকব বলে শুধু—'শুধু শুধু মরবার সাহস নেই, তাই।'

কাজেই জেকব বাচ্চাদের নিয়েই সোজা চলে এল বনের মধ্যে তার কুটিরে। তার কর্তব্যের প্রথম কাজটা সে শেষ করেছে। এবার সকলকে কুটিরের মধ্যে রেখে এডওয়ার্ডকে সে বাইরে ডেকে আনল, সতর্কভাবে বলল—'যদিও তুমি এখনো ছোট, তবু তুমিই তোমার ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়। ওদের ভালোমন্দের দায়-দায়িত্বও তোমারি। তোমার মুখ চেয়েই ওরা বাঁচবে, বড় হবে। এখন সময়টা বড় ভয়ানক, অবস্থাটাও বিপজ্জনক, যে-কোনো একদিন ওই সেনাদল এসে হানা দিতে পারে এখানেও। তোমাদের চিনে ফেললেই আর রক্ষে নেই। তাই সাবধান, কোনোরকমে যেন জানতে না পায় তোমরা কে? বেমালুম ভুলে যাও তোমাদের বংশ-পরিচয়—জানবে তোমরা এই কুটিরেরই ছেলেমেয়ে। তোমাদের গা-ঢাকা দেবার জন্মে যা-যা দরকার সবই করছি আমি। তোমরা রাজি তো?'

এডওয়ার্ড সায় দিল ঘাড় নেড়ে—যদিও মুখের ভাবখানা তার বিষণ্ণ-গম্ভীর। ছোট্ট এডিথ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলল শুধু—'এই বাড়িটাও কি জ্বালিয়ে দেবে?'

'না খুকী। কিছুই হবে না এ বাড়ির; কোনো ভয় নেই।'—জেকব মুখে হাসি টেনে এনে ভরসা দেয়; তারপর এডওয়ার্ডকে বলে—'এক্ষুণি আমাকে সরাইখানায় যেতে হবে শহরে, তারপর সৈন্যদের পিছু পিছু আর্নউডে। এই সময়টা সাবধানে থেকো তোমরা। একদম বাইরে বেরোবে না। তুমি ও হাম্‌ফ্রি দুজনেই জেগে থাকবে, ছোটরা ঘুমিয়ে পড়লেই ভালো।'

জেকব সরাইখানায় এসে পৌঁছবার খানিকটা পরেই হাজির হল এসে সৈনিকেরা পাঁচ-ছয় জন। তাদের ঘোড়াগুলি রইল বাইরে, দরজার পাহারা বসল একজন সৈনিক। তারপর খোস-মেজাজে খাওয়া-দাওয়া আর হাসিগল্পে সরগরম করে তুলল তারা

সরাইখানা। হঠাৎ ওদেরি একজন চিনে ফেলল জেকবকে। এখানকারই লোক ছিল ঐ তরুণ সৈনিকটি। নাম সাউথওয়াল্ড। জেকবকে সে একটু একান্তে ডেকে জানতে চাইল—আর্নউডের বাড়িতে কে কে থাকে। জেকবও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়—'কেন, কর্নেল ব্রেভার্লির ছেলেমেয়েরা আর বাড়ির ঝি-চাকরেরা।' হঠাৎ জেকবের মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়। সে সাউথওয়াল্ডের কানে কানে বলে—'আর আছে একজন—যাকে তোমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছ,—মেয়েছেলে সেজে আছে। বুঝলে? তা, আমাকে যেন আবার এজন্যে টানাটানি কোরো না।'

সাউথওয়াল্ড পলাতক রাজার সম্পর্কে এহেন জবর খবর পেয়ে জেকবের পিঠে এক খুশির চাপড় মেরে বলল—'এই খবরের জন্য তোমার বহুৎ পুরস্কার পাওনা রইল। তা'হলে এখন আমাদের কাজটা হল—এই রাতেই সব ঘুমুলে পর বাড়িটার চারিদিক ঘিরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া—সব জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা। তার আগেই অবশ্যি ওই মেয়েলোকটিকে কিনা হঠাৎ গিয়ে কোলদাবা করে নামাতে হবে। কী বলো, আমাদের খাতিরের লোক তো!'—এই বলেই সে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো খুশিতে ডগমগ হয়ে। শিকার তো ফাঁদেই, ধরতে আর কতক্ষণ। তারপরে তার ভাগ্যে আছে পুরস্কার আর পদোন্নতি। কত কী সৌভাগ্যের কথা ভাবতে থাকে সাউথওয়াল্ড।

আর জেকব করল কি, সৈনিকদের আড়াল করে এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল সরাই থেকে। কিছুদূর এগোতেই দেখতে পায় খটাখট শব্দে ছুটে যাচ্ছে একটা ঘোড়া—পিঠে আগাগোড়া চাদর-মোড়া একজন কেউ চিৎকার করছে বাঁধা অবস্থায়; আর ঘোড়ার উপর সেই সাউথওয়াল্ডই জোর কদমে ঘোড়া ছোটাচ্ছে শহর লিমিংটনের দিকে। জেকব দেখে হাসল একটুখানি—বুড়ীমাকেই

রাজা ভেবে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে! যাহোক, জ্যান্ত পুড়ে মরা থেকে বেঁচে গেল জেদী বুড়ীটা।

এতক্ষণ জেকবের প্রতীক্ষায় সময় গুনছিল এডওয়ার্ড, সাড়া পেয়ে দরজা খুলে দিল। তখন রাত বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। ছোট মেয়ে দুটি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। হামফ্রি ঝিমুচ্ছে বসে বসে। জেকব ভাবে—সবি ঠিকমতো ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। এপর্যন্ত সে বাচ্চাদের জন্যে যা করেছে তাতে ত্রুটি হয়নি। দেখা যাক এরপর কী হয়। আর তারপর হঠাৎ এডওয়ার্ডকে বাইরে ডেকে এনে দেখায় জেকব—'ঐ দেখো, যা বলেছিলাম।'

ক্রোধে ভয়ে বিস্ফারিত চোখে এডওয়ার্ড দেখে—দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের আর্নউডের ব্রেভার্লি ভবন। লেলিহান শিখাগুলি রক্তমাখা জিহ্বার মতো লকলক করছে, গাছপালা ছাড়িয়েও দেখা যাচ্ছে সেই ভয়াবহ দৃশ্য। রক্তের মতো লাল রঙে স্নান করে উঠছে চতুর্দিক।

এডওয়ার্ড হঠাৎ সেদিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল—'আমার পিসিমা?'

জেকব বলে ওঠে—'আস্তে কথা বলো। তোমার পিসিমা নিরাপদেই আছেন, ঘোড়ায় চেপে চলে গেছেন লিমিংটন শহরে। তা, আমি তো আগেই বলেছিলাম—ঐ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হবে। তুমি আমার কথা না শুনলে আজ কী হত ভাবো তো!'

কিন্তু ঐ অগ্নিকাণ্ড দেখতে দেখতে শক্ত হয়ে উঠে এডওয়ার্ডের হাতের মুঠো, দুই চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় আগুন, দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে ওষ্ঠ। তাকে দেখায় এক প্রতিহিংসার প্রতিমূর্তির মতো। হঠাৎ সে বলে ওঠে—'না, না, এ আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল, এত বড় সাহস ঐ

সৈন্যদলের, এত বড় ঔদ্ধত্য নতুন সরকারের? আমিও একদিন দেখে নেব।'

জেকব গম্ভীরভাবে বলে—'তা, এখনো তো সেই সুদিন আসেনি। এখন তুমি কিছুই করতে পারো না। কাজেই বুদ্ধিমানের মতো সামলে যাও। একটুও যদি নিজেকে প্রকাশ করেছ তো ডেকে আনবে আরো বড় সর্বনাশ। জানো শোনো, বড় হও। সময় যেদিন আসবে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিও না। তার আগে নীরবে প্রস্তুত হও। তখন হয়ত আমি থাকব না, কিন্তু তখন কী করবে তা তুমিই বুঝে করবে।'

এডওয়ার্ড বুঝছে সবই, তবু ক্রোধে ঘৃণায় আর যন্ত্রণায় তার সারাটা বুক জ্বলে-পুড়ে যেন ফেটে পড়ছিল—দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। বহুক্ষণ সে কেবল পায়চারি করতে লাগল, তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই! কিন্তু কেমন করে প্রতিশোধ আসবে জানে না তা। কেমন একটা বিভ্রান্ত অবস্থায় কখন সে যে ঘুমিয়ে পড়ল নিজেই জানে না।

॥ দুই ॥

খুব ভোরভোর জেকব চলল আর্নউডের দিকে, বাড়ির অবস্থাটা কী হল নিজেই দেখে আসবে। যাবার আগে এডওয়ার্ডকে সজাগ করে বলে গেল—'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার উপর ভার রইল সবার।'

আর্নউডের সেই বিরাট বাড়ি জ্বলে-পুড়ে ধসে পড়েছে—এখনো ধিকিধিকি জ্বলছে প্রাচীন ওকগাছের কয়েকটা খুঁটি, কড়িবর্গা। গলে গলে পড়ছে ধাতুর দ্রব্য-সামগ্রী, আর চালের টিন। ধারে-কাছের লোকজন এসে টেনেটুনে নিয়ে যাচ্ছে যে যতটা পারে।

জেকব দেখছে আর ভাবছে কত কী। হঠাৎ দেখা বেঞ্জামিনের সঙ্গে। এবাড়িরই চাকর ছিল সে—এখন চলে গেছে লিমিংটন শহরে। জেকব এর কাছ থেকেই জানতে পেল তেজী বুড়ীর আশ্চর্য সংবাদ। ছদ্মবেশী রাজা ভেবে বুড়ীকেই হঠাৎ চাদরমুড়ি দিয়ে জোর করে বেঁধে নিয়ে গেছে ঘোড়ার পিঠে, নিয়ে গেছে লিমিংটন শহরের দিকে। আর তার ঘোড়সওয়ার কিনা সাউথ-ওয়াল্ড। কিন্তু যেতে যেতে বুড়ী এমন জোরে দুপা ছুঁড়তে লাগল যে ঘাড়ে-পিঠে লাথি খেতে খেতে দুম্ করে ছিটকে পড়ল সাউথওয়াল্ড—পথের পাশে পাথরের উপর। ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেল সঙ্গে সঙ্গেই। এই শুনে জেকব বলে উঠল—'ঠিক শাস্তিই হয়েছে ঐ বিশ্বাসঘাতকের।'

বেঞ্জামিনের কাছে জেকব আরো শোনে—আর ঐ সঙ্গেই পড়ে গিয়ে মারা গেছে বুড়ী। কিন্তু এর চেয়েও একটা সংবাদ ছিল জেকবের কাছে আরো গুরুতর। বেঞ্জামিন বলেছে—লিমিংটন শহরে এসে গেছে বহুৎ সেনা। এখানেও নানা রকমের ব্যাপারে

খোঁজখবর চলছে, তল্লাসী চালাচ্ছে যেখানেই সন্দেহ হচ্ছে। এবং সেনারা নাকি রাজার খোঁজে এবার চড়াও হবে নিউ ফরেস্টেও।

জেকব কথাটা শুনেই আর দেরি করে না—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফেরা দরকার। নিউ ফরেস্টের কোন্ গহনে তার কুটির তা জানে না বেঞ্জামিন, তবু ভাবান্তর দেখিয়ে বলে জেকব—'ঐ যাঃ, তোমার সঙ্গে গল্প করেই চলেছি, আমাকে এখুনি শহরে যেতে হবে।'—এই না বলেই সে একটু ঘুরপথ নিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসে কুটিরে। ভাবতে ভাবতে আসে এখন তার কী কর্তব্য!

জেকব কুটিরে ঢুকেই এডওয়ার্ডকে বলল—'সেনারা মনে হচ্ছে হানা দেবে এখানেও। সকলকেই খুব সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু তাই বলে দুর্ভাবনায় হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও চলবে না, হাতে হাতে সবাইকেই কাজ করতে হবে—যে যেটা পারে। আমিই করব প্রথমটায়, দেখে দেখে শিখে নাও। আর যেটা যে নিজেই পারবে করবে। তোমরা বড় ঘরের ছেলেমেয়ে, নিজহাতে সংসারের কোনো কাজই করোনি কখনো। এতে কিছু মনে করছ না তো?'

এডওয়ার্ড বলে উঠল—'না, মনে করার কি আছে! আমাদের জন্যেই তো আমরা কাজ করছি। না, কিছুই মনে করছি না। যা শিখিনি শিখব,—যা করিনি করব।' বাচ্চারা সকলেই মাথা নেড়ে সায় দিল।

জেকব এবারে বুঝিয়ে বলল—কী কী কাজ করতে হবে। 'এডওয়ার্ডকেই খাবার জোগাড় করতে হবে, শিখতে হবে বন থেকে শিকার করা। যেটুকু ক্ষেতখামার আছে তাতে ফলাতে হবে তরিতরকারি। বলদ আর ঘোড়াটাকেও দেখাশুনা করতে হবে। তাছাড়া রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘর-দোর ধোয়া-মোছা

সাফসাফাই—এ সব নোংরা কাজও করতে হবে। রান্নার কাজটা এলিস ও এডিথ মিলে চালিয়ে নেবে; ছেলেরা করবে ছেলেদের কাজ, মেয়েরা মেয়েদেরটা। আজই সব কাজে সবাইকে হাত লাগাতে হবে না। আমিই করছি, তোমরা দেখে নাও, ইচ্ছে হলে সাহায্য করতে পারো।'

এলিস এগিয়ে এল—না, আজ থেকেই শুরু করবে তারা রান্নাবান্না। ছোট্ট এডিথও পিছপা নয়, যা বলা হবে করবে সে খুশিতে। সকলেরই এবার নতুন জীবন, নতুন শিক্ষা, নতুন কাজকর্ম। জেকবের নির্দেশমতো এডওয়ার্ড ভাঁড়ে করে জল নিয়ে এল কাছের এক ঝর্ণা থেকে। জেকবের সঙ্গে সঙ্গে ঘরদোর সাফসাফাই করে রান্নার জোগাড় করতে বসেছে এলিস, ছোট্ট এডিথ হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে যখন যেটা দরকার। উনুনটা ধরিয়ে রেখেছে জেকব নিজেই, রান্না চাপাবে এবার তরিতরকারি কাটা হ'লে। আলু কাটা হয়ে গেছে। অবশ্যি কুচ্ করে এলিসের আঙুল একটু কেটেও গেছে, সে তা জানতেও দেয় নি। 'কিন্তু এবারে পেঁয়াজটা কোচাবে কে? তা একাজটা বরং আমিই করি। যে পেঁয়াজ কোটে তাকে চোখের জল ফেলতে হয়।'—হাসতে হাসতে বলে জেকব। হামফ্রি বলে—'আমি পেঁয়াজও কুটব, চোখের জলও ফেলব—একসঙ্গে দুটোই। মজাটা মন্দ নয়।' পেঁয়াজ কুটতে বসে যায় হামফ্রি। ওদিকে মাংস কাটতে বসে যায় জেকব ও এডওয়ার্ড দুজনে। জেকব সঙ্গে বসিয়ে শিখিয়ে দেয় কেমন করে মাংস কেটেকুটে তৈরি করতে হয়, মশলা মাখাতে হয়। জেকবের শিকার করা মাংস যা মজুত আছে তাতেই দু একদিন চলে যাচ্ছে।

বাসনকোসন আগেই মেজেঘষে ধুয়েমুছে রেখেছে এলিস ও এডিথ দুই বোন। এবারে এলিস আলু পেঁয়াজ আর মাংস চাপিয়ে

দিল উনুনে। ভাপে সিদ্ধ হবে। শীতের দেশে এখন শীতকাল—উনুন ঘরে চুল্লী জ্বলছে সব সময়।

বাচ্চাদের রান্নার কাজকর্ম দেখে জেকব প্রশংসা করে বলে—'তাহলে তোমরা নিজেরাই আজ খাচ্ছ নিজেদের হাতে তৈরি খাবার! কী বলো, বেশ মজার নয়? নিজেদেরটা নিজেরাই। এতে আনন্দ আছে, অপমান নেই কখনো। আচ্ছা এলিস, এবার তুমি মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজটা মাখিয়ে একসঙ্গে চাপিয়ে দাও।'

সত্যিই, ব্রেভার্লির ছেলেমেয়েরা এখন ভুলে যায় তাদের পিছনের কথা—কয়েকদিন আগে—তাদের কত চাকরবাকর খানসামা ছিল সেসব কথা, ভুলে যেতে চায় তাদের বংশমর্যাদা বা আভিজাত্যের কথাও। তারা ভাবে বরং—নিজেরাই নিজেদের হাতে হাতে এমন করে তো কখনো কোনো কাজ করেনি—পদে পদে নির্ভর করে থেকেছে অন্যের উপর। এই বনবাসের দুঃখের মধ্যেও তারা পেল আজ এক নতুন ধরনের আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস, এক নতুন ধরনের কর্মক্ষমতা। এবং এই রকম অনুভব আজই এই প্রথম।

এলিসের হাতে তরকারি ঝোল আর মাংস রান্না শেষ হল, তদারক করেছে অবশ্যি জেকবই, প্রথম দিন তো! তবে এলিস যা বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমী তাতে একদিনেই ও প্রায় শিখে ফেলেছে বলতে হবে—অন্তত ওই দুটো রান্না। এবারে খাবার আয়োজন। টেবিলের উপর চাদর পেতে দিল এডিথ, তার উপরে সাজিয়ে রাখল থালা বাটি। হামফ্রি তাক থেকে নামিয়ে আনল নুন, আর রুটির বাক্স থেকে রুটি। এবার সকলে খেতে বসবে একসঙ্গে। বাচ্চু এডিথ খুশিতে ঘরময় ঘুরপাক খাচ্ছে আর হাততালি দিচ্ছে। আর জেকব ও এডওয়ার্ড খেতে বসবার আগে একবার বাইরে গিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিকটা। এমন সময় মনে হল ঘোড়ায় চেপে এক সেনাদল আসছে এই দিকেই।

আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। জেকব ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করেই সবাইকে বলল—'ওরা যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। এখনিই ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে বাড়িঘর। কেউই তোমরা টুঁ শব্দটি করবে না। হামফ্রি, এলিস, এডিথ! তোমরা এই এখুনি গিয়ে জামাটা ছেড়ে শুয়ে পড়ো—পিছনের ঘরের বিছানায়। এডওয়ার্ড, নিজের জামা ছেড়ে পরে ফেলো আমার এই পুরোনো জামাটা—পোশাকটা একটু বড় হলেও ওতেই চলবে। এবার তুমি যেন তোমার রুগ্ণ বোনদের সেবা করছ এমনভাবে বসোগে বিছানার কাছে। তারপর বিপদ কেটে গেলে খাবার খাওয়া হবে। এডিথ সোনা, কিচ্ছু ভয় নেই, তোমার যেন খুব অসুখ এমনি ভাবে পড়ে থেকো।'

বাচ্চারা সকলেই অমনি জেকবের নির্দেশমতো চলে গেল পিছনের ঘরে, আর জেকব গিয়ে খাবার টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলল সব। তখনি সামনের দিকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক আর লোকজনের শব্দ। সামনের দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ।

জেকব দরজা খুলে দেয়—'আসুন!'

ভিতরে ঢুকে পড়ল পাঁচ-ছ'জন তরুণ যোদ্ধা। দলপতি এগিয়ে জেকবের কাছে জানতে চায়—সে কে?

'আমি একজন গরিব লোক—এখানকার এই বনের পাহারাদার, বড়ই বিপদে আছি।'

'কেন, বিপদ কিসের?'

'আমার ছেলেমেয়ে তিনটারই বসন্ত উঠেছে।'

'সে যাই হোক না, সমস্ত ঘরবাড়ি আমরা খুঁজে দেখব।'

'তা অবশ্যিই দেখবেন, তবে কিনা বাচ্চাদের যেন ভয় খাইয়ে দেবেন না।'

তরুণ সেনাদল বেশ খোঁজাখুঁজি করল খানিকটা—খাটের

তলায়, বেড়ার পিছনে, তাকের উপর, আলমারির ভিতর, আর বাড়ির চারদিকে কোণ-কানাচ পর্যন্ত। কিন্তু কিছুরই খোঁজ না পেয়ে দলপতি বলল—'না, এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলো এবার, যা খিদে পেয়েছে এখন। খাওয়া দরকার সবার আগে।'

কিন্তু একজন সৈনিক কিসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলে ওঠে—'খাবারের গন্ধ আসছে তো বেশ।'

জেকব জবাব দেয়—'হ্যাঁ, এক হপ্তার খাবারটা এখুনি রান্না করে রাখছিলাম, ঘরের যা অবস্থা রোজকার মতো রান্না করতে এখন আর পারব না।'

কিন্তু সে কথায় কান দেয় না সৈনিকেরা, খাবার টেবিলে বসে পড়ে। জেকব বলে—'বেশতো, আপনাদের খিদে পেয়েছে খেয়ে নিন। খাবার তো তৈরিই করেছি, আবার না হয় তৈরি করে নেব।'

সেনাদল অমনি আর কোনো ভদ্রতার অপেক্ষা না রেখেই খেতে লাগল। দেখতে দেখতে সাবাড় হয়ে গেল বাচ্চাদের হাতে তৈরি তাদের সমস্ত খাবার। সেনাদল সদ্য-তৈরি খাবার খেতে খেতে তারিফ করে—'বাঃ, বেশ মিষ্টিহাতের মতোই রান্না তো।'

চেটে-মুটে খেয়ে-দেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় সৈনিকেরা, যাবার সময় বলে যায় বনরক্ষক জেকবকে—'তোমার এখানকার খাবার লোভেই আবার আসতে হবে দেখছি।'

'সে তো আমার সৌভাগ্য।'—এত সহজে ছাড়া পাবে ভাবেনি জেকব। সৈনিকেরা চলে যেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে এল সবাই। সমস্ত খাবারপাত্রগুলিই শূন্য দেখে হামফ্রি বলে উঠল—'আজ আমাদের আর খাওয়া হল না।'

জেকব ভরসা দেয়—'তা কেন, আমাদের খাবার ওরা খেয়ে

গেছে, আমরা আবার তৈরি করে নেব। এত অল্পেই হতাশ হচ্ছ কেন? এবারে কাজ করতে হবে আরো জল্‌দি।'

সবাই মিলে সেই রাতে আবার শুরু হল হাতে হাত মিলিয়ে খাবার তৈরির কাজ। এবারে রান্না হল আরো সংক্ষিপ্ত খাবার, আর সবাই মিলে তাই পেট ভরে খেল খুশিতে। খিদের সময় খাবারের মতো স্বাদ আর কিসের?

রাত ভোর হতেই গাড়িটায় ঘোড়া জুতে জেকব চলল শহরের দিকে—দেশের হালচাল জানাটা দরকার এখন সবার আগে। কোন্ দলের কখন হারজিত হয় কে জানে। হয়ত শোনা যাবে রাজার পক্ষই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আর তার উপরেই কিনা নির্ভর করছে জেকবের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি। আর, এছাড়াও একটা প্রয়োজন আছে বিশেষ রকমের—ছেলেমেয়েদের জন্য বনরক্ষকের ঘরের যোগ্য কিষাণ ধরনের পোশাক কিনে আনা।

রান্নার জোগাড়যন্তর হবার মুখেই ফিরে এল জেকব। সঙ্গে এনেছে ছেলে দুটির জন্য কিষাণ ছেলের পোশাক আর মেয়ে দুটির জন্যে কিষাণী মেয়ের। সঙ্গে আরো এনেছে নতুন সংসারের জন্যে দরকার মতো নানারকম টুকিটাকি জিনিসপত্তর। দুপুরের রান্না আজও হচ্ছে জেকবের তদারকিতেই—রান্না করছে অবশ্যি এলিস। আজকার খাবার, আলুসেদ্ধ আর কষামাংস, সঙ্গে রুটি।

খাওয়া-দাওয়ার পরে জেকব তার কিনে-আনা জিনিসপত্তর বার করল মোড়ক খুলে। এলিস ও এডিথ অমনি পিছনের ঘরে গিয়ে তাদের বেশ পালটে এল, এডওয়ার্ড ও হামফ্রি পরল তাদেরটা। এই নতুন পোশাক পরে ওদের বেশ নতুন নতুন লাগছে—ভালোই লাগছে বরং। জেকব তাই দেখে সবাইকে কাছে ডাকল, বলল—'আজ থেকে তোমরা আমার নাতিনাতনী সবাই। তাই তোমাদের

কারো সঙ্গেই আর সমীহ করে বাধোবাধো করে কথা বলব না ; বুঝলে, এ তোমাদেরই ভালোর জন্যেই ।'

জেকব আরো বলল, তাদের এখন আর ঘরের মধ্যেই আটক থাকার দরকার নেই, বাইরে খেলাধুলা করতে পারবে, ঘুরে বেড়াতেও পারবে বনের মধ্যে ধারে-কাছে। এখন এই ছেলেমেয়েদের পরিচয় হল—জেকবের আর্মিটেজেরই বংশধর তারা। আর তাদের বাড়ির পরিচয় হল—তিন কামরার একখানা টালির ঘরে তাদের বসবাস। সামনেটা বাইরের ঘর, তার পাশে খাবার ঘর, আর পিছনের তৃতীয় ঘরটা এলিস ও এডিথের। বাড়ির আওতায় আছে একর খানেক জমি—ওখানে আলু কপি তরি-তরকারি চাষ হয় যখন যেটা সম্ভব। আর বাড়ির মধ্যে বাস-ঘরের পাশেই রয়েছে একটা আস্তাবল। সেখানে থাকে ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াটা আর গাড়িটা। আর দরজার সামনেই থাকে স্মোকার নামে শিকারী কুকুরটা। এই হল জেকব আর্মিটেজের নতুন সংসার।

এখন এডওয়ার্ডের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষার বিষয় হল শিকার করাটা। আর হামফ্রির কাজ হল সাহায্য করা ঘরকন্নার কঠিন কাজে—এলিসের পক্ষে যা-যা সম্ভব নয়। তাছাড়া ক্ষেত তৈরি করে চাষবাস করার কাজও আছে। বাচ্চু এডিথ দেখা-শোনা করবে মোরগ-মুরগীদের। সবাই মিলেই কাজ করতে হবে যখন যেটা দরকার—তা ঘোড়াটার জন্যেই হোক, বা কুকুরটার জন্যেই হোক। জেকব এইভাবে ঘরের সবার কাজই ভাগাভাগি করে দিল। তা, শুরুতেই সকলের পক্ষে সব কাজ একেবারে ঠিক-ঠিক করা সম্ভব হবে না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের বলে সব বিষয়ই আয়ত্তে আসবে। বেঁচে থাকা পর্যন্ত সবার সঙ্গে সে তো রয়েছেই—যার যেখানে দরকার হবে। আর দু'তিন বছর যদি বাঁচে তো তার মধ্যে সবাই একেবারে তৈরি হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘরে মাংস আর মজুত নেই—শিকার করা দরকার। এই শিকারের মাংস বেচেই তো যোগাড় করতে হবে নতুন ঘর-সংসারের নতুন নতুন প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্তর। বনরক্ষকের বনজীবনে শিকার করাটাই হল সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার—শিকারই জীবনের সবচেয়ে বড় সহায়। আর এডওয়ার্ডকেই এই কাজ নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে হবে জেকবের সঙ্গে থেকে, অবশ্যি হামফ্রিও সাহায্য করতে পারবে আরো একটু বড় হলে।

॥ তিন ॥

'এডওয়ার্ড, চমৎকার একটা হরিণের পিছু নিয়েছি আমরা, এখন গুলির আওতায় পেলেই হয়। খুব সাবধানে আড়ালে আড়ালে এগুতে হবে, বুঝতে না পারে। ওদের চোখ যেমন কড়া, কানও তেমনি খাড়া। আর ঘ্রাণশক্তিও ভয়ানক চড়া—হাওয়ার ছোঁয়ায়ই গন্ধ পায়। তাই শিকারীকে যেতে হয় হাওয়ার উল্টো দিক থেকে। বুঝলে, শিকার করা বড় সোজা কাজ নয়, সব দিক থেকে সাবধান না হলে আর ধৈর্য না থাকলে—কখনোই শিকার জোটে না।'

এডওয়ার্ড মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে—আর আলগোছে জেকবের পিছু পিছু অনেকটা পথ ঘুরে চলে হাওয়ার উল্টো দিকে। এবারে তারা ঢুকে পড়েছে গভীর বনের মধ্যে। জেকব আবার বলতে থাকে এডওয়ার্ডকে—'জানলে, কোন্ সময় ওরা কোথায় কি করবে সেই বুঝেই শিকারের জায়গা স্থির করতে হয়। এই ধরো, এখন হরিণেরা খোলা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছে, ঘণ্টা দুই পরে বিশ্রাম করবে উঁচু ফার্ন ঝোপের মধ্যে শুয়ে।'

এডওয়ার্ড অবাক হয়—শিকারীকে এত সব জানতে হয়! ঘন বন ছাড়িয়ে এবারে তারা এসে পড়েছে ফার্ন ঝোপের মধ্যে। সামনেই দেখা যায় মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, ঘাসে ভরা। বেশ খানিকটা দূরে অমন একটা জায়গায়ই ঘাস খাচ্ছিল বড় একটা হরিণ, আর তিনটি হরিণী। কিন্তু কী আন্দাজ করে হরিণটা মাথা উঁচিয়ে হাওয়ায় গন্ধ শুঁকছিল বারবার। জেকব ও এডওয়ার্ড এবার ফার্নবনের মধ্য দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে—মাথা তুললেই দেখতে পাবে তাই। আর তাদের কুকুরটাও

মাটির সঙ্গে পেটটা মিশিয়ে লম্বা হয়ে পিছু পিছু এগোচ্ছে নিঃশব্দে। ওরা আরো খানিকটা এগোতেই হরিণটা হঠাৎ কেমন সতর্ক ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়াল, কান খাড়া করে রাখল, হাওয়ার গন্ধ শুঁকল কয়েকবার; তারপর হরিণদের নিয়ে চলে গেল ক্ষেতটার উল্টো দিকে অর্থাৎ কিনা বেশ দূরে—যেখানে গুলি চলে না।

এডওয়ার্ড কেমন হতাশ হয়ে পড়ে। জেকব বলে বুঝিয়ে—'আমরা চাইছি শিকার করতে আর ওরা চাইছে 'শিকার' না হতে। একটু বিপদের আঁচ পেয়েছে কি নিশ্চয়ই ওরা নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে। আর তাইতো আমাদের দরকার ধৈর্য, দরকার স্থির বুদ্ধি, দরকার ঠিক সময়টিতেই গুলিটি ছোঁড়া—তার আগে একটু আয়োজনে এগোনো। তবে ঐ হরিণটা একটু বেশি সতর্ক বলেই মনে হচ্ছিল, খুব সম্ভব আজ সকালেই ও কোনো কারণে ভয় খেয়েছে।'

'আচ্ছা জেকবদা, ওই হরিণটা হঠাৎ জায়গাটা ছেড়ে চলে গেল কেন, আমরা যে এসেছিলাম বুঝল কেমন করে?'

'আমরা যখন হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলাম, তোমার পায়ের চাপে কোনো ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ হয়েছিল। ওটাতেই ও টের পেয়েছে, মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু সে তো ছোট্ট একটুখানি শব্দ।'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে একটুখানি, কিন্তু ওর কাছে তাই বড় একটা বিপদের সঙ্কেত। কত সাবধানে এগোলে ভালো শিকারী হওয়া যায় দেখে দেখে নিশ্চয়ই শিখে যাবে। এখন আমরা যাচ্ছি আবার বহু ঘুরে ঐ দিকেই। ঘন ফার্নবনের গা ঘেঁষে ওরা চরছে। আমরা যদি উল্টো দিক থেকে বনের মধ্য দিয়ে এগোই তবে সহজেই নাগাল পেয়ে যাব। একদিক থেকে মনে হয় ভালোই

হ'ল। তবে মাইল খানেক ঘুরে যেতে হবে। দেখছ তো, তোমার ইচ্ছে মতোই হবে না সবকিছু।'

এডওয়ার্ড ও স্মোকার বেশ দ্রুত চলে এল ঐ বনের মধ্যে, তারপর খুব সাবধানে সতর্ক হয়ে পায়ে হামাগুঁড়ি দিতে দিতে এগোতে লাগল—যেখানটায় হরিণগুলি রয়েছে। শ-দেড়েক হাত দূরেই এবার দেখা যাচ্ছে হরিণগুলিকে—একেবারে সামনের দিকেই বড় হরিণটা। জেকব বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই হরিণটা মাথা তুলে দাঁড়াল—আর তখনি জেকব গুলি ছুঁড়ল ওর উঁচু ঘাড় লক্ষ্য ক'রে। হরিণটা একবার লাফিয়ে উঠল, চারপায়ে একবার দাঁড়িয়েই ছুটতে চেষ্টা করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেল মাটিতে। আর হরিণী তিনটা এক নিমেষে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল কোথায়।

এডওয়ার্ড আনন্দে চিৎকার করে অমনি ছুটে যাচ্ছিল হরিণটার দিকে—জেকব তাকে টেনে ধরল, বলল—'আগে শেখো সব হালচাল। ওভাবে কখনো আহত শিকারের কাছে যেতে নেই।'

'কেন, ওটা তো মরেই গেছে।'

'না, একেবারেই হয়ত মরেনি। হঠাৎ কখনো কখনো ওই অবস্থায়ই এমন লাথি বা শিংয়ের গুঁতো লাগিয়ে দেয় যে তাতেই মারা পড়তে হয়। আর তাছাড়া, ধারে-কাছে হয়ত আরো হরিণ থাকতে পারত এবং তোমার হাতে যদি বন্দুক থাকত তবে তাদেরকেও শিকার কবার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু মানুষের চিৎকার শুনলে বহু দূরের শিকারও পালিয়ে যায়।'

এডওয়ার্ড লজ্জিত হয়ে বলে—'একটু একটু করে সবই আমি শিখে নেব, জেকব-দাদু।'

জেকব এবারে এগিয়ে এল হরিণটার কাছে, দেখেই খুশিতে বলে উঠল—'বাঃ, এটা দেখছি হার্টরয়্যাল। বেশ বড় জাতের তো!'

এডওয়ার্ড জানতে চায় 'হার্টরয়্যাল' কাকে বলে? জেকব

বলে বুঝিয়ে—'তিন বছর বয়স পর্যন্ত হরিণকে বলে ব্রকেট বা বাচ্চা, চার বছর থেকে স্ট্যাগার্ট বা কিশোর, পাঁচ বছর হলে স্ট্যাগ বা তরুণ ; আর পাঁচ বছরের পরে হার্টরয়্যাল বা ধাড়ি।'

'কিন্তু বয়সটা বোঝা যাবে কী ক'রে!'

'কেন, ঐ শিং দিয়ে। এই যে দেখছ হরিণের শিংয়ে ডাল ন'টা, বাচ্চা হলে থাকত শুধু দুটো, কিশোর হলে তিনটে, আর ঠিক ঠিক তরুণ হলেই চারটে। ছ' বছর থেকে ওদের শিংয়ের ডালপালা সংখ্যায় কেবলি বাড়তে থাকে,—বাড়তে বাড়তে এমন কি কুড়িটা ত্রিশটা পর্যন্তও হতে পারে। একটু একটু করে সবই জানতে পাবে, এডওয়ার্ড। আর যে যতটা জানে সে ততটাই ঠিক ঠিক কাজ করতে পারে। কিন্তু এখন আমাদের দরকার বাড়ি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসা—যত তাড়াতাড়ি হয়। এই হরিণটার ওজন চার-পাঁচ মণ তো হবেই—আমাদের পক্ষে এতটা বয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। আর আমরা এসেও পড়েছি বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল। তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও, স্মোকারই অবশ্যি তোমাকে নির্ভুল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

এডওয়ার্ড চলে যায় স্মোকারের পিছু পিছু—যত দ্রুত চলা সম্ভব, এবং পড়ন্ত বিকেল নাগাদ ফিরে আসে ঘোড়-গাড়িটা নিয়ে। জেকব ইতিমধ্যেই হরিণটার গলাটা কেটে ছাল খসিয়ে রেখেছে, পেটটা চিরে নাড়িভুঁড়ির বোঝাটাও ফেলে দিয়েছে। স্মোকার তা থেকে খানিকটা খাওয়ার পরেই রওনা হল সবাই—গাড়িতে মালবোঝাই।

প্রায় সারাটা দিন বহুৎ খাটুনির পরে এলিসের হাতের রান্না কী মধুরই যে লাগল! এলিস তার রান্নার প্রশংসা শুনে বড় আনন্দ পেল—মনে হল এত আনন্দ সে আর কখনো পায়নি। মাংসটা গুছিয়ে রাখা হল, কাল সকালেই জেকব যাবে শহরে।

সকালবেলা এডওয়ার্ড ধরে বসল দাদুর সঙ্গে সেও শহরে যাবে। আসলে তার সমস্ত মনপ্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে বাইরের জগতের খবরাখবর জানবার জন্যে—চারদিকের হালচাল বুঝবার জন্যে। কিন্তু জেকব জানাল—এখনো প্রকাশ্যে বেরুবার মতো সময় হয়নি। বরং ওতে বিপদই ডেকে আনা হইবে। এডওয়ার্ড কিন্তু বুঝতে পারে না—খালি হাতে গেলে, বিপদের কী আছে? সে তো কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে যাচ্ছে না।

জেকব যাচ্ছে মাংস বিক্রি করতে তার নিজের বাঁধা দোকানে। আর তারা জানে জেকব থাকে একা, তার নিজের বলতে কেউই নেই। না, এখনো প্রকাশ্যে বেরুবার সময় হয়নি। হলে সে নিজেই বলবে। কিন্তু হামফ্রিও বুঝতে চায় না। গেলে এমন আর কী বিপদ হবে? সেনাদল তো চলে গেছে কবেই। রাজনৈতিক সন্দেহ আর ধরপাকড় যে কী ধরনের জিনিস তা তো জানে না ওরা।

বেশ রাত করেই ফিরে এল জেকব—গাড়ি-ভর্তি নানারকম জিনিস: এক বস্তা আটা; কয়েকটা কোদাল, একখানা করাত, হাতুড়ি, বাটালি, র‍্যাঁদা, দা, কাস্তে এবং খুরপি ও নিড়ানি। :এসবই হামফ্রির ছুতোরখানা আর ক্ষেতখামারের জন্য। আর এলিসের জন্যে সুঁচ সুতো ও কাপড়, কারণ এরই মধ্যে সে সেলাই-ফোঁড়াইর কাজও কিছুটা শিখেছে। আর? আর এডওয়ার্ডের জন্যে এনেছে লম্বা নলওয়ালা চমৎকার একটা বন্দুক। বন্দুকটা এডওয়ার্ডের হাতে তুলে দিয়ে বলে জেকব—'এই বন্দুকটা ছিল এখানকার সবচেয়ে পাকা শিকারীর। আশা করি এ বন্দুকের যোগ্য হবে তুমি নির্ঘাৎ শিকারে।'

'তাহলে আজ কিন্তু আমিই শিকার করব।'

'না খোকা, এত জল্‌দি নয়। এখনো শিখতে হবে আমার

সঙ্গে থেকে থেকে। তবে দরকার মতো তোমাকেও গুলি ছুঁড়তে দেব আমার আগে।' এডওয়ার্ড রোজই তার হাত ঠিক করে—বন্দুকের তাক এখন তার অব্যর্থ প্রায়। কিন্তু এখনো সে নিজেই শিকার করার সুযোগ পায়নি। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে শীতের দুর্দান্ত তুষার-বৃষ্টি। পথঘাট ছেয়ে গেছে তুষারে। জেকব ও ছেলে দুটি বন থেকে জ্বালানী টেনে টেনে জড়ো করেছে জ্বালানী-ঘরে। কিন্তু সময়টা তো আর ঘরে বসে বসে কাটানোর জন্যেই নয়। এলিসের রান্নার কাজে জেকব এবারে বেশি নজর দিতে পারছে—শেখাচ্ছে নানারকমের খাবার রান্না। হামফ্রিও তার মিস্ত্রির কাজকর্ম নিয়ে পড়েছে, ঘরের দরকারমতো ছোটখাট অনেক জিনিস তৈরি করে ফেলেছে এরি মধ্যে। ছোট্ট এডিথও শিখে ফেলেছে কেক তৈরি করা। এলিস ও এডওয়ার্ড আগে-ভাগেই শিখেছিল লেখাটা আর পড়াটা। এবারে হামফ্রি ও এডিথও জেকবের সাহায্যে লেখাপড়ায় এগিয়ে এল অনেকটা। সকলেই মিলেমিশে সুখেই আছে এখানে—কিন্তু এডওয়ার্ড নয়। তার বুকের ভিতর এক একটা সময় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তাদের সব থাকতেও এখানে পালিয়ে আছে—বনের পাহারাদারের ঘরে। আর তাদেরই কিনা আর্নউডের বিরাট সম্পত্তি রয়েছে এখান থেকেই মাত্র দু'মাইল দূরে! কিন্তু কী করবে—সে বুকের আগুন বুকের মধ্যেটায় জ্বলে-জ্বলেই নিভে যায়।

বরফ গলতে শুরু হলেই আবার বনে শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল জেকব ও এডওয়ার্ড। এ সময়টা হরিণীরা তাদের কচি-কচি বাচ্চাদের নিয়ে লুকিয়ে থাকে বনের গভীরে—বড় একটা বাইরে আসে না। বাইরে বেরোয় হরিণেরাই। হরিণের সারিবাঁধা খুরের দাগ ধরে এগোতেই জেকব বুঝিয়ে দেয় ওটা হল একটা ছোটখাট হরিণের খুরের দাগ। এডওয়ার্ড জেকবের কাছ থেকে

বুঝে নেয় বড় হরিণের পায়ের দাগ হবে কেমন। তারপর এডওয়ার্ড নিজেই একটা বড় হরিণের চলার দাগ ধরে আগে আগে এগোয়, পিছু পিছু জেকব। প্রকাণ্ড একটা ঘন ঝোপের পাশে গিয়ে থেমে গেছে দাগ। ঠিক হল, জেকব স্মোকারকে নিয়ে ঘুরে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আস্তে আস্তে তাড়া লাগাবে—আর ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়তেই পাশ থেকে এডওয়ার্ড ছুঁড়বে গুলি। হ'লও তাই। বেশ বড় একটা হরিণ ঝোপ থেকে বেরিয়ে যেই মাথা উঁচিয়ে ছুটতে শুরু করবে, এডওয়ার্ডও এক মুহূর্ত দেরি না করে ঘাড়ের উপরে লাগাল গুলি। হরিণটা কয়েকটা পাক খেতে খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে খানিকটা দূরে। জেকবের শিক্ষামতো সে হৈচৈ করে উঠল না, সঙ্গে সঙ্গে ছুটেও গেল না।

জেকব এডওয়ার্ডের পিঠে হাতখানা রেখে তারিফ করে বলে আস্তে আস্তে—'বাঃ! সুন্দর তোমার টিপ। ঠিক সময়টিতে, ঠিক জায়গাটিতে।' তারপর সামনের ফাঁকা বড় একটা জমির উপরে আধ মাইল খানিক দূরে বনের দিকে তাকিয়ে জেকব বলে—'দেখো তো ওটা কি, কোনো গাছ না হরিণ। ঐ যে ছোট্ট দাগের মতো।'

এডওয়ার্ড কড়া নজরে দেখে,—না গাছ নয়, নড়ছে শিংওয়ালা একটা হরিণের মাথা।

এই সর্বপ্রথম নিজ হাতেই একটা হরিণ মেরে আজ বড় উৎসাহ এডওয়ার্ডের—ওটাকেও সে খতম করতে চায়। কিন্তু সে জন্যে অন্তত মাইল তিনেক পিছিয়ে ঘুরে গিয়ে ঐ বনের মধ্য দিয়ে এসে পড়তে হবে—যেখান থেকে কাঁটা-ঝোপগুলো শুরু হয়েছে। জেকবের আজ আর অতটা দূর যাবার উৎসাহ ছিল না, নবীন শিকারী এডওয়ার্ডকে উৎসাহ দেবার জন্যেই চলল এগিয়ে, সঙ্গে স্মোকার তো রয়েছেই। তারপর হরিণটা চরতে চরতে যেই সামনে এগিয়ে এসেছে, এডওয়ার্ডকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল ছুটে

পালাবার জন্তে। আর এডওয়ার্ডও গুলি করল সেই মুহূর্তেই। হরিণটা ওই অবস্থায়ই ছুটতে লাগল—কুকুরটাও তার পিছু পিছু। এডওয়ার্ড এবং জেকব কুকুরটার পিছু পিছু। খানিকটা দূরে বনের মধ্যে কুকুরটার ডাক শুনে গিয়ে দেখে পড়ে আছে হরিণটা। এডওয়ার্ডের গুলিটা ঠিক ভেদ করে গেছে শিকারের ঘাড়টা। জেকব বলে ওঠে—'এডওয়ার্ডকে এবারে পাকা শিকারী বলতেই হবে। বাঃ, যেমন নজর তেমনি তাক। আর কিছু পরেই এই বুড়োকে আর বন্দুক ধরতে হবে না, তোমাকে বরং সাহায্য করবে হামফ্রি ভাই। তা, আজ এতটা মাংসের জোগাড় হল যে, এক গাড়িতে তো হবে না—ছু ছুবার যাতায়াত করতে হবে, দেখছি।'

চামড়া ছাড়িয়ে সব মাংস নিয়ে বাড়ি পৌঁছুতে সেদিন বেশ রাত হয়ে গেল। এডওয়ার্ড সেদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে লাগল—তার হাতে কেমন করে ধরাশায়ী হচ্ছে তার শত্রুরা; বীর সৈনিক বলে কত নাম হয়েছে তার—ঠিক তার বাবার মতো।

॥ চার ॥

শহরে গিয়ে জেকবের এবারকার প্রথম কাজ হল হামফ্রির চাহিদা-মতো একটা মালটানা গাড়ি কেনা, তারপর ঘোড়াটাকে ঠুলি ও লাগাম পরিয়ে গাড়ি জুতে বাড়ি নিয়ে আসা। ঘোড়াটা এই নতুন ব্যবস্থায় প্রথমটা ঘাড় নেড়ে পা ছুঁড়ে আপত্তি জানালেও ক্রমে বাধ্যের মতোই চলতে লাগল। হামফ্রি তো গাড়ি দেখে মহাখুশি, এডওয়ার্ডও। যা হোক, এখন আর মাংস আনা-নেওয়ার অসুবিধেটা হবে না।

বাড়িতে আগের দিনের এত মাংস মজুত রয়েছে যে, জেকব সেদিনও মাংস বিক্রি করে এল। আর বাড়ি এসে এডওয়ার্ডকে শোনাল কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ। রাজাকে সাহায্য করেছিল বলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে ক্যাপ্টেন বার্লিকে, আর ইয়র্কের ডিউক পালিয়েছে হল্যাণ্ডে। কিন্তু রাজা নাকি এখনো বন্দী রয়েছেন এক দুর্গে—অবশ্যি খবরটা যে ঠিক কিনা কেউই তা জানে না, নানাজনে বলছে নানারকম।

এডওয়ার্ড ভাবে—আমি যদি বড় হতাম তো এখনি সোজা চলে যেতাম যুদ্ধে!

এদিকে বাড়িতে তখন ক্ষেতখামারের কাজে বড় ব্যস্ততার সময়—সার বয়ে নিয়ে যাওয়া, মাটি চষে মিশিয়ে দেওয়া, আগাছা বা পুরোনো ক্ষেতের ঝড়তি-পড়তিগুলো বেছে নেওয়া। তারপর আলাদা আলাদা মতো ক্ষেত ভাগ করে বীজ বোনা, এবং কচি বীজচারা পুঁতে দেওয়া। কোথাও কপি-আলু-পেঁয়াজ বা টমাটোর চাষ—কোথাও বা শাক-সবজি। এসব কাজের দায়িত্বটা প্রধানত হামফ্রিরই, তবু এসময় তার সাহায্যের জন্যে

সমানে খাটছে জেকব ও এডওয়ার্ড। এমনকি এলিসও। ছোট্ট এডিথ তো তার মুরগীপাল নিয়েই মহাব্যস্ত। তা, ধেড়ে মোরগ-মুরগী সংখ্যায় এরই মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক তো হবেই। মুরগীরা যেই কোঁ কোঁ আওয়াজ করতে থাকে এডিথ ছুটে যায় মুরগী-ঘরে, নিয়ে আসে গণ্ডা গণ্ডা ডিম। কয়েকটা মুরগীকে তো এরই মধ্যে সে তা' দিতেও বসিয়ে দিয়েছে।

হামফ্রি কিন্তু এত সবেও ততো খুশি নয়—তার চাই কিনা একটা গাইগরু। যেমন পাওয়া যাবে দুধ, আর দুধ থেকে মাখন ও পনীর, তেমনি পাওয়া যাবে গোবর-সার—এতে তার বাগান আরো জোরালো হবে।

'গরু? সে তুমি কোথায় পাবে, কিনতে তো পারছি না আমরা।' জেকব-দাদু বলে।

'কেন, কিনতে হবে কেন? বনের মধ্যে দেখলাম ফাঁকা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে একপাল গরু। ওদেরি একটাকে ধরে আনব সোজা।'

'যত সোজা ভাবছ অত সোজা নয়, হামফ্রি! ওরা হল বুনো গরু। দলে থাকে আর ওদের রক্ষা করে এক-একটা জোরালো বলদ—যেমন একগুঁয়ে তারা যেমনি হিংস্র!'—জেকব সাবধান করে দেয়।

কিন্তু হামফ্রি যা করবে ভাবে তাই করে। একটিমাত্র করাত ও হাতুড়ি ও পেরেকের সাহায্যেই সে এডিথকে তৈরি করে দিয়েছে ছোট্ট একটা ঠেলাগাড়ি; বসবার বেঞ্চি, টুল, চেয়ার—তৈরি করেছে এডিথের মুরগী-ঘর। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কুঠুরি আর ডিমে তা' দেবার জন্যেও আর একটা আলাদা। এখন সে মহাব্যস্ত—বেশ বড় একটা জায়গা ঘিরে রাখতে হবে। তার ভিতরেই থাকবে গোয়াল-ঘর। অর্থাৎ কিনা গরু সে ধরবেই।

কত পরিশ্রমে সে বন থেকে মোটা মোটা গাছ কেটে খণ্ড খণ্ড করে বানাচ্ছে মজবুত খুঁটি, করাত চিরে বানাচ্ছে তক্তা, বড় বড় গোলপাতা দিয়ে বানাচ্ছে চাল। আর এই দেখে হাসাহাসি করে ভাইবোনেরা—ওর কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেল। বুনো গরু কি কখনো ধরা যায়, না পোষা যায়? কথায় বলে বুনো গরুর দুধ—সবাইকে সেই দুধই কিনা খাওয়াবে হামফ্রি। গরুর কথাটা এখন সবার মুখেই একটা হাসির কথা—খেতে-বসতে হামফ্রিকে নিয়ে ঠাট্টা করে সবাই—'তোমার গরুটা তো আসছে, তাহলে কি আমরা কিছু রান্না মাংসও রেখে দেব ওর জন্যে!'

হামফ্রি কিন্তু রাগে না। একদিন দুপুর বেলা সে বেরিয়ে গেল। আর তো ফেরে না, ফিরল যখন রাত বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। হামফ্রি ফিরে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলল না—কোথায় গিয়েছে বা কি দেখে এসেছে তাও নয়। পরের দিনও ভোর হবার আগেই বেরিয়ে গেল হামফ্রি, ফিরে এল না সকালের খাবার খেতেও। সবাই ভাবছে—হ'ল কি ওর? আর এডওয়ার্ড হাসছে —'এবারে ও একেবারে জ্যান্ত একটা গরুতে চড়েই আসবে। আহা, সবুর করো না!'

আর তখনি হামফ্রি হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকেই বলল— 'এই এখুনি, বন্দুক দুটো নিয়ে দুজনে এসো, এক্ষুণি জল্‌দি। স্মোকারকেও!' জেকব ও এডওয়ার্ড ব্যাপারটা ঠিক না বুঝলেও বুঝল যে, ওর গরুর ব্যাপারেই কিছু একটা হবে, তাই ওকে আর জেরা না করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। হামফ্রির নির্দেশমতো সঙ্গে নিয়ে চলল ঘোড়ার গাড়িটা ও দড়িকাছি।

হামফ্রি যেতে যেতে বলে—'কালই দেখে রেখেছিলাম গরুর পাল এখন কোথায় ঠিক চরছে। আর তাদেরই মধ্যে রয়েছে একটা সাদা-কালো গরু—সবচেয়ে সুন্দর সেটা। মনে হল, সেটার বাচ্চা

হবে খুব শিগগিরি। আর আজ সকালে গিয়ে দেখি সেই গরুটা নেই! আমি গাছে উঠে নজর করে দেখছি কোথায় গেল, আর দেখি ঠিক ঝোপের মাঝখানে বেশ সুন্দর একটি ঘাসজমির উপর সেই সাদা-কালো গরুটা, পাশেই কী সুন্দর একটা বাছুর! মা-গাইটা ওর গা চাটছে। আজই ওদের বাড়িতে নিয়ে আসব, দেখো।'

জেকব ও এডওয়ার্ড গিয়ে দেখতে পেল গরুর পাল চরছে। কিন্তু কোথায় সেই গরুটা? হামফ্রি তাদের অন্যদিকে এগিয়ে নিয়ে দেখায় জায়গাটা। জেকব অমনি বলে—'আমি আর এডওয়ার্ড কুকুরটাকে নিয়ে যাই এগিয়ে, তুমি যাবে পরে। আগে দেখি তো কোন্ পথ দিয়ে এসেছে এখানে। জেকব গরুটার খুরের দাগ দেখে দেখে চলে। এবার গরুটার কাছে এগোতেই সে বাচ্চাটাকে ছেড়ে ধেয়ে আসে আক্রমণ করতে, আর কুকুরটা তাকে ঠেকিয়ে রাখে বারংবার, সরিয়ে নেয় অন্যদিকে। আর জেকবও চেঁচিয়ে ওঠে—'এই ফাঁকে তোমরা বাচ্চাটাকে তুলে নাও গাড়িতে—জল্‌দি। আমি আর স্মোকার এদিকে সামলাচ্ছি ওর মাকে।'

দুইভাই হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয় বাচ্চাটাকে, বসিয়ে দেয় গাড়িতে—বেঁধে রাখে দড়ি দিয়ে। আর বাচ্চাটাকে দেখেই গরুটা এবার হাম্বা হাম্বা শব্দে আর্তনাদ করতে করতে পাগলের মতো ছুটে চলে বাচ্চাটার দিকে। আর স্মোকারও বার বার ঠেকিয়ে রাখে তাকে। জেকব এবার এক ফাঁকে গাড়িতে লাফিয়ে উঠেই চালিয়ে দেয় গাড়ি। বাচ্চাকে চলে যেতে দেখে গরুটাও অমনি পিছু পিছু ছুটতে থাকে আর আর্তনাদ করতে থাকে। বাছুরটা মায়ের ঐ আর্তনাদ শুনে ডেকে ওঠে বার বার। গরুটা আরো জোরে ছোটে।

কিন্তু জেকবের কানে এসেছে আরো একটা ডাক—দূরের পাল

থেকে সাড়া দিয়েছে কোনো একটা। এবং সেই ডাকের অর্থ হ'ল বিপদের সঙ্কেত। আর সত্যিই দেখতে না দেখতে ছুটে আসছে একটা মরদ গরু—ল্যাজ উঁচিয়ে মাথাটা কেবল নাড়ছে আর ঘন ঘন ডাক ছাড়ছে।

জেকব এডওয়ার্ডকে তৈরি থাকতে বলল। মরদটা এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, কাছে এগুলেই গুলি করতে হবে। স্মোকারকে ডাক দিয়ে তাই ওটার কাছ থেকে সরিয়ে আনা হল। এবারে মরদ গরুটা এগিয়ে আসতেই গুলি করল এডওয়ার্ড। ওটা হাঁটু গেড়ে পড়ে গিয়ে শিং দিয়ে কেবল মাটি খুঁড়তে লাগল। 'ওটাকে ফিরে এসে দেখা যাবে। আগে এখন বাড়ি।'—এই বলেই জেকব জোরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, বাড়ি ঢুকেই সে বাছুরশুদ্ধ গাড়িটাকে ঘোড়া থেকে আলাদা করে সেঁধিয়ে দিল বেড়াঘেরা জায়গাটায়। এবারে গরুটা যেই ঢুকে পড়বে অমনি দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে—প্রথমটায় ঠেকিয়ে রাখতে হবে গরুটাকে। স্মোকার অবশ্যি এই কাজটা করল—গাইগরুটাকে ঠেকিয়ে রাখল। এদিকে এডওয়ার্ড ও হামফ্রি দুজনে মিলে বাচ্চাটাকে নামিয়েই ঢুকিয়ে দিল গোয়াল ঘরে। ওদিকে জেকব দরজাটা খুলে দিতেই গরুটা গোয়াল-ঘরে গিয়ে আদর করে বাচ্চাটার গা চাটতে শুরু করল—এতক্ষণ পরে পেয়ে অন্য কোনো-দিকেই এখন আর খেয়াল নেই। এই সুযোগে একগাছি শক্ত দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে হামফ্রি বেঁধে ফেলল গরুটার শিং দুটো, আর পাশ থেকে দড়িটা টানতে টানতে ফাঁসটা ছোট করে ফেলল এডওয়ার্ড। বেশ আটকা পড়ে গেল গরুটা—খুব চেষ্টা করেও সে এখন আর শিং দিয়ে গুঁতোতে পারবে না। হামফ্রি কিন্তু তখন তখনি আর একটা কাজ করল, করাতটা এনে ওর ধারালো শিং দুটোর মাথাটা কেটে ফেলল—কখনো যদি গুঁতিয়ে দেয়ও মারাত্মক কিছু হবে না। এবারে দড়িটার

হাত দুই ছেড়ে বেঁধে রাখা হল গরুটাকে—বাচ্চাটার গা চাটতে পারবে ইচ্ছে হলেই।

সেদিন খেতে বসে বলছিল এডওয়ার্ড—'তুমি ভাই আমাদের সকলকেই হার মানিয়ে দিলে। সত্যি সত্যিই বাচ্চাশুদ্ধ একটা বুনো গরু বন থেকে ধরে আনা চাট্টিখানি কথা নয়!'

জেকব বলে—'আমি বুড়ো হলাম এই বনে, তবু একথা আমার মনেও জাগেনি কখনো। বাহাদুর ছেলে বটে আমাদের হামফ্রি। আর, এই সুযোগে কত বড় ব্যাটা-গরুটাকেও মারা হ'ল, বলো?'

এলিস ও এডিথ তো আহ্লাদে আটখানা—'আমাদের ছোড়দার এত সাহস!' এডিথ আবদার করে—'ওই বাচ্চাটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে।'

'সে হবে 'খন। এখন কয়েকদিন কেউ গরুটার কাছে যাবে না। এখনো বুনো। পোষ মানাতে হবে, তবে তো।'—জেকব সতর্ক করে রাখে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই এডিথ বেড়ার ধারে ছুটে আসে সবার আগে—চেয়ে চেয়ে দেখে কী সুন্দর বাচ্চাটা, তখনি গিয়ে আদর করতে চায়, কিন্তু ওখানে যাওয়া এখন নিষেধ। এমন কি এখন গাইগরুটাকে কোনো খাবারও দেওয়া হবে না। জেকব বলল—'দুদিন না খাইয়ে রাখতে পারলেই একটু কাহিল হবে, তখন খাবার দিতে গেলে খাবে, গুঁতোতে আসবে না। ক্রমে ক্রমে খাবার খাইয়ে ওকে পোষ মানাতে হবে। তারপর হাত থেকে খেতে নিজেই এগিয়ে আসবে। তখন এত বাঁধাছাঁদারও দরকার হবে না।'

সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ পোষ মেনে গেল গাইগরুটা—বাচ্চার কাছে গেলেও কিছু বলে না। এখন এলিস আর এডিথ ওকে ঘাস খাওয়ায় হাত থেকে। তা, আগেই প্রচুর ঘাস

কেটে রেখেছে হামফ্রি। কিন্তু দুধ দোয়াবে কে? হামফ্রি গরুটাকে খাবার খাওয়ায় আর পিছন থেকে দুধ দোয় বুড়ো জেকব। দেখে দেখে ছোট্ট এডিথ হাততালি দেয়—'বাঃ রে, কী মজা! চুঁ চুঁ কেমন দুধের ধারা নামছে বাঁট থেকে, আর পাত্রটা দুধের ফেনায় ভরে উঠছে! কী সুন্দর!' এলিসের ভারী শখ—দুধ দোয়ানোটা সে নিজেই শিখে নেবে।

হামফ্রি কিন্তু এই গরু ধরেই খুশি নয়—সে আরো নতুন কিছু ভাবছে। আসলে হামফ্রি ছেলেটা হল যেমন সাহসী তেমনি অনুসন্ধানী। নতুন কিছু করার জন্যে আর নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে তার স্বভাবের মধ্যেই একটা ঝোঁক আছে—তার ছোট্ট মাথাটির মধ্যে সবসময়ই ঘুরপাক খায় নতুন আবিষ্কারের নেশা। ইতিমধ্যেই সে ফাঁদ পেতে ধরে এনেছে খরগোশ, ধরে এনেছে দুটো গোল্ডফ্লিঞ্চ পাখি। নিজেই সে খাঁচা বানিয়ে দিয়েছে, দু'বোন পুষছে পাখি দুটো।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা দুটো খরগোশ হাতে করে এনে হামফ্রি ডাক দিল এডওয়ার্ডকে—'শিগগির এসো দাদা, খুব বড় একটা কী যেন পড়েছে আমার শিকার-ফাঁদে।'

এডওয়ার্ড শিকার-ফাঁদের কথা জানে না কিছুই, গিয়ে দেখে হামফ্রি বানিয়ে রেখেছে বেশ বড় একটা খাদ। কত শ্রমে কত দিনের চেষ্টায় যে একাজটা করেছে কেউ জানতেও পায়নি। আর তারি মধ্যে পড়েছে একটা বলদ-বাচ্চা—জুলজুল তাকাচ্ছে উপর দিকে। চমৎকার মাংস হবে ওর, কিন্তু ওকে তো এতো গভীর খাদ থেকে জ্যান্ত টেনে তোলা যাবে না। তাই এডওয়ার্ড আগে ওকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর জেকব খবর পেয়েই বাড়ি থেকে নিয়ে এল গাড়ি, মই আর দড়াদড়ি, আর শিকারীর ছুরিটা। তারপর সবাই মিলে মই বেয়ে নামল। জেকব চামড়া

ছাড়িয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল বলদ-বাচ্চাটাকে—মই বেয়ে উপরে নিয়ে এল। জেকব বলল, এটার চামড়াটাও বিকোবে চড়া দামে। এর মধ্যেই হামফ্রির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেছে একটা—সহজেই কেমন করে খাদ থেকে টেনে তোলা যায় ভারী শিকারকেও। যেমন করে জল টেনে তোলা হয় কুয়ো থেকে, তেমনি সে একটা কপিকল বানাবে। তখন খাদের উপর থেকেই জ্যান্ত টেনে তোলা যাবে শিকারকে। তবে সেক্ষেত্রে খাদের নিচে খড়-বিচালি বিছিয়ে রাখতে হবে—পড়ে গিয়েই শিকারটা ঘায়েল না হয়, হাত-পা না ভাঙে। আর সত্যি কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ খাদ থেকে হামফ্রি জ্যান্ত ধরে আনল একজোড়া বাচ্চা গাই ও বলদ। ওদের জন্যে একটা আলাদা ঘর করা হল, ওরা পোষ মেনে গেল আরো সহজে। সবাই ভাবে—সত্যি কী আশ্চর্য ছেলে এই হামফ্রিটা, সবাইকেই সে বুদ্ধিতে হার মানায়। এডওয়ার্ড ভালো যোদ্ধা হতে পারবে ঠিকই—যেমন সাহস তেমনি বন্দুক চালাবার-ক্ষমতা, কিন্তু তারও নেই এত ধৈর্য, এত শ্রম করবার শক্তি, এত বাস্তব বুদ্ধি, এত নতুন নতুন উদ্ভাবন-ক্ষমতা। এডওয়ার্ডের মনে কেবল অসন্তোষ ও উচ্চাশার জ্বালা, তা নেই হামফ্রির। সে পল্লীজীবনকে ভালোবাসে—এখানকার বনবাদাড় খেতখামার পশুপাখি সবই তার পছন্দ, সবাকার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যেমন জীবিকার তেমনি জীবনের, যেমন প্রয়োজনের তেমনি আনন্দের। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত দিক্ থেকে এই তফাৎটুকু থাকলেও হৃদয়ের যে সম্পর্ক—যে বন্ধুত্ব তা বড় মধুর বড় গভীর।

॥ পাঁচ ॥

এই শীতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে জেকব—বাতজ্বরে চলাফেরা এখন আর সম্ভব নয়। যা বয়স তাতে এই অসুখ থেকে সে আর উঠে দাঁড়াবে মনে হয় না। অথচ শহরের কোনো খবর পাওয়া যায়নি বহুদিন। এডওয়ার্ড নিজেই এবার শহরে যেতে চায়। জেকব দেখল এখন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ঠিক হল এডওয়ার্ড শহরে যাবে কাল ভোরেই। এলিসের ফরমাস—তার জন্যে সুচ-সুতো চাই, হামফ্রির ফরমাস—তার চাই একটা কুকুর। এডওয়ার্ড ঠিক করল—না, কুকুর চাই দুটো। স্মোকারটা বুড়ো হয়ে গেছে, তার জায়গায়ও একটা এনে রাখা ভালো। জেকব বলে দিল—সোজা উঠবে গিয়ে অজওয়াল্ডের কাছে, তার বিশ্বস্ত বন্ধু সে। নামকরা শিকারী। তার কাছেই শিকারী কুকুর পাওয়া যাবে।

এডওয়ার্ড একা স্বাধীনভাবে শহরে চলছে—ভারী ভালো লাগছে তার। নিজেই ঠিক ঠিক পথ চিনে উঠল এসে অজওয়াল্ডের আস্তানায়। কিন্তু দরজায় কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে এসে জানাল যে অজওয়াল্ড বাড়ি নেই। মেয়েটি এডওয়ার্ডের সমবয়সী হবে, একটু ছোটও হতে পারে। ভারী সুন্দর মুখখানি, ভারী নরম চাউনি। এডওয়ার্ড চেয়ে থাকে, ভুলে যায় তার এখনকার পরিচয়ে সে হল কিনা বনরক্ষকের ছেলে। মেয়েটি বলে—'আপনি কিছু বলবেন?'

'দেখুন, আমি এসেছিলাম অজওয়াল্ডের কাছে দুটো শিকারী কুকুরের জন্যে। আমার ঠাকুর্দা জেকব আর্মিটেজই আমাকে পাঠিয়েছেন ওঁর কাছে।'

'কিন্তু ও তো সন্ধ্যার আগে ফিরবে না, চলে গেছে শিকার করতে।'

'তাহলে দেখছি, আমাকে বহু সময়ই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কারণ ওঁর কাছ থেকে দুটো বাচ্চা কুকুর আজই নিয়ে যেতে চাই।'

'দেখি, বাবার সঙ্গে কথা বললে যদি কিছু সুবিধে হয়।'—এই বলেই মেয়েটি ঐ বাড়িরই দোতলায় উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে এলো, বলল,—'হ্যাঁ, বাবা আপনাকে ওঁর কাছে আসতে বলেছেন।' মেয়েটি এডওয়ার্ডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল উপরে। ভদ্রলোক হলেন এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সরকারী প্রতিনিধি। বেশ ভারিক্কি ধরনের, দেখলেই বোঝা যায় তিনি কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—আর টুপির উঁচু কোণ দেখেও চেনা যায় তিনি হলেন ক্রমওয়েলের গণতন্ত্রী সরকারেরই লোক। ভদ্রলোক কাগজপত্তর দেখছিলেন, ছেলেটিকে দেখে জানতে চাইলেন—সে যে শিকারী কুকুর চাইতে এসেছে তার বিশেষ কী প্রয়োজন ঘটল।

এডওয়ার্ড বলে—'আমাদের শিকারী কুকুরটা বুড়ো হয়ে পড়েছে, তার বদলে একটা কুকুর দরকার, আর আমার ভাইয়ের জন্যেও একটা।'

'তাহলে কুকুর নিয়ে তোমরা বনে শিকার করো ?'

'হ্যাঁ, তা তো করিই, না হলে খাব কী ?'

'তা, তোমরা আমার কাছ থেকে নতুন সরকারের অনুমতিটা নিয়েছ কি ?'

'অনুমতি ! সে তো আমার দাদু জেকব আর্মিটেজই নিয়েছেন —যেখান থেকে তাঁর নেওয়া উচিত।'

'যেখান থেকে নেওয়া উচিত—অর্থ ?'

'আমার ঠাকুর্দা ছিলেন রাজনিযুক্ত বনরক্ষক। রাজার অনুমতি তো তাঁর রয়েছেই, এবং তাঁর বংশধর হিসাবে আমারও।'

সরকারী কর্মকর্তাটি এবারে ভুরু কুঁচকে একটু কড়া সুরেই বলেন —'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ জানো না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি

কাউকেই রেহাই দেব না—তোমাকেও নয়। এই নিউ ফরেস্ট এখন আর রাজার সম্পত্তি নয়,—নতুন সরকারের এবং এখানকার সমস্ত ভার এখন আমারই হাতে। কাজেই বুঝলে, আইন ভেঙ্গে কোনো পশু শিকার করেছ কি যথাযোগ্য শাস্তিও পেতে হবে।'

এডওয়ার্ড ক্রোধ সামলেই বলে—'তা তো বুঝতেই পারলাম, কিন্তু নতুন সরকারের অধীনে যার চাকরি নেই সে তো আর আইন মানবার জন্যেই খালিপেটে বসে থাকবে না, শিকার করবেই।'

'এবং সেক্ষেত্রে সরকারও তো হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, শাস্তি দেবেই। যাক, এ নিয়ে আর প্যাঁচ-কথার দরকার নেই। অজওয়াল্ডের জন্যে অপেক্ষা করতে চাইলে তুমি রান্নাঘরে চলে যাও নিচে, দেখো কিছু-না-কিছু খাবার নিশ্চয়ই আছে।'

এডওয়ার্ড তো মহাবিরক্ত, চাইতে এসেছে কুকুর, আর ঐ অপদার্থ বড়বাবুটি কিনা নতুন আইন দেখাচ্ছে তাকে। যাহোক বিরস মুখে এডওয়ার্ড নিচে নেমে এসে আস্তাবলে গিয়ে রাখল তার ঘোড়াটাকে, তারপর বাড়ির নিচেই পিছনের দিকটায় অজওয়াল্ডের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নানাকথা ভাবতে লাগল। এমন সময় সেই মেয়েটি আবার এসে কাছে দাঁড়াল—তলায় ঝিটাও নেই যে খাবার দেবে। তাই সে ভদ্রতা করে নিজেই এডওয়ার্ডের জন্য খাবার-টেবিলে এগিয়ে দিল কিছুটা রুটি, একবাটি মাংস ও একটা চপ। এবং নিজে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এডওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। এডওয়ার্ডের মুখের হাবভাব, কথাবার্তার ধরন ও চালচলন দেখে মেয়েটির মধ্যে কেমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছিল,আর আগন্তুক ছেলেটি যে এক বনরক্ষকের ছেলে সে কথাটা মনেই থাকছিল না। এডওয়ার্ডকে দেখতে দেখতে একসময় সে বলে উঠল—'আপনি

নিশ্চয়ই আইন অমান্য করে শিকার করবেন না, আমার অনুরোধ। যদি করেনই তখন তো আমাকেই এসে মাঝখানে দাঁড়াতে হবে।' মেয়েটি এবারে একপাত্র দেশীসুরা এনে সামনে দিয়ে বলল— 'আর কিছুই আজ আর দিতে পারছি না।'

এডওয়ার্ড হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—'আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোকই তো আপনার বাবা, মিস্টার—'

'হার্থস্টোন'—মেয়েটি যোগ করে দেয়—'হ্যাঁ, উনিই আমার বাবা।'

'আপনার ডাক-নামটা কি—জিজ্ঞেস করলে অন্যায় হবে না তো ?'

'আপনি এমনভাবে বলছেন যে, উত্তর না দিয়ে উপায় কী। হ্যাঁ, আমার নাম হ'ল পেসেন্স।'—বলেই মেয়েটি কেমন রাঙা হয়ে ওঠে। এডওয়ার্ড তাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার অধিকার দেবার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানায়। মেয়েটি এডওয়ার্ডের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করতেই বলে—'এবার আমি যাচ্ছি।'

এডওয়ার্ড একা বসে বসে ভাবতে থাকে ঃ ভারী সুন্দর তো এই মেয়েটি—যদিও সে নতুন সরকারের খয়ের-খাঁ ঐ হার্থস্টোনেরই মেয়ে! তাঁর মেয়েটি কিন্তু তার সঙ্গে সমীহ করেই কথা বলল।

অজওয়াল্ড এসেছে। অজওয়াল্ডের সঙ্গে নানারকমের কথা হল—মিঃ হার্থস্টোনের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে এডওয়ার্ড তাও জানাল। এডওয়ার্ড বুঝল এই লোকটি কেবল জেকবের বিশ্বস্ত বন্ধুই নয়—সে হ'ল একজন রাজভক্ত এবং বর্তমান সরকারের বিরোধী। এডওয়ার্ডকে সে বনে শিকার করার ব্যাপারে বরং উৎসাহই দিল। তার যুক্তি সোজা—যে শিকার করতে জানে শিকার সে করবেই। বাধার কথা তার কাছে মানার নয়। জেকবের বন্ধুর মতোই সে তখন এডওয়ার্ডকে কয়েকটা নামধাম দিয়ে দিল—

শহরে মাংস আনলে অবাধে এবং নিরাপদে সেসব জায়গায় তা বিক্রি করে নগদ নগদ দাম নিয়ে যেতে পারবে। আর কয়েকটা কথাও সে বিশ্বস্ত ভঙ্গীতে এডওয়ার্ডকে জানিয়ে রাখল—এক, মিঃ হার্থস্টোনকে বাইরে থেকে যা মনে হয় আসলে উনি ঠিক তা নন। দুই, এডওয়ার্ড যেন বন্দুকটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে অমনভাবে আর না আসে, কারণ তাকে চিনে ফেলার মতো লোক এখানে ওখানে ঘুরছে।

এরপর অজওয়াল্ড বেশ ভালো দুটো বাচ্চা কুকুর তুলে দেয় এডওয়ার্ডের হাতে, আর বলে দেয় বনের মধ্যে একটা বিশেষ জায়গায় সামনের দিনের পরের দিন খুব ভোরে সে যেন তার জন্য অপেক্ষা করে—দুজনে মিলে শিকারে যাবে। এমন পাকা শিকারীর সঙ্গ পাবে ভেবে এডওয়ার্ড বিদায় নেয় মহাখুশিতে। বাড়িতে ফিরতে বেশ দেরিই হয়ে যায়—সকালে উঠেই জেকবকে বলে সব কথা। জেকব বিশেষ ক'রে জোর দিয়ে বলে—'অজওয়াল্ডকে সব কথাই বলবে, ওর পরামর্শে তোমাদের উপকারই হবে। আর আমি যখন থাকব না, ওকেই পাবে আমার জায়গায়।'

জেকবের অসুখের অবস্থাটা যে কতটা মারাত্মক হয়ে উঠছে বাইরে থেকে এডওয়ার্ডও বুঝতে পারে না।

পরের দিন কথামতো জায়গায় দেখা হ'লেই অজওয়াল্ডের সঙ্গে এডওয়ার্ড চলল বনের গভীরে। একটা জায়গায় এসে এডওয়ার্ডই দেখাল—'এই যে একটা তরুণ হরিণের পায়ের দাগ এগিয়ে চলেছে, ঐ ঝোপের পাশেই থেমে গেছে। এবারে আমি রইলাম এপাশে, আপনি ওপাশে।'

এডওয়ার্ড হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোয় ঝোপের মধ্য দিয়ে, দেখতে পায় ঘন ঝোপের মধ্যে কিছু দূরেই জ্বলজ্বল করছে একটা হরিণের চোখ, ডালপালার মতো উঁচিয়ে আছে শিং দুটো। আর কিছুই

দেখা যাচ্ছে না। এডওয়ার্ড ঐ চোখটাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়ল গুলি। ঐ গুলির শব্দে সেই মুহূর্তেই আর একটা হরিণও কিনা গলা বাড়িয়ে দে দৌড়। অজওয়াল্ডও গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু হরিণটা লাফাতে লাফাতে ছুটে যায় তখনো। কুকুরটা পিছু নিয়েছে, অজওয়াল্ড ও এডওয়ার্ডও। খানিকটা দূরেই একটা ছোট্ট জলার মতো জায়গায় গিয়ে পড়ে গেছে হরিণটা—হরিণটাকে দুজনে মিলে পাড়ে টেনে আনে। অজওয়াল্ড পরীক্ষা করে বলে—তার গুলিটাই লেগেছে, এডওয়ার্ডেরটা লাগেনি। এডওয়ার্ড হাসে—'লাগেনি, কারণ এটাকে আমি গুলিই করিনি। এটা হল তরুণ, আমি যেটাকে গুলি করেছি সেটা হল ধেড়ে।'

অজওয়াল্ডকে জায়গামতো নিয়ে দেখায় এডওয়ার্ড—তার গুলি ঠিক চোখটার মধ্য দিয়ে মাথায় ঢুকেছে। গভীর ঝোপের মধ্যে তাক করবার মতো কেবল চোখটাই সে দেখতে পেয়েছিল, আর শিং দেখেই আন্দাজ করেছিল যে, ওটা বেশ ধেড়েই হবে।

অজওয়াল্ড আশ্চর্য হয় কেবল ওর অসাধারণ ধরনের পাকা হাতের তাক দেখেই নয়, হরিণ সম্পর্কে ওর নিখুঁত ও নির্ভুল জ্ঞানের জন্যও।

এরপর হরিণ দু'টোকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দু'জনে যখন ফিরে আসে বাড়ি—তখন বেলা পড়ে পড়ে। জেকবের ঘরে চার-চারটি ছেলেমেয়ে দেখে অবাক হয় অজওয়াল্ড। জেকব এবার ওদের আসল পরিচয় খুলে ধরলে মহাসম্ভ্রমে মাথা নোয়ায় অজওয়াল্ড। কিন্তু এডওয়ার্ড বলে—'না, আমাদের এখানে জেকবদাদুর নাতি ব'লেই জানবেন—আর্মিটেজই এখানে আমরা, বেভার্লি বংশের কেউ নই। আর আপনি জেকবের বন্ধু, তাই জেকবের মতোই আমাদের দাদু।'

পরের দিন দু' দু'টো বড় হরিণের মাংসে গাড়ি বোঝাই ক'রে

শহরে চলল অজওয়াল্ড ও এডওয়ার্ড। অজওয়াল্ড সেদিন কিন্তু মাংস বিক্রি না ক'রে তুলে দিল ঐ সরকারী কর্তার জিম্মায়—আর কথায় কথায় বলল যে, সেদিন শিকারে তার সঙ্গী ছিল এডওয়ার্ড। আরো সে জানাল—বয়সে একেবারে তরুণ হ'লেও ওর মতো পাকা হাত সে আর কখনো দেখেনি। এই শুনে এডওয়ার্ডকে বন-রক্ষকের কাজ দিতে চায় কর্তাটি। কিন্তু এডওয়ার্ড কিনা চাকরি করবে শত্রুপক্ষের অধীনে!

সেদিন এত রাত হয়ে গেল যে, এডওয়ার্ডকে থাকতে হ'ল ঐ বাড়িতেই। ঐ কর্তাবাড়ির নিচেই থাকে বুড়ি-ঝি ফোবি—সেই আজ খাবার এনে দিল, আর শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিল—দেয়ালে লাগানো মই বেয়ে উঠলেই পাওয়া যাবে উঁচুতে একটা ঘর। খাবারটা খেয়ে এডওয়ার্ড মই বেয়ে উঠে ঐ উঁচু ঘরটায় শুতে গেল—কিন্তু যা ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে, একটা দরজাও নেই ঘরে যে বন্ধ করে ঠেকাবে। ঘরের কোণে সে গুঁড়ি-সুঁড়ি মেরে শুতে চেষ্টা করল—কিন্তু গাদাখড়ও নেই যে তার উপর শোবে। রাগে ও বিরক্তিতে মই বেয়ে, সে নেমে এলো উঠোনে, একটুখানি পায়চারি করে হাত-পা চালিয়ে গা গরম রাখতে চায়। তখন রাত দুপুর। হঠাৎ উপর দিকে তাকায় সে—রান্নাঘরটার উপরের ঘরটা ঝলসে উঠছে জোরালো আলোয়। আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই। জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল—একজন মেয়েছেলে। বুড়ি ঝিটাই বোধহয়। একমুহূর্তও আর চিন্তা না করে এডওয়ার্ড ঐ ঘরের পাশে মই লাগিয়ে বন্ধ জানালাটা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলে ঢুকে পড়ে ভিতরে। ঘরের ভিতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এগোতে গিয়েই হঠাৎ পায়ে লাগে—কে পড়ে আছে অচেতন। দুই হাতে তুলে নিয়ে এগোয় এডওয়ার্ড, কিন্তু জানালা দিয়ে হাওয়া ঢুকে পড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। এডওয়ার্ড মইটা নাগাল পাবার আগেই তার বাহু

পুড়ে গেল খানিকটা, মেয়েটির জামাকাপড়েও আগুন ধরে গেছে তলার দিকে। আগুন নিভাতে গিয়ে এডওয়ার্ডের আঙুলগুলিও ঝলসে যায় খানিকটা। আর ঐ জামাকাপড়ের আগুন নেভাতে গিয়েই এডওয়ার্ডের এই প্রথম খেয়াল হয় মেয়েটি হ'ল কর্তার মেয়ে—সেই কুমারী পেসেন্স। তাড়াতাড়ি সে মই বেয়ে নেমে মেয়েটিকে শুইয়ে দেয় পাশেই আস্তাবল ঘরে খড়ের গাদার উপর। তখনো ওর চেতনা ফিরে আসেনি। তারপর উঠোনে বেরিয়েই চিৎকার করতে থাকে—'আগুন! আগুন!'

'আগুন' শুনেই বিছানা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন মিঃ হার্থস্টোন, দেখেন—আগুন লেগেছে তারই মেয়ের ঘরে। 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে—ঐ আগুনের মধ্যে!'—মিঃ হার্থস্টোন পাগলের মতো করতে থাকেন। ইতিমধ্যে লোকজন জেগে উঠেছে, হাতে হাতে জল এগিয়ে দিয়ে নিভিয়ে ফেলছে আগুন। হার্থস্টোনের তখনো সেই আর্তনাদ—'আগুনে পুড়ে মরছে—আমার মেয়ে, আমার সোনা!'

ভিড়ের মধ্য থেকে কে চেঁচিয়ে বলে—'হ্যাঁ, চার-চারটে বাচ্চাকেও পুড়িয়ে মারা হয়েছিল আর্নউডে।'

এই শুনেই 'হায় ভগবান্!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন হার্থস্টোন।

এদিকে উপরের আগুন সবটা নেভানো হ'লে নেমে এলো এডওয়ার্ড—মেয়েটিকে এখন দেখা দরকার কি অবস্থায় পড়ে আছে আস্তাবল-ঘরে। অজওয়াল্ড তো ভয়ে আর এগোয় না—সে ভেবেছে সবি শেষ হয়ে গেছে। এডওয়ার্ড ভরসা দেয়, মেয়েটিকে অক্ষত অবস্থায় নামিয়ে রেখেই আগুন নেভাতে গিয়েছিল। ওরা গিয়ে দেখে মেয়েটি তখনো জ্ঞান ফেরেনি, কিন্তু নিশ্বাস বইছে স্বাভাবিকই। তখন অজওয়াল্ডের জামাটা

দিয়ে জড়িয়ে মেয়েটিকে নিয়ে আসা হ'ল নিচে অজওয়াল্ডের ঘরে বাগানের পাশে। এডওয়ার্ড নিজের হাতের জ্বালাপোড়া ভুলে মেয়েটির চোখেমুখে জলের ছিটে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে মেয়েটি, চোখ মেলেই জিজ্ঞেস করে— 'আমার বাবা! আমার বাবা কোথায়?'

'কোনো ভয় নেই, তোমার বাবা সুস্থই আছেন।' বলে অজওয়াল্ড। পেসেন্স চেতনা ফিরে পেয়েছে দেখে এডওয়ার্ড সরে যায় অন্যদিকে।

'কে বাঁচাল আমাকে?'

'ঐ যে অল্পবয়সী ছেলেটি—এডওয়ার্ড আর্মিটেজ।'

'এখন কোথায় সে, আমি তার কাছে যাব।'—কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই মাথা ঘুরে যায় দুর্বলতায়।

হার্থস্টোন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন—কিন্তু 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে!'—ব'লে কেঁদে উঠছেন এখনো। তাঁর মেয়েটিকে নিরাপদেই উদ্ধার করা হয়েছে শুনে তিনি ছুটে এলেন মেয়ের কাছে। কিন্তু কোনোরকম কৃতজ্ঞতা দেখানোটা এডওয়ার্ড একেবারেই চায় না, তাই সে অজওয়াল্ডকে বলেই তার ঘোড়াটায় চেপে চলল বাড়ির দিকে।

বাড়িতে ফিরলে সবাই সেই বিপদের কথা শুনে শিউরে ওঠে। হামফ্রি তাই দাদার হাতের ক্ষত জায়গাগুলিতে নতুন করে ভালো অসুধ লাগিয়ে বেঁধে দেয়, বলে—'এবারে জ্বালাটা একটু কম মনে হচ্ছে, দাদা?'

এডওয়ার্ড তার প্রাণের ভাইকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

কিন্তু এদিকে বাড়িতে এগিয়ে আসছে একটা বড় বিপদ—বুড়ো জেকব আর বোধ হয় বাঁচবে না। সেদিন রাতেই সে ছেলেমেয়েদের সবাইকে এক এক করে নাম ধরে ডেকে ডেকে

তার বিছানার পাশে বসাল ; তারপর সে তাদের বলল, বেশিক্ষণ আর তার সময় নেই। যতদিন সে বেঁচে ছিল সে তার কর্তব্য করেছে যতটা পারে। এখন তারা সবাই যেন বুঝেসুঝে ভালো-মন্দ বিবেচনা করে চলে। সংসারের সবার ভার সে দিয়ে যাচ্ছে এডওয়ার্ডেরই উপর।

এডওয়ার্ড ঝুঁকে পড়ে দেখে—দাত্তর চোখ ছ'টো বুঁজে এসেছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে খুবই। এডওয়ার্ড দাত্তর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, আর এলিস ও হামফ্রি পাখা দিয়ে হাওয়া দেয়। ছোট্ট এডিথও দাত্তর মাথায় হাত বুলোয়। আর এমনি অবস্থায় চিরদিনের মতোই চোখ বোঁজে জেকব আর্মিটেজ—এই বনরাজ্যে তাদের একমাত্র অভিভাবক, একমাত্র রক্ষাকর্তা।

॥ ছয় ॥

জেকবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে অজওয়াল্ড এসে হাজির, আর তার কাছ থেকেই এডওয়ার্ড পেল এক নিদারুণ সংবাদ: খুন হয়েছেন রাজা রিচার্ড—বিচারের নামেই খুন করা হয়েছে! এডওয়ার্ড আরো জানতে পেল পেসেন্সের বাবা গিয়েছিলেন লণ্ডনে—এবং যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে সে সম্পর্কে তাঁর সমর্থন ছিল না। তবে, রাজশাসন যেভাবে চলছিল তার গোড়ার গলদটা দূর হ'ক তিনি তাও চাইছিলেন। অজওয়াল্ড আরো জানাল, পেসেন্সের বাবা বাড়ি ফিরেই আবার চলে যাচ্ছেন লণ্ডনে—ওদিকে এখন নানারকমের নানা গণ্ডগোল। তিনি ফিরে এসেই এডওয়ার্ডকে তার কৃতজ্ঞতা জানাবেন—এডওয়ার্ড কি একবার শহরে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না?

এডওয়ার্ড স্পষ্টই জানিয়ে দিল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ দেবার জন্যে সে ঐ কর্তাব্যক্তির কাছে যেতে রাজি নয়। অজওয়াল্ড তখন বলল—'কিন্তু আরো একটা অনুরোধ আছে এবং সেটা হ'ল কুমারী পেসেন্সের কাছ থেকেই। ওঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ: একটি-বার তাঁর রক্ষাকর্তা যেন দয়া করে আসেন। নিজেরই এসে দেখা করা সম্ভব হ'লে সে তাই করত, এবং যখন তাঁর বাবা বাড়ি নেই তখনি যদি এডওয়ার্ড একবার আসেন তো আরো ভালো হয়।

এডওয়ার্ড এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু তার আগে একবার বনের গভীরে যাওয়া দরকার—দু'ভাই মিলে শিকার করতে হবে। সম্প্রতি হামফ্রির জন্যে যে নতুন বন্দুকটা কিনে আনা হয়েছে সেটারও একটা পরীক্ষা চাই তো।

হামফ্রি ভাইকে নিয়ে এডওয়ার্ড ঢুকে গেছে বনের ভেতরে। পিছুপিছু স্মোকার তো আছেই।

সামনেই দেখা যাচ্ছে বনের মাঝখানে ঘাসেভরা একটা ফাঁকা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছে একপাল বুনো গাই। গাইগুলির পিছন দিকে আর সামনে কয়েকটা জাঁদরেল চেহারাব বলদ।

সামনে থেকেই একটাকে সাবাড় করতে হবে। কিন্তু এডওয়ার্ড সাবধান করে দেয়—এখন এই বসন্তকালে বুনো বলদেরা হিংস্র হয় ভয়ানক, তাই খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।

গাছের আড়াল দিয়ে সরে সরে, ঝোঁপের মধ্য দিয়ে তারা হামাগুড়ি দিয়ে একটা ফাঁকা-মতো জায়গায় এসে দাঁড়াতেই সামনে দেখতে পেল একটা বলদ—মাথাটা সে উঁচুতে তুলে ঝাঁকাচ্ছে, খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, আর গর্জন করতে করতে হামফ্রিকে আক্রমণ করতে এসেছে। এডওয়ার্ড দূর থেকে ভাইয়ের এই বিপদ দেখেই গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু মারাত্মক রকমের জখম হ'ল না বলদটা—হামফ্রির দিকে বরং পাগলের মতো ধেয়ে গেল। হামফ্রিও গুলি করল, কিন্তু তার গুলিও জায়গামতো লাগল না দেখে হামফ্রি অমনি বন্দুকটা ফেলে রেখে একটা গাছের নিচু ডাল ধরে উঠে গেল উপরে। যাহোক এখনকার মতো নিরাপদ। এডওয়ার্ড তাই দেখে আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু বলদটার গোঁ থামেনি তখনো, হামফ্রির গাছের চারদিকে ঘুরছে, গজরাচ্ছে আর বারবার উপরে তাকিয়ে হামফ্রিকে দেখছে। এডওয়ার্ড লেলিয়ে দিল কুকুরটাকে—বলদটাকে একটু বাগে পেলেই গুলি করবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এডওয়ার্ড হঠাৎ দেখে কি, আরো দু' তিনটা জোয়ান বলদ দল ছেড়ে তেড়ে আসছে। অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। এখন উপায়? উপায় কাছেরই একটা গাছে চটপট উঠে পড়া—অবশ্যি বন্দুক নিয়েই। বলদগুলি এসে পড়ার আগেই এডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল গাছের উপর। ইতিমধ্যে বলদগুলি একত্র হয়ে ভয়ানক গর্জন করতে লাগল, ল্যাজ উঁচিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে আর

মাথা নেড়ে নেড়ে ভয়াবহ বিক্রম দেখাতে লাগল। কিন্তু তাদের শত্রুপক্ষ কাউকেই বাগে না পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল—কেমন যেন হতাশ হয়ে গেল।

ওদিকে এডওয়ার্ডের নির্দেশ পেয়ে স্মোকারটা একটা বলদকে নিয়ে লেগে পড়ল—তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এল এডওয়ার্ডের দিকে, তার কাছেই। এডওয়ার্ড এই সুযোগে গুলি করতেই পড়ে গেল বলদটা। কিন্তু তখনি শোনা গেল কুকুরটার একটা ভয়ানক চিৎকার। এডওয়ার্ড তাকিয়ে দেখে—হামফ্রির দিকের বলদটা ছুটে এসে কুকুরটাকে শিং দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে উপরে। কুকুরটা পড়ে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাৎরাতে লাগল। বলদটা আবারো আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল। আর সেই সুযোগে হামফ্রি বিদ্যুৎবেগে গাছ থেকে নেমে পড়ল, বন্দুকটা তুলে নিয়ে আবার গাছে চড়ে বসল। কিন্তু ঐ বলদটা কুকুরটাকে ঘায়েল করতে যাবার মুখেই একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। দল থেকে আর একটা বলদ হঠাৎ গোঁ মেরে ধেয়ে এসে আক্রমণ করল কিনা ঐ বলদটাকেই। নিশ্চয়ই ওর কোনো বহুদিনের শত্রু—ওর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী। আর তখন কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে দু-দু'টো জোয়ান বলদের মধ্যে সে কী ভয়ংকর যুদ্ধ। দু'ভাই তো মজা করে দেখছে সেই অভিনয়-দৃশ্য। শিংয়ে শিং বাধিয়ে দুটোতেই যখন সমান জোরে এ-ওকে ঠেলছে, সময় বুঝে দু'ভাই দুই গাছের উপর থেকে ছুঁড়ল দু'-দু'টো গুলি। দু'টো বলদই পড়ে গিয়ে পা দাপাতে দাপাতে গোঙাতে লাগল। আবার কোনো নতুন বিপদ আসে কিনা, বা বলদ দু'টো হঠাৎ উঠে পড়ে কিনা—একটু দেখেই দু'ভাই নেমে এলো গাছ থেকে। এডওয়ার্ড হামফ্রিকে জড়িয়ে ধরে বলে—'আজ আমাদের এক বড়ো ফাঁড়া কাটল, কী বলো ভাই। তা, মাংসেরও

যা যোগাড়টা হ'ল—তিন-তিনটা জোয়ান বলদ, এবং দামটাও যথেষ্ট।'

হামফ্রি বলে—'তাহলে আজকে আমাদের শিকার করাটা বোনেদের গিয়ে বলবার মতো ব্যাপার হল তো!'

কিন্তু বাড়ি গিয়ে গল্প করার আগে বহুৎ কাজ এখন। এডওয়ার্ড বলদ তিনটার ছাল ছাড়াতে বসল, তারপর ভাগ ক'রে ফেলল বিভিন্ন খণ্ডে। ইতিমধ্যে স্মোকারকে নিয়ে বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো হামফ্রি। শুধু হামফ্রি নয়—আজ সঙ্গে আছে বাচ্চা একটা জিপ্‌সী ছেলে—পাব্‌লো। অবাক কাণ্ড, একদিন সকালবেলা হামফ্রির শিকার-ধরা ফাঁদের মধ্যেই অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ছেলেটাকে। তারপর বাপ-মা-হারা ছেলেটাকে সুস্থ করে তুলে নিজেদের বাড়িতেই নিজেদের মতো করে নিয়েছে সবাই। এই ঘটনা মাত্র কয়েকটা দিন আগের। যাহোক দু'-দু'বার গাড়িতে বয়ে নিয়ে তবে সব শিকারটা যখন বাড়িতে পৌঁছল—তখন রাত বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। খিদের চোটে সবারই পেট জ্বলছে, মাথা ঘুরছে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে মড়ার মতো পড়ে ঘুমোল দুভাই। এলিস সেদিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে—তার ভাইয়েরা কী ভালো, কী কর্মঠ! বড় ঘরের ছেলে হ'লেও বিপদের দিনে তারা অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে কেমন সহজে। তারপর সে নিজের কথাও ভাবে, ভাবে ছোট্ট বোন এডিথের কথাও। হ্যাঁ, তারাও তো খাপ খাইয়ে নিয়েছে—ঘরকন্নার সব রকমের কাজেও। এলিস খুব খুশি যে, সকলের জন্যে তার চেষ্টার মধ্যে কোথাও সে একটুও ফাঁক রাখেনি, আর সকলেই তাকে ভালোবাসে।

সেই ছোট্ট কুটিরে—ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে মিলে এক আশ্চর্য সংসার। এক কঠিন জীবনের মাঝখানেও কতো

ভালোবাসা, কতো ভাবনা, কতো বিশ্বাস। আর তার মাঝে উঁকি মারে নতুনতর জীবনের সম্ভাবনা—আগামীর আলোরেখা। এই বনের মধ্যে আত্মগোপনেই কি তাদের সকলের জীবন শেষ হবে? না, না, তা হবে না,—তা যেন না হয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে করে এলিস আপন মনে হাসল একটুখানি। সেদিন রাতে সবাইকে খেতে বসিয়ে এলিস নিজে যখন পরিবেশন করছিল—সকলেই তার রান্নার প্রশংসা করে বলছিল এমন রান্নাবান্না না হলে কি পেট ভরে খাওয়া যায়! আর পাবলো খেতে খেতে বারবার দেখছিল এলিসকে আর বলছিল—'তুই আমার বহিন, তুই আমার আম্মা।'

সত্যিই তো, এই সংসারে সে সকলের দিদি—মাতৃহীন ভাই-বোনদের কাছে মা! সে দিদি, সে মা, সে গৃহকর্ত্রী, আর তার বয়েস কিনা এই সবে চৌদ্দ!

॥ সাত ॥

এডওয়ার্ড চলেছে শহরে—কুমারী পেসেন্সের সাদর আমন্ত্রণ সে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। এডওয়ার্ড তার সঙ্গী স্মোকারকে নিয়ে চলেছে বনের মধ্য দিয়ে, একটু ঘুরে গিয়ে শহরের পথ ধরবে।

বসন্তের মধুর হাওয়া বইছে, বনের পথে দু'পাশে কচি পাতায় ছাওয়া গাছের মিছিল। ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ। পাতার সবুজে, ফুলের রঙে আর মিষ্টি গন্ধে চমৎকার লাগছে। হঠাৎ এডওয়ার্ডের মনে হ'ল সে যেন আজ এই এখনই কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিল। আর সেই সঙ্গেই এক নতুন ভাবনা একটু একটু করে তাকে অধিকার করে ফেলল। সে ভুলে গেল তার বাস্তব বর্তমানকে। তার মনে হ'ল সে এক তরুণ বীর—কর্নেল ব্রেভার্লির বড় ছেলে। রাজার অধীনে সে কাজ করছে উচ্চপদে—সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করছে। আর সেই যুদ্ধ থেকেই রাজার ভাগ্যান্তর ঘটল—রাজা আবার ফিরে পেলেন তাঁর সিংহাসন!

আর তখনি হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল একটা ভয়ঙ্কর চেহারার লোক, লোকটা কড়া ভাষায় ধমকে উঠল যেন—'কী ছোকরা, হরিণ শিকার করার মৎলবে ঘোরা-ফেরা হচ্ছে। চলো এবার আমার সঙ্গে, মজাটা টের পাবে। এ বন রাজার নয় এখন, নতুন সরকারের। আর আমি হ'লাম তারই পাহারাদার।'

এডওয়ার্ড কিন্তু ওর হাতের বন্দুকের দিকে কড়া নজর রেখে বলে—'তা, ভুল করেছ তুমি, আমি শিকার করতে আসিনি। আমি যাচ্ছি শহরে এই বনের পথ দিয়ে। পথ ছেড়ে না দিলে তোমাকেই পস্তাতে হবে।'

'কি, আমাকে পস্তাতে হবে? তা, কোথায় কোন্ বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে শহরে?'

'মিস্টার হার্থস্টোনের বাড়িতে। চেনো না তাঁকে?'

হার্থস্টোনের নাম, এডওয়ার্ডের কথাবার্তা ও হাবভাব দেখে লোকটা একটু যেন ভয় খেয়ে যায়—এডওয়ার্ডকেই ভাবল কোনো পদস্থ ব্যক্তি বা পদস্থ কোনো ব্যক্তিরই আত্মীয়। তাই এবার সে নরম কেটে বলল—'তা, উনি তো বাড়ি নেই।'

'হ্যাঁ, জানি তা, ওঁর মেয়ে তো আছে—তাহলেই হ'ল। ইচ্ছে হ'লে তুমি ঐ বাড়ি পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে পারো।'

এরপরে লোকটা একেবারে চুপসে যায়। ভয়ে ভয়ে এডওয়ার্ডের সঙ্গে সঙ্গে চলে ঐ বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত। তারপর এডওয়ার্ডের নির্দেশমতোই কুকুরটাকে অজওয়াল্ডের জিম্মায় রেখে চলে যায়।

এডওয়ার্ডকে পেয়ে পেসেন্স তো মহাখুশি। নিজেই আগে সে হাতবাড়িয়ে এডওয়ার্ডের হাতখানা ধরে নিয়ে আসে বাড়ির ভিতরে। তারপর চেয়ারে বসে বলে সে—'না, না, অযথা কোনো ভদ্রতা নয়। আজ মন খুলে আপনাকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাতে দিন।'—এই বলেই এডওয়ার্ডকে তার সামনে বসিয়ে পেসেন্স বারবার বলতে থাকে—'আপনিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনিই আমার রক্ষাকর্তা। সে কথা কখনো আমি ভুলতে পারব না। ভুলবও না কোনোদিন।' এবং তারপর জানায় সে—এমন কিছুই নেই এই পৃথিবীতে যা সে এডওয়ার্ডের ভালোর জন্যে করতে রাজী নয়। সত্যিই সে জানতে চায় প্রতিদানে কী দিয়ে সে ঠিকভাবে তার কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারে।

এডওয়ার্ড বলে শুধু—'আপনি যে আমার মতো একজন

বনরক্ষকের ছেলেকে এমন সমাদর দেখিয়ে কথা বলছেন এতেই আমি আমার পাওনার চেয়ে বেশি পেয়ে গেছি।'

কুমারী পেসেন্স এডওয়ার্ডের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাসিমুখে বলে—'সত্যি কথা বলতে কি, আপনি যা বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, আমার কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস হয় না। আপনাকে বনরক্ষকের ছেলে বলে মনেই হয় না, একবারও নয়। নিশ্চয়ই সেভাবে মানুষ হননি—আমার বাবাও বলেন তাই।'

'কিন্তু বাস্তবে আমি তো বনরক্ষকেরই উত্তরাধিকারী—বনবাসী, এবং শিকার করাই আমার কাজ, আর এই বন্দুকই আমার রক্ষাকর্তা।'

'তাই বলে বনের হরিণ নিশ্চয়ই শিকার করেন না—যেটা আইনে নিষিদ্ধ।'

'না, আপনার সঙ্গে সেই দেখা হবার পর থেকে নয়।'

পেসেন্স খুশি হয়ে বলল—'হ্যাঁ, বাবা এতে খুবি খুশিই হবেন। আসলে বাবা খুব ভালোলোক, খুব নরম তাঁর মন, কিন্তু বাইরে থেকে ওরকম কড়া ভাব দেখান। বাবা বলছিলেন আপনি যদি তাঁর দপ্তরে কোনো কাজ নিতে রাজী থাকেন তো তিনি খুবই খুশি হবেন। আমিও খুশি হব। সত্যিই আপনাকে ঐ বনের কাজ মানায় না।'

তারপর এডওয়ার্ডের মুখে হার্থস্টোনের সহৃদয়তার কথা শুনে পেসেন্স কিছুটা স্বস্তি পায়—পেসেন্স মনেপ্রাণে চায় তার বাবার সম্পর্কে এডওয়ার্ডের ধারণাটা পাল্টায় যেন। পেসেন্স বলে—'আমার বাবা, প্রার্থনা করার সময় আজকাল প্রায়ই বলেন—এডওয়ার্ডকে ভগবান যেন রক্ষা করেন, তার যেন মঙ্গল হয়।'

এডওয়ার্ড কেমন যেন অভিভূত বোধ করে—পেসেন্সের

বাবার সম্পর্কে একটা কালো ধারণার ছায়া যেন দোল খেতে খেতে সরে যায়। কিন্তু তবু সে ভুলতে পারে না—পেসেন্সের বাবা বর্তমানে যে পদের অধিকারী তা হ'ল রাজবিরোধী পক্ষ। তবে, সেক্ষেত্রেও এডওয়ার্ড জানতে পেল একটা গোপন সংবাদ—মিস্টার হার্থস্টোন রাজপক্ষের যেমন অন্ধ ভক্ত নন, তেমনি ক্রমওয়েলেরও নন। বিশেষত, নতুন সরকার যা সব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তার জন্যে হার্থস্টোন বিশেষ ক্ষুব্ধ—তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে এবিষয়ে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছেন।

একান্ত বিশ্বাসে এইসব কথা বলার জন্যে এডওয়ার্ড কুমারী পেসেন্সকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাল বারংবার।

কিন্তু কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে, হঠাৎ পেসেন্সের খেয়াল হয়—তার অতিথিকে যোগ্য খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়নি। এবারে সে আলমারি খুলে রান্না করা সেরা খাবারগুলি গরম করে নিজে হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করল এডওয়ার্ডকে, নিজে দাঁড়িয়ে রইল কিছুদূরে—একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এডওয়ার্ডের মুখের দিকে। এডওয়ার্ড হঠাৎ পেসেন্সের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই সে চোখ নামাল। এমনটা হ'ল কয়েকবার। হঠাৎ পেসেন্সের খেয়াল হল তার বয়সের মেয়ের পক্ষে একা এতক্ষণ এক তরুণের সঙ্গে থাকা ঠিক হচ্ছে না, তাই রাঁধুনী বুড়ী ফোবিকে ডেকে আনল।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই এডওয়ার্ড চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়, কিন্তু পেসেন্স আরো কিছুক্ষণ বসতে বলে। সে নানারকমের প্রশ্ন করে বুঝতে চায় এডওয়ার্ডকে—জানতে চায় তার সত্যিকারের পরিচয়টা। এডওয়ার্ড কোথায় থাকে এখন, সঙ্গে কে কে থাকে, ভাইবোনদের মধ্যে সেই বড় কিনা, বাবা-মা আছেন কিনা, আগে কোথায় ছিল, লেখাপড়া শিখেছে কিনা, ব্রেভার্লিদের সঙ্গে তার

কোন্ ধরনের সম্পর্ক ; লেখাপড়া শিখেও সে কেন বনে থাকে—তার যোগ্য অন্য কোনো কাজ করে না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এডওয়ার্ড খুব সাবধানে বুঝে-সুঝে এত সব জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দেয়। ব্রেভার্লিদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে এডওয়ার্ড বলেছে—'দূর সম্পর্কের আত্মীয় নয়।' যার অর্থ এটাও হয় যে, দূর সম্পর্কেরই আত্মীয় নয় সে, নিকট সম্পর্কের।

এরপর এডওয়ার্ডও হঠাৎ নিজের বংশ-মর্যাদায় আত্মসচেতন হয়েই জিজ্ঞেস করে বসে—'আপনার বংশ পরিচয়টা জানতে চাইলেও দোষ হবে কি ?'

তখন পেসেন্সের মুখ থেকে সে জানতে পায়—পেসেন্স হ'ল তার বাবার একমাত্র সন্তান এবং পেসেন্সের মামা হলেন এক অতি বিখ্যাত ব্যক্তি—স্যর অ্যান্টনি কুপার।

এডওয়ার্ড হঠাৎ বলে ফেলে—'ও, তাহলে আপনার জন্মও অভিজাত বংশে !'

বিদায়ের সময় এডওয়ার্ডকে আরো বলে পেসেন্স—'একটা অনুরোধ করব ? আপনাকে কোনো ভালো কাজে নেবার জন্যে আহ্বান করলে যেন প্রত্যাখ্যান করবেন না। আর একটা কথা—বনে হরিণ শিকার করবেন না। আর যদি করতেই চান তো করবেন আপনার যেমন ইচ্ছে। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার। আমি বাবার হয়েই বলছি।'

পেসেন্সের হাতখানি তুলে নিজের ওষ্ঠে ছুঁইয়ে এবং একটুখানি মাথা নুইয়ে বিদায় নিল এডওয়ার্ড—ঠিক যেমনটা করে থাকে অভিজাত বংশের তরুণেরা।

এডওয়ার্ড রাতটা কাটাল অজওয়াল্ডের বাড়িতে। সকাল হ'তেই খুশিমনে চলল নিজেদের বাড়ির দিকে—সেই বনের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে

স্মোকার তো আছেই। কিছু দূরেই একটা জলার মতো রয়েছে—সেখানে নিশ্চয়ই হরিণ আসবে জল খেতে। এডওয়ার্ড ঠিক করল একেবারে খালি হাতে না ফিরে হরিণের মাংসের জোগাড় করা যাবে। তাই স্মোকারকে বলা হ'ল চুপচাপ থাকতে। তারপর ওদিকে এগোতেই দেখে পথের পাশে শুয়ে আছে একটা লোক। হাঁ রে, এ যে সেই কালকের পিছু-নেওয়া লোকটা, নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। বন্দুকটা তার কোলের কাছেই। এডওয়ার্ডের সন্দেহ হ'ল—লোকটা নিশ্চয়ই এখানে তার ফিরবার অপেক্ষায় ছিল, এবং তার উদ্দেশ্যটা যে সৎ নয় বলাই বাহুল্য। এডওয়ার্ড চট করে আগেভাগেই একটা কাজ করে রাখল—বন্দুকটা তুলে নিয়ে ঘোড়াটা খুলে বারুদ-ভরা গুলিটা ফেলে দিল, তারপর আটকে রেখে আবার চলতে লাগল। কিন্তু কুকুরটা লোকটার পকেটে খাবারের গন্ধ পেয়ে নাক গুঁজতেই জেগে উঠল সে। লোকটা কুকুরটাকে একটা ঘা মেরে হটিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে অনুসরণ করতে লাগল—কুকুরটা যেদিকে যাচ্ছে। বহুদূর হেঁটে এলেও এডওয়ার্ড যখন কাউকেই তার আগেপিছু দেখতে পেল না তখন সে লোকটার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে চলতে লাগল নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু বন্দুকটা সে তৈরি রাখতে ভুলল না, কি জানি কখন বিপদ এসে পড়ে। হঠাৎ বনের মধ্যে একটা গাছের দিকে চেয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল কুকুরটা। এডওয়ার্ড বন্দুকটা সেদিকে তাকসই করে চেয়ে দেখে—একটা গাছের আড়াল থেকে সেই লোকটা বন্দুক উঁচিয়ে ধ'রে গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু গুলিটা না বেরুতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। এডওয়ার্ড সোজা এগিয়ে গিয়ে বলল—'আবার আমার পিছু নিয়েছ? সাবধান করে দিচ্ছি, সরে যাও। নইলে জান খুইয়ে দেবো। তুমি বোধহয় আমার জানটা বাঁচাবার জন্যেই গুলিটা ছোড়োনি। আমি বুদ্ধি করে গুলি-বারুদ ফেলে দিয়েছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম।

ভাগো এক্ষুণি ভাগো বলছি, নইলে—' এডওয়ার্ড বন্দুকের নলটা লোকটার দিকে সোজা রেখে বলে ওঠে।

লোকটা বেগতিক দেখে পথ ছেড়ে ঢুকে পড়ে বনের মধ্যে। কিন্তু এডওয়ার্ড মহা চতুর ছেলে—সে জানে লোকটা সরে গেলেও চলে যাবে না, তার পিছু নেবে দূরে থেকে। হয়ত সে তাদের কুটির পর্যন্ত যাবে, চিনে রাখবে আস্তানাটা। সেটা এক ভয়ানক বিপদের সূত্র হয়ে থাকবে। বিশেষত, অনেক সময়েই দুভাই এবং পাবলোও থাকে বাইরে,—দু'টি বোন ঘরে থাকে একা।

দুপুর ঢলে পড়েছে তখন, খিদেও পেয়েছে এডওয়ার্ডের। তবু সে কেবল এদিক থেকে ওদিক ভুলপথে ঘুরপথে চলতে লাগল—লোকটা তাদের বাড়ির পথের খোঁজ না পায়। ঠিকই ধরেছে এডওয়ার্ড, বহুদূর এগিয়েও হঠাৎ দেখে সে—সেই লোকটা বেশ খানিকটা দূরে ঠিক পিছু নিয়ে আছে। এডওয়ার্ড চারদিকটা তাকিয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করে জায়গাটা ঠিক কোথায়। আর হঠাৎ সে চিনে ফেলে জায়গাটা। হ্যাঁ, কাছাকাছি রয়েছে হামফ্রির সেই বিখ্যাত শিকার-খাদ বা মরণ-ফাঁদ। ব্যাটাকে ঐখানেই ঘায়েল করতে হবে। এডওয়ার্ড এখন কায়দামতো ঘুরে গিয়ে ঐ খাদটার ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর লোকটার দিকে একবার তাকিয়েই হঠাৎ ছুটতে থাকে জোরে। আর লোকটাও হদিশহারা হবার ভয়ে ছুটে যায় সেদিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় সেই মরণ-খাদে, হাতটা ভেঙ্গে চেঁচাতে থাকে জোর।

এডওয়ার্ড বলে ওঠে—'হ্যাঁ, এবারে রাত-ভোর আরাম করে ঘুমোও, আমরা কাল সকালেই আসছি আবার।'

এডওয়ার্ড যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে—নানা ভাবনায় বাড়ির সবাই অস্থির। হামফ্রি কেবল পায়চারি করছে বাইরে, পাবলো একাই যেতে চাইছে তার বড়বাবুর

খোঁজে। তারপর এডওয়ার্ডকে পেয়ে সবাই এবার আশ্বস্ত। এডওয়ার্ড বলল—'আগে আমার খাবারটা দাও, তারপর বলছি সব।'

সেই সকালের পর থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। এডওয়ার্ড পেটপুরে খেয়ে বলতে লাগল তার মারাত্মক সেই আভিযান-কাহিনী।

হামফ্রি সব শুনে ভাবছিল—এভাবে জীবন-মরণ খেলায় মেতে বনে বনে ঘোরা-ফেরাটা বন্ধই করতে হবে দাদাকে, কারণ এতে তাদের বাড়ির সবাই কেবল দুশ্চিন্তায় থাকে—কখন কি হয়। এর চেয়ে বরং দাদার পক্ষে ভালো হয় বাইরে চলে যাওয়া—যুদ্ধে যোগ দেওয়া বা অন্যকিছু করা। তা, এখানে নয়—বাইরে।

যা হোক, পরদিন ভোরেই অজওয়াল্ডের কাছে খবর পাঠানো হ'ল লোকটার সম্পর্কে, অজওয়াল্ডও নিয়ম-মাফিক জানিয়ে রাখল মিস্টার হার্থস্টোনকে। কারণ তিনিই হ'লেন বর্তমানে নিউ ফরেস্টের রক্ষাকর্তা, আর ঐ লোকটা হ'ল কিনা নতুন সরকার-নিয়োজিত একজন পাহারাদার। অবিলম্বেই শহর থেকে লোকজন এসে তুলে নিয়ে গেল লোকটাকে, চিকিৎসাও হ'ল, কিন্তু খোঁড়া হয়ে গেল লোকটা। আর ঐ লোকটাই এরপর ভয়ানক আক্রোশ পুরে আরো হিংস্র হয়ে উঠবে এবং সুযোগ পেলেই এডওয়ার্ডকে খুন করে বসবে—এই ভয়টাই নতুন করে হামফ্রির বুকের মধ্যে জেগে রইল।

হার্থস্টোনও এডওয়ার্ডকে ডেকে সব কাহিনীটা শুনে বুঝলেন ব্যাপারটা কতো সাংঘাতিক। সেদিন এডওয়ার্ড বুদ্ধি করে যদি ঐ বন্দুক থেকে গুলি-বারুদ বার করে না দিত তবে ঐ গহন বনের মধ্যেই খুন হয়ে যেত। ঐ ক্রুবোল্ড লোকটা যে সাংঘাতিক ধরনের তা তিনি জানতেন, কিন্তু সে যে লোক খুন করে তা জানতেন না। ক্রুবোল্ডকে সেদিনই তিনি পাহারাদারের কাজ থেকে বরখাস্ত

করলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডও যাতে আর এ হেন ঝুঁকি না নেয় সেজন্যে কিছু একটা করতে হবেই। আর পেসেন্স এদিকে সব শুনে অশ্রুচোখে বলে শুধু—'সে আমাকে রক্ষা করেছে, আর ভগবান যেন তাকে রক্ষা করেন!'

॥ আট ॥

এডওয়ার্ড কেবল বাইরে বাইরে—বাইরটাই কেবল তার মন টানে। কিন্তু হামফ্রি সেরকম নয়, সমস্ত দিক সামলাতে হয় তাকেই। তাকে ধীরস্থির বুদ্ধিতে চলতে হয় হিসেব ক'রে ক'রে—ঘর-সংসার দেখাশোনা, চাষবাস করা, এলিসকে সাহায্য করা, এডিথের নানা আবদার পালন করা—এসব তাকেই করতে হয়। আর, একটা কিছু না করলে নিজেই সে সুস্থ বোধ করে না,—এতো তার কর্মশক্তি, এতো তার অফুরন্ত উৎসাহ। এবার সে তার দাদাকে বলল—কিছুদিন বাড়িতে থাকতে হবে, তাকে সাহায্য করতে হবে। একর তিনেক নতুন জমি ঘেরা দিয়ে, গাছগাছড়া তুলে ফেলে, চষে এবং সার দিয়ে তৈরি করতে হবে। তার একার কাজ নয়, এডওয়ার্ডকেও দরকার। আর একাজটা হ'লে কেবল মাংসের জন্যেই শিকার করার প্রয়োজনটাও হবে না—ওতেই যা ফলবে তাতেই চলে যাবে প্রায়টা।

এডওয়ার্ডও রাজী হয় ভাইকে সাহায্য করতে।

এবার ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুরু হয় কাজের পর কাজ। বন থেকে প্রথমেই শুরু হ'ল গাছ কাটা—বেড়ায় পুঁতবার মতো শক্ত রকমের খুঁটির জন্যে একটু মোটাসোটা গাছ চাই। পাবলো প্রথমটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল—তারপর নিজেই এগিয়ে

এসে ডালপালা ছেঁটে ফেলার কাজ শুরু করে দিল। এরপর দুভাই মিলে করাত দিয়ে খণ্ডখণ্ড করে ফেলল মাপসই। একভাই হাঁপিয়ে পড়ে তো আরেক ভাই কাজ ধরে। তারপর সবাই মিলে গাছগুলোকে গাড়িতে করে এনে রাখল জমির পাশে। এরপরে আবার গাছকাটা, ডাল ছাঁটা, গাছ ফাঁড়া আর বয়ে আনা। এরপরেও সরু ধরনের শক্ত গাছ কেটে আনা হ'ল বেড়ার আড় কাঠের জন্যে।

দুভাই মিলে এবার অতবড় জমিটার চারপাশে মাপমতো ফাঁক দিয়ে দিয়ে গর্ত খোঁড়ে আর খুঁটি পুঁতে ফেলে। সে কী কঠিন পরিশ্রম,—তবু পিছপা নয় হামফ্রি, ক্লান্ত নয়। আর তারই চাড়ে এডওয়ার্ডও হাল ছাড়ে না। পাব্‌লো বয়ে নিয়ে আসে সরুমতো আড় কাঠগুলি, এগিয়ে দেয় পেরেক। এই বেড়া দেওয়ার কাজেই লেগে গেল প্রায় হপ্তা দুই। এবারে হামফ্রির কাজে সাহায্য করতে এলো তার বোনেরাও—আগাছা পরিষ্কার করে দিল, বয়ে নিয়ে এলো ঝুড়ি ঝুড়ি সার।

তারপর সমস্ত জমিটা দুভাই আর পাব্‌লো মিলে চষে ফেলল কোদাল দিয়ে। মাসখানেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল কতবড় ফসলী জমিটা। হামফ্রি তাই দেখে নিশ্চিন্ত এবার। তারপর এই জমির মধ্যেই সে দেখতে দেখতে তৈরি করে ফেলল চমৎকার এক সব্‌জী বাগান—কপি, বীট, আলু, পেঁয়াজ, টমাটো, কতো সব জিনিসে ভরে উঠল বাগান। মাঝে মাঝে দু'চারটা আপেল ও পীয়ারের গাছও পুঁতে দিল হামফ্রি।

এডওয়ার্ডকে অনেক আগেই সে ছেড়ে দিয়েছে—এখন আর তাকে প্রয়োজন নেই এসব দেখবার। এডওয়ার্ড পাব্‌লোকে নিয়ে যাচ্ছে তাই শহরে—শহরের পথটা পাবলোকে চিনিয়ে দেওয়া দরকার। দরকার মতো এখন ও-ই কেনা-বেচা করতে পারবে।

চাই কি, ওকে দিয়ে খবরাখবরও পাঠানো যাবে। আর তাছাড়া, রাজনীতির হালচালটাও বোঝা যাবে, অজওয়াল্ডের কাছ থেকে খবরাখবরও পাওয়া যাবে।

খুব সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া করেই চলে গেল এডওয়ার্ড, পাবলো আর স্মোকারকে সঙ্গে নিয়ে। মধ্যপথে বনের ভিতর হাত নিশপিশ করে এডওয়ার্ডের। পাবলোও দেখিয়ে দেয় কিছুদূরেই একটা গাই গরু একটা টিলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এডওয়ার্ড আওতার মধ্যে পেলেই গুলি ছোঁড়ে। কাছে এসেই দেখে মরে পড়ে আছে একটা মাঝবয়সী গাই। আর তার পাশেই রয়েছে তার একটা কচি বাচ্চা—বড় জোর দিন-পনেরো বয়েস হবে।

তখন কিন্তু ওদের ওই অবস্থায় রেখেই পাবলোকে নিয়ে শহরে এগোয় এডওয়ার্ড—ফেরার পথে বাচ্চাটাকে তো নিতে হবেই, সঙ্গে অন্যটারও মাংস ও চামড়াটা।

অজওয়াল্ডের ঘরে এসে উঠল তারা। অজওয়াল্ডের কাছে কয়েকটা দরকারী খবর পেল এডওয়ার্ড—এক, এডওয়ার্ড ও তার ভাই-বোনেরাই যে আর্নউডের ছেলেমেয়ে—এ বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে হার্থস্টোনের মনে। অজওয়াল্ড অবশ্যি নানারকম প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে সেকথা যে ঠিক নয় তা বোঝাতে চেষ্টা করেছে। দুই, হার্থস্টোন নিজেই একবার শীগগিরি এবার নিউ ফরেস্টের কুটিরে এসে সবার সঙ্গে দেখা করতে চান, এবং তখন কুমারী পেসেন্সও অবশ্যি তার বাবার সঙ্গে আসছে। এডওয়ার্ড বলে—'এলে আর কী করে ঠেকানো যাবে। যা হবার হবে।'

অজওয়াল্ড শুধু যোগ করে—'হ্যাঁ, তখন তোমরা দুভাই চাষের কাজে ব্যস্ত থাকার ভাব দেখাবে, আর বোনেরা কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করবে। তাহ'লেই সন্দেহটা হবে না।'

কিন্তু এডওয়ার্ড শুনতে চায় অন্যকথা—লণ্ডনের খবর কী।

অজওয়াল্ডের স্ত্রী তার আগে খাবার এনে দেয় এডওয়ার্ড ও পাব্‌লোকে। এডওয়ার্ড পাব্‌লোকে বলে—'রাতটা এখানেই থাকতে হবে আমার, তুমি কি পথ চিনে এই জোৎস্না রাতে বাড়ি পৌঁছতে পারবে?'

পাব্‌লো বলে—'রাতেই আমরা জিপসীরা চলাফেরা করি। আর যে পথে একবার যাব সে পথ আর ভুল করি না।'

পাব্‌লো চলে যেতে এডওয়ার্ডকে শোনায় অজওয়াল্ড লণ্ডনের সংবাদ: একে একে আরো হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে—খুন হয়েছেন ডিউক হ্যামিল্টন, আর্ল অব হল্যাণ্ড এবং লর্ড কাপেল।

'অন্য কোনোরকমের খবই নেই!'

'হ্যাঁ, দ্বিতীয় চার্লস্‌কেই রাজা বলে ঘোষণা করেছে স্কটল্যাণ্ড—তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সেখানেই সিংহাসনে বসতে।' এই শেষ সংবাদটা শুনেই এডওয়ার্ডের মধ্যে জেগে উঠল একটা প্রবল উত্তেজনা—সে আর স্থির থাকতে পারল না, কিছুক্ষণ কেবল পায়চারি করতে লাগল। অজওয়াল্ড তখন তাকে আরো একটা খবরও দিল—হার্থস্টোন ইংলণ্ড গিয়ে ফিরে এসেছেন, খুবই বিচলিত হয়ে রয়েছেন। ঐ তিন লর্ডের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি—তাঁর সৎ পরামর্শ আমল পায়নি।

এডওয়ার্ড এই খবরে খানিকটা যেন সান্ত্বনা খুঁজে পায়। হার্থস্টোনের উপরে তার বিরাগ-ভাব যে অনেকটাই কেটে যাচ্ছে এবারে সে তা নিজেও টের পাচ্ছে। কিন্তু এখন তার কী কর্তব্য! নানাকথা ভাবতে থাকে এডওয়ার্ড। আর, একবার যদি এই ভাবনার দোর খুলে যায় তবে তার মন খুশিমতো অবাধে ছুটতে থাকে নিজের দূর-লক্ষ্যের দিকে। সেই লক্ষ্য হ'ল কবে সে সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালাবে—বিজয়ের পর বিজয় লাভ করবে।

সেই আগের দিনের শিকারের জায়গাটায় এসে এডওয়ার্ড আগেভাগেই স্মোকারকে পাঠিয়ে দিল বাড়িতে—হামফ্রিকে নিয়ে আসার জন্যে। তারপর বসে গেল গরুটার ছাল ছাড়াতে, মাংস খণ্ড করে রাখতে। হামফ্রি গাড়ি নিয়ে হাজির হল, সঙ্গে নিয়ে এলো পাব্‌লোকে ও কুকুরটাকে। মাংস ও চামড়া তো তোলা হ'ল গাড়িতে, কিন্তু বাচ্চাটা ধরা যাবে কী করে? কিছুতেই সে আওতায় আসছে না—তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে, ধরতে গেলেই দৌড় মারছে। পাব্‌লো তখন করল কি, গাড়ি থেকে রশিটা নিয়ে বড় একটা ফাঁস বানাল রশিটার মাথায়, তারপর হঠাৎ একবার বাছুরটাকে আওতায় পেয়েই রশিটা কায়দামতো ছুড়ে দেয়। ওর গলায় বেধে যেতেই পাব্‌লো টেনে ধ'রে ফাঁসটা ছোট করে ফেলে! পাব্‌লোর এই কৌশল দেখে চমৎকৃত হয় এডওয়ার্ড। সত্যিই কী বুদ্ধি পাব্‌লোর! পাব্‌লো বলে—'আমরা জিপসীরা অমনি করেই তো জানোয়ার ধরি!'

পরের দিন হামফ্রি মাংসটা নিয়ে পাব্‌লোকে সঙ্গে করে চ'লে গেল শহরে। এলিস বিক্রি করতে দিয়েছে একঝুড়ি ডিম, দুই ঝুড়ি মুরগীর বাচ্চা আর এক মোড়ক মাখন—সবই নিজের বাড়ির জিনিস। ফিরবার সময় ফরমাশও আছে এলিসের। আনতে হবে সূঁচ সুতো, আলপিন, বোতাম, ফিতে, আরো কত কী। লম্বা এক ফর্দ!

না, এডওয়ার্ড আজ আর কোথাও যাবে না। ঘরে থাকবে, এলিসকে সাহায্য করবে যতটা পারে। কিন্তু কাজের বেলায় সে কিন্তু কিছুই করল না। শুয়ে শুয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল—রচনা করতে লাগল তার ভবিষ্যতের বীরগাথা। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠেই তাঁর বাবা কর্নেল ব্রেভার্লির নামাঙ্কিত তলোয়াখানা নামিয়ে এনে পালিশ করতে লেগে গেল। তারপর দুপুর বেলায় খাবার পরে বেরিয়ে পড়ল বনের মধ্যে—কাঁধে বন্দুকটা ঝুলিয়ে। কারণ,

এইভাবে বনের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতেই তার দিবাস্বপ্ন খেলা করে ভালো। কতোক্ষণ কোন্‌দিকে ঘুরেছে খেয়ালও নেই, হঠাৎ দেখে সামনেই ফাঁকা মাঠের মতো একটা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছে কিনা একপাল ঘোড়া। বুনো ঘোড়ার পাল। কখনো তো এ দৃশ্য দেখতে পায়নি এডওয়ার্ড, এ কোথায় এলো সে? তবে কি একেবারেই উল্টো দিকে কোথাও এসে পড়েছে অজানা জায়গায়। অথচ এর মধ্যেই ভাবছে সে—ভালোই হ'ল, হামফ্রিকে গিয়ে বলতে হবে। আমাদের ঘোড়াটা বুড়ো হয়ে পড়েছে, এবারে চাই ওই পাল থেকেই একটা নতুন ঘোড়া। ঘোড়া ধরা? তা মজা হবে মন্দ না।

ঘনিয়ে উঠেছে ঘন অন্ধকার, আকাশে যে চাঁদ ছিল ঢেকে গেছে কালো মেঘে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সরে গেল মেঘ, দেখা গেল চাঁদ, ফুটে উঠল জ্যোৎস্না। এডওয়ার্ড হঠাৎ শুনতে পায় সামনের দিকেই বনের গভীরে কারা যেন এগোচ্ছে—একটা আলোও দেখা গেল হঠাৎ, কিন্তু হঠাৎই নিভে গেল আবার। ওদের সঙ্গে কুকুর নেই ঠিকই। যাহোক তার নিজের সঙ্গেও নেই। তাই চুপচাপ এগোনো যাচ্ছে। খুব জোর হাওয়া দিচ্ছে এডওয়ার্ডের সামনের দিক থেকে। ভালোই হয়েছে, এডওয়ার্ডের দিক থেকে চলার শব্দ শুনতে পাবে না ওরা। কিন্তু ওরা কারা? কী উদ্দেশ্যে এই অন্ধকারে এগোচ্ছে—যাচ্ছেই বা কোথায়। এডওয়ার্ড দেখল সামনেই ফার্নঝোপ, তার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। এডওয়ার্ডও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল—যাতে ওরা তাকে দেখতে না পায়। খুব পিছুপিছু এগোতে থাকলেও খুবই সাবধানে সতর্কভাবে রয়েছে এডওয়ার্ড। এরা সম্ভবত ডাকাত। হয়ত বরখাস্ত সেনা, দস্যুবৃত্তি নিয়েছে এখন। অজওয়াল্ডের কাছে শুনেছে সে—এইরকম দুর্বৃত্ত এখন নিউ ফরেস্টেও এসে ঢুকেছে, লুটপাট করছে। হঠাৎ

কান খাড়া করে রাখে এডওয়ার্ড—ওরা ওদের মতলব সম্পর্কে আলোচনা করছে।

'তুমি ঠিক জানো বেন, অনেক টাকা আছে ওখানে?'

'কি বলছ উইল! জানি মানে? নিজের চোখে দেখেছি—রাত একটু বাড়লেই থলে থেকে টাকা বার করল, শহরের একটা লোককে জিনিসের দাম দিল।'

'আমরা তো দু'জন, আর লোক চাই না?'

'না, না। ওখানে থাকে একজন ভদ্রলোক আর একটা মাত্র ছোট্ট ছেলে। আর আমাদের দু'জনের হাতেই দু-দু'টো বন্দুক রয়েছে। তাছাড়া বেশি লোক নেওয়া মানেই তো ভাগে কম পড়া।'

তারপর তারা দু'জনেই বন্দুক দু'টো একবার পরীক্ষা করে রাখল, এবং স্থির করল—উইলই প্রথমটায় কৌশলে দরজা খুলিয়ে কিস্তিমাৎ করতে চেষ্টা করবে, সুবিধে না হ'লেই আক্রমণ করা হবে—সামনে পিছনে দু'দিক থেকে দু'জনে।

এগোতে এগোতে এবার তারা একটা পাইন বনভূমির মধ্যে বেশ সুন্দর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। এডওয়ার্ড একটা পাইনগাছের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল। ওরা লণ্ঠন জ্বালল, তারপর উইল নামে লোকটা বাড়িটার সামনে এসে কাৎরাতে কাৎরাতে বলতে লাগল—'বড় বিপদে পড়েছি বাবু, রুগ্ণ লোক আমি, রাতের মতো একটু ঠাঁই হবে, বাবু!'

ভেতরে চলাফেরার আওয়াজ শোনা গেল—সাড়া মিলল না। লোকটা তখন দরজার উপরে দুড়ুম-দড়াম ঘা দিতে লাগল। —এডওয়ার্ড দেখছে সবই, কিন্তু তখনি লোকটাকে গুলি করল না। কারণ ওদিকে বাড়ির পিছনের দিক থেকে আর একটা লোক জানালা বেয়ে উপরে উঠে শার্সি ভেঙ্গে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। আসলে ওদিকটা থেকে নজর ফেরাবার জন্যেই উইল সামনের

দরজায় শব্দ করছিল। এডওয়ার্ড চট করে বাড়ির পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে লোকটার দিকে তাক করে। বাড়ির ভিতর থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল—'ওরা শার্সি ভেঙ্গে ঢুকছে।' এডওয়ার্ড গুলি ছুড়বার জন্য তৈরি হ'ল। কিন্তু তার আগেই লোকটা কাঁচের শার্সিটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ভেঙ্গে গুলি চালাল বাড়ির ভিতরে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে শোনা গেল নিদারুণ আর্তনাদ। এডওয়ার্ডও সেই মুহূর্তেই নিচু থেকে গুলি করল শার্সির ঐ লোকটার বগলের তলা দিয়ে। হুড়ুম করে পড়ে গেল লোকটা। এডওয়ার্ড সঙ্গে-সঙ্গেই আবার গুলি ভরে সামনের দরজার দিকে ছুটে আসতে না আসতেই হঠাৎ শুনতে পায় দড়াম্ করে খুলে গেল সামনের দরজাটা। এডওয়ার্ড দরজার দিকে এগোতেই দেখে দরজার মুখে পড়ে আছে উইল নামে সেই সামনের লোকটা। লাশটা ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েই এডওয়ার্ড বলে ওঠে—'ভয় নেই, আমি বন্ধুলোক!'

মেঝেতে পড়ে আছেন এক ভদ্রলোক। তখনো প্রাণ বেরোয়নি, তবে কথা বলতে পারছেন না! পিছনের ডাকাতটার গুলিটাই চলে গেছে ঘাড়ের মধ্য দিয়ে। তাঁর দেহের উপর পড়ে কাঁদছে ছোট্ট একটি ছেলে।

এডওয়ার্ড মুমূর্ষু ভদ্রলোকের কাঁধের কাছে ঝুঁকে পড়ে দেখে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘাড়পিঠ, কথা সরছে না মুখ দিয়ে। এডওয়ার্ড জল এনে মুখে দিল বারবার, কিন্তু তিনি কেবল ইঙ্গিতে ঐ অসহায় সন্তানটিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে কী এক প্রত্যাশার চোখে তাকিয়ে রইলেন এডওয়ার্ডের মুখের দিকে। এডওয়ার্ড বুঝতে পারে মুমূর্ষুর সেই প্রত্যাশার অর্থ। বলে সে—'ওর ভার নেবার কথা বলছেন তো? ও আমাদের পরিবারের একজন হয়েই থাকবে, কথা দিলাম।'—এই শুনে ভদ্রলোকের চোখে-মুখে ফুটে উঠল যেন এক পরম নিশ্চিন্ততার ভাব, আর সেই

সঙ্গেই চোখ বুজলেন তিনি। ছেলেটি তার নিঃসাড় বুকের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল খালি।

এডওয়ার্ড এবার বাইরের লোক দু'টোর অবস্থাটা আর একবার দেখে নিতে চায়। সামনের যে লোকটা মরে পড়ে আছে, নিশ্চিতই দরজা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আহত অবস্থায়ই ভিতর থেকে তাকে গুলি করেছেন ঐ ভদ্রলোক নিজেই। কিন্তু এডওয়ার্ড পিছনে গিয়ে দেখে লোকটা মরেনি তখনো, গোঙাচ্ছে। হঠাৎ এডওয়ার্ডকে তার সঙ্গী ভেবে বলতে লাগল—'বেন, শোন্ বেন, আমার যা আছে সব তোকে দিয়ে গেলাম। সেই যে বাজপড়া বুড়ো ওক গাছটা—ওরি তলায় আমার সব টাকা। বেন, উঃ, আমি—আমি চললাম।'—মরে গেল লোকটা।

এডওয়ার্ড এবার ছুটে গেল ঘরের ভিতর—ছেলেটি অচেতন হয়ে পড়ে আছে এখনো বাবার বুকের উপর। সে ধীরে ধীরে তাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল পাশের ঘরের বিছানায়। চোখে-মুখে বারবার জলের ছিটে দিতে নড়ে উঠল ছেলেটি—আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু সব কথা আবার মনে পড়তেই নতুন করে সে অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে আবার অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। এডওয়ার্ড তার মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে আপন মনে বলে—'ওর সমস্ত ভারই আমি গ্রহণ করেছি।' কিন্তু এদিকে পড়ে আছে কঠিন কর্তব্য। তিন তিনটা খুন হয়ে গেছে এই বনের মধ্যে—এ খবর সকাল হ'লেই পৌঁছে দিতে হবে মিস্টার হার্থস্টোনের কাছে। তিনিই তো এখন এখানকার সরকারী প্রতিনিধি।

হঠাৎ এডওয়ার্ডের খেয়াল হ'ল—সেই সকাল থেকে এই গভীর রাত পর্যন্ত কিছুই পেটে পড়েনি। আর সঙ্গে সঙ্গেই খিদের চেতনায় সে পাগলের মতো খাবার খুঁজতে লাগল এঘরে-ওঘরে। এবং

বেশ ভালো রকমের খাবার পেয়েও গেল একটা আলমারির মধ্যে, সঙ্গে কিছু সুরাও। এখন আর করবার কিছুই নেই, এডওয়ার্ড একা বসে বসে তাই ভাবতে শুরু করল—কী সব আশ্চর্য ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে তার এই ছোট্ট জীবনে। আর আজ আর এক নতুন দায়িত্ব, নতুন কর্তব্যচেতনা। কতোক্ষণ ভাবছিল জানে না, হঠাৎ ছেলেটির 'বাবা' কান্না শুনে এডওয়ার্ড সম্বিৎ ফিরে পায়। দেখে ভোর হয়েছে অনেক আগেই। সে এবার বাড়ির বাইরে নেমে আসে। পাইন বনের মধ্য দিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে যায় খানিকটা দূর। বুঝতে চায় সে কোন্ জায়গায় এসে পড়েছে। কিন্তু চিনতে পারে না একদম। কী আশ্চর্য, কতো গোপনে এই বাড়ি, তবু এখানেও এতো সাংঘাতিক হানাদারের অত্যাচার! যাক, এখন গিয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে যদি জায়গাটার নিশানা মেলে। ঐ বাড়ির দিকে ফিরবে এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেল সে কুকুরের ডাক। এবং দেখতে না দেখতে স্মোকার এসে হাজির, পিছু পিছু হামফ্রি ও পাব্লো। হামফ্রি দাদাকে জড়িয়ে ধরে, দুচোখ বেয়ে নামে অশ্রুধারা। পাব্লোটাও বারবার বাবুকে জড়িয়ে ধরে। আর, কুকুরটার সে কী আনন্দ—কেবল এডওয়ার্ডের চারদিকে নাচতে নাচতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

হামফ্রি বলছিল—সেই সকালে এডওয়ার্ড বেরিয়ে গেল শহরে, তারপর সমস্ত দিন দেখা নেই। রাতটাও কেটে গেল। কী ভাবে যে কেটেছে সবার। এলিস আর এডিথ তো কেবল কাঁদে, কারো চোখেই ঘুম নেই। তারপর রাত ভোর হ'তে না হ'তেই বেরিয়ে পড়া গেল। পাব্লোর বুদ্ধিতেই খোঁজটা মিলল। এডওয়ার্ডের জামা স্মোকারকেও শুঁকতে দিলে স্মোকারই দেখিয়ে এনেছে পথ। পথ তো কম নয়। হামফ্রি বলল যে, এখন তারা রয়েছে তাদের ঘর থেকে কম করেও আট মাইল দূরে!

॥ নয় ॥

সেই রাতের সাংঘাতিক সব ঘটনা বলাবলি করতে করতে সকালে ঢুকল এসে সেই বাড়িতে। ছেলেটাই এখন ঐ বাড়ির উত্তরাধিকারী—সমস্ত কিছুরই মালিক সে। কাজেই টাকাকড়ি বা জিনিসপত্র সবই নিয়ে যেতে হবে ওর সঙ্গে সঙ্গে, এখানে ফেলে গেলে লুট হয়ে যাবে। স্থির হ'ল হামফ্রি এখনি চলে যাবে শহরে মিস্টার হার্থস্টোনের কাছে—খুনের খবর দেওয়া ও প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাদির জন্যে। আর ইতিমধ্যে পাব্‌লো কুটির থেকে নিয়ে আসবে ঘোড়-গাড়িটা। এডওয়ার্ড এবার ছেলেটির সঙ্গে মিলে গুছিয়ে নেয় তার যতসব জিনিসপত্র আর বিছানা।

এবার এডওয়ার্ড একা পাশের ঘরে গিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে রাখল একটা চাদর দিয়ে, তারপর খুঁজে পেল একটা ছোট্ট মতো লোহার সিন্দুক। কিন্তু চাবি কৈ? মৃত লোকটির পকেট হাতড়ে পেয়ে গেল চাবির গোছাটা। এখন সিন্দুকটা খোলার দরকার নেই, ঠেলে ঠেলে নিয়ে এলো মালপত্তরের কাছে। আর একটা ঘরে গিয়ে সেখানেও দেখে কয়েকটা তালাবন্ধ বাক্স—নিশ্চয়ই দরকারী কিছু আছে ভিতরে। ঐ বাক্সগুলিও নিয়ে এলো এক জায়গায়। তারপর ঐ বাড়িতে বইপত্তর, বাসন-কোষন, বন্দুক এবং আর যা-যা মূল্যবান কিছু আছে ছেলেটিরই সম্পত্তি বিবেচনায় জড়ো করল দু'টো প্রকাণ্ড ঝুড়িতে। এত মালের সমস্তই দরকারী এবং দামী জিনিস। ভদ্রলোকের চেহারা ও বেশবাস দেখে এবং বাড়ির অবস্থা দেখে এডওয়ার্ড বুঝল এরা কেবল ধনীই নয়, অভিজাত ঘরেরও বটে। এখন অবস্থা গতিকে পালিয়ে বাস করছিল এই বনের গভীরে,—এবং এরা বর্তমান সরকারের বিরোধী

বলেই এখন এই দশা। ঠিক এডওয়ার্ডদের মতোই। এই ভাবতেই ছেলেটির জন্যে কেমন মায়া হ'ল, আর তাকে ও তার ধন-সম্পত্তি রক্ষা করাটা পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে হ'ল।

পাব্‌লো এসে পড়তেই দু'জনে মিলে টেনে তোলা হ'ল সবার আগে সিন্দুকটা এবং তালাবন্ধ বাক্সগুলি। কিন্তু তাতেই এতো ওজন হয়ে গেল যে, আর কিছু তুললে গাড়ি আর চলবে না। তাই ঠিক হ'ল এই রাতে ঐ একগাড়ি মালই যাবে, তারপর কাল সকালে সরকারী লোক এসে পড়ার আগেই আর সব মাল নিয়ে যাওয়া হবে।

যাবার আগে ছেলেটি একবার ওর বাবার মুখখানি শেষবারের মতো দেখে হু-হু করে কাঁদতে লাগল। এডওয়ার্ড ডাকল না—বাধা দিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। এডওয়ার্ডকে বলল—'না, আমি আর কাঁদব না। ভগবানই আপনাকে দয়া করে পাঠিয়েছেন আমাকে বাঁচাতে। আমি আর কাঁদব না।'

গাড়ি এতো ভারী হয়ে উঠেছে যে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত এডওয়ার্ড ও পাব্‌লোকে গাড়িটা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে দিতে হ'ল। তারপর ভালো পথ পেয়ে ঘোড়াটা নিজেই এবার টেনে নিতে পারছে। ছেলেটিকেও এবার তুলে দেওয়া হ'ল গাড়িতে মালের মাঝখানটাতে।

এডওয়ার্ড বাড়ি এসে পৌঁছতেই ছুটে আসে দুবোন—জড়িয়ে ধরে দাদাকে। কিন্তু এডওয়ার্ড বলে ছেলেটিকে দেখিয়ে—'আমি না থাকলে এই ছেলেটির কী হ'ত আজ, বলো তো!'

এরপর এলিস নিজে বসে ছেলেটিকে খাবার খাওয়ায়, শুতে যাওয়ার আগে আলাপ করে জানতে পায়—ও ছেলে নয়, মেয়ে। নাম ক্লারা। ও ছেলে সেজে ওর বাবাকে দেখাশুনা করত, দরকার

মতো শহরেও যেত। তারপর এলিসের মুখে এসব শুনে তো এডওয়ার্ড রীতিমতো অবাক।

সমস্ত মালপত্তর খালাস করা হ'লে সকালবেলা আবার ঐ বনে গেল এডওয়ার্ড, পাব্‌লোকে দিয়ে গাড়ি করে পাঠিয়ে দিল বাকী যা-সব ছিল। তারপর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বেলা দশটা নাগাদ এডওয়ার্ড দেখতে পেল—শহর থেকে লোকজন নিয়ে হামফ্রির সঙ্গে এসে গেছেন হার্থস্টোন নিজেই।

হার্থস্টোন তাঁর সহকারী লোকজনের সামনে একে একে জেরা করতে লাগলেন—তিন তিনটা লোক খুন হ'ল কীভাবে, কোন্ খুনের জন্য কে দায়ী এবং কি অবস্থায়ই-বা লড়াই বা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে হয়েছে? এডওয়ার্ড অনুসন্ধানের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, আর প্রতিবেদন লিখে যাচ্ছে সরকারী কেরানী। এবার আবার জেরা। এডওয়ার্ড কেন সব বাক্স-প্যাটরা, বিছানাপত্র ও-বাড়ি থেকে সরিয়ে এনেছে—কেন মেয়েটিকে ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়ি এনেছে? হার্থস্টোনই এ জায়গার সব ব্যাপারে কর্তাব্যক্তি তা জানা সত্ত্বেও কেন আগেভাগেই বিনা অনুমতিতে এসব কাজ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এডওয়ার্ড এসবেরও যথাযথ জবাব দিয়ে গেল—একটুও মিথ্যা না ব'লে।

এবার হার্থস্টোন বেশ কড়াভাবেই আর একটা কথার জবাব দাবি করলেন—'তুমি বাক্স থেকে বিশেষ জরুরী সব কাগজ-পত্তর কি সরিয়ে ফেলেছ?'

এডওয়ার্ড বলে—'তালাবন্ধ বাক্সই আমি নিয়ে এসেছি। জানি না, ওর ভেতরে কী পদার্থ আছে।'

এবারে ভদ্রলোক নিজমনেই বলতে লাগলেন—'জানো, ওই মৃত ভদ্রলোক কে? উনি হ'লেন রাজবিরোধী এক বিখ্যাত লোক

—মেজর র‍্যাটক্লিফ্। গণতন্ত্রী সরকার ওকে রেখেছিলেন কারাগারে কড়া পাহারায়—সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কাগজপত্র পাওয়া গেলে ও থেকেই এখন একটা দলকে হাতেনাতে ধরার নতুন সূত্র বেরোবে।'

'তার অর্থ আবার নতুন কয়েকটা হত্যাকাণ্ড!'—এডওয়ার্ড যোগ করে।

হার্থস্টোন সাবধান করে দেয়—'জানো, ঐ ধরনের কথার জন্যেই পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়।'

'জানতাম না, এখন এইমাত্র জানলাম!'—তারপর হার্থস্টোন তার সমস্ত সঙ্গীদের ঘরের বাইরে যেতে বলেন, এডওয়ার্ডের সঙ্গে একা কথা বলা দরকার।

তার আগে এডওয়ার্ড ক্ষণেকের জন্য বাইরে এসে সবার অলক্ষ্যে হামফ্রিকে বলে দেয়—বাড়ি গিয়ে এক্ষুণি সব কাগজপত্র আর টাকার সিন্দুকটা বাগানে মাটি চাপা দিয়ে রাখো। এডওয়ার্ড চাবির গোছাটাও তুলে দেয় ওর হাতে। হামফ্রি এক ফাঁকে কখন পিছনে বেরিয়ে যায় কেউ দেখতেও পায় না। এডওয়ার্ড ঘরে ঢুকলে হার্থস্টোন কাঁধে হাতখানি রেখে বলেন—'তুমি বড্ড বেপরোয়া, এডওয়ার্ড! আমার চারদিকে সব গোয়েন্দা—আমাকেও সন্দেহ করে ওরা। আমাকে তোমার শত্রুপক্ষ মনে করবে না—তোমার লক্ষ্য আমার লক্ষ্য একই লক্ষ্য। সে লক্ষ্য হ'ল এই সরকারের ঔদ্ধত্য ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে নতুন রাজাকে সুশাসনে প্রতিষ্ঠা করা। তোমাকে বিশ্বাস করেই আজ গোপনে এসব বললাম।'

'আপনার বিশ্বাসের যোগ্য হব আমি।'—হার্থস্টোনের এই সংগোপন চেহারা দেখে এডওয়ার্ড অভিভূত হয়।

হার্থস্টোন আবার বলেন—'ঐ র‍্যাটক্লিফ্ ছিল আমারই বাল্যবন্ধু —এখানে ঐ বনে তাকে রক্ষা করবার ভার আমিই নিয়েছিলাম।

কিন্তু আর নয়, বাইরে যাচ্ছি আমি আমার লোকজনের মধ্যে। আর জানবে, তোমাকে সবার মধ্যে বেশ কড়া ভাষায় যে-কথা বলেছি, এবং বলবও তাতে কিছু মনে করবে না। আর, তুমি নিজেও সবার মধ্যে অত মনখোলা কথা বলবে না। দিনকাল মোটেই ভালো নয়—দেওয়ালেরও কান আছে জানবে।'

এডওয়ার্ডের কাছে এবার একেবারে নতুন মূর্তিতেই দেখা দেন হার্থস্টোন। সে বুঝতে পারে হার্থস্টোন তার শত্রু নয়—মিত্রপক্ষ। হার্থস্টোন নিচু গলায় এবং বিশ্বস্ত ভঙ্গীতে জানতে চান—কোনো কাগজপত্র এডওয়ার্ড আগেই সরিয়ে রেখেছে কিনা। খোলা মনে কথা বলতে ভরসা পেয়ে এবার জানায় সে—ইতিমধ্যেই তার ভাই হামফ্রিকে দিয়ে দরকারী সবকিছু সরিয়ে রেখেছে। হার্থস্টোন বললেন, 'তাহলে সব ঠিকই আছে।' হার্থস্টোন এবার এডওয়ার্ডের কাঁধে সস্নেহে হাতখানি রেখে বলেন—'এডওয়ার্ড, তুমি আমার একমাত্র মেয়েকে বাঁচিয়েছ, একথা আমি তো কখনোই ভুলতে পারি না। জানবে, এজন্যে তোমার কাছে আমি চিরঋণী।'

হার্থস্টোন বাইরে এলেন, সহকারীদের মধ্যে একজনকে একান্তে ডেকে এনে অন্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—'ঐ যে এডওয়ার্ড ছেলেটি, ওর উপর একটু কড়া নজর রেখো।'

তারপর সবাই চলল এডওয়ার্ডদের কুটির-বাড়ির দিকে—হার্থস্টোন ঘোড়ার পিঠে যেমন এসেছিলেন, অন্যেরা পায়ে হেঁটে। এডওয়ার্ডদের বাড়িতে পৌঁছেই হার্থস্টোন বেশ আদেশের ভঙ্গীতেই বললেন—'যা-সব বাক্স-প্যাটরা, কাগজপত্র ও-বাড়ি থেকে আনা হয়েছে সবই আমি দেখতে চাই।' এডওয়ার্ড অমনি চাবির গোছা তাঁর হাতে তুলে দিলে সরকারী লোকজন এগিয়ে এলো, তালার পর তালা খুলে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল সব।

কিন্তু তেমন দরকারী কোনো কাগজ, চিঠিপত্র বা দাললপত্র কিছুই পাওয়া গেল না, বা সঞ্চিত কোনো অর্থও নয়।

হার্থস্টোন তখন সমস্ত বাড়িঘর ভালো করে খুঁজে দেখতে বললেন। সরকারী লোকজন ভালোভাবেই খুঁজে দেখে বলল—'না, কোনো কাগজপত্রই এখানে নেই, বা অন্য তেমন কিছুও নয়।'

হার্থস্টোন এবার ক্লারার কাছে এসে তাকে আদর করে ডাক দিল—'ক্লারা, সোনা মেয়ে, তুমি চলো আমার মেয়ের সঙ্গে আমার কাছে থাকবে।' কিন্তু ক্লারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—এলিস ও এডিথকে ছেড়ে যাবে না। হার্থস্টোন তখন ক্লারাকে কোলের কাছে টেনে, তার মুখখানি নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে বলল—'ক্লারা, আমাকে চেনো কিনা ভালো করে দেখো তো! আমি তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম, তুমি আমাকে কাকামণি বলতে—যখন এতোটুকু ছিলে। এই যে টুপি খুলে দাঁড়িয়েছি দেখো তো চেনো কিনা।'

ক্লারা হঠাৎ হাসিমুখে বলে—'তুমি কাকামণি, সেই কাকামণি।'

স্থির হ'ল ক্লারা থাকবে হার্থস্টোনের কাছেই, বিশেষত কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ পার্লামেন্টের বিশেষ নির্দেশটা সেইরকমই। এবং তা লঙ্ঘন করা সম্ভবও নয়।

হার্থস্টোন সদলবলে চলে গেলে হামফ্রিকে এডওয়ার্ড খুলে বলে হার্থস্টোনের আসল পরিচয়টা এবং কেনই-বা সে এডওয়ার্ডের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করেছে ওরকম। হামফ্রি শুনে আশ্বস্ত হ'ল, এডওয়ার্ডের দিক থেকে তাহলে নতুন কোনো বিপদের আশঙ্কা এখন আর থাকবে না।

কয়েকদিন পরেই এসে উপস্থিত হ'লেন হার্থস্টোন, সঙ্গে এসেছে কুমারী পেসেন্সও। আর এসেছে অজওয়াল্ড। হার্থস্টোন আজ মন খুলে আলাপ করল সবার সঙ্গে—বিশেষ করে এলিস ও হামফ্রির

সঙ্গে। পেসেন্স তো ইতিমধ্যেই এলিসের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। হামফ্রির সঙ্গে সে যেভাবে কথা বলল, মনে হ'ল যেন ও তারি ছোট ভাই। হার্থস্টোন এডওয়ার্ডকে তাঁর দপ্তরের সেক্রেটারী নিযুক্ত করতে চান—একথাটা তিনি বিশেষ করেই জানিয়ে রাখলেন। তারপর ক্লারাকে নিয়ে চলে গেল সবাই। যাবার সময় সে এক দৃশ্য—কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে চায় না। হার্থস্টোনেরও মনে হ'ল এক আত্মীয় বাড়ি থেকেই যেন বিদায় নিচ্ছেন। পেসেন্স আর ক্লারা যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে, হার্থস্টোন ও অজওয়াল্ড দরকারী মালপত্তর নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে।

যাবার সময় পেসেন্স বারবার করে বলে গেল এডয়ার্ডকে—সে যেন কাজটা গ্রহণ করে এবং তাতে পেসেন্সই খুশি হবে সবচেয়ে বেশি।

ওরা চলে যাবার অনেক পরেও এডওয়ার্ডের বারবার মনে পড়তে লাগল—পেসেন্স যাবার সময় কি মিষ্টি করে হেসেছিল তার দিকে।

এডওয়ার্ড আজ সেই পেসেন্সদের বাড়িতেই যাচ্ছে,—শহরে হার্থস্টোনের দপ্তরেই কাজ নিয়েছে সে তাঁর বিশ্বস্ত সাহায্যকারী হিসাবে। শিকারীর পোশাক ছেড়ে পরেছে আজ ভদ্রশ্রেণীর পোশাক—প্যাণ্ট, কোট আর ত্রিকোণ টুপি। এই টুপিটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরতে হ'ল, কারণ নতুন সরকারের অধীনে কাজ করতে হ'লে তার এই টুপি পরা চাই-ই।

ঠিক হয়েছে, এডওয়ার্ড ঐ হার্থস্টোনের বাড়িতেই থাকবে—বাড়ির লোকের মতো, যখন খুশি ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। যাবার বেলায় হামফ্রি ভাইয়ের চোখে জল, মুখে হাসি—বোনেরা কিন্তু চোখের জল সামলাতে পারছে না। তবু সকলেই খুশি, কারণ এডওয়ার্ড এবার তার যোগ্য জায়গার দিকেই এগোচ্ছে। পাব্‌লোটাই বলে শুধু—'বাবু, কেন আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ, আমরা কি কোনো দোষ করেছি!'

এডওয়ার্ড দু' একদিনের মধ্যেই ও বাড়ির আপনজন হয়ে উঠল—সেটা বিশেষ করে পেসেন্স ও ক্লারার খোলা মনের জন্যই—ওদের ভালোবাসার জোরে। ক্লারা তো এডওয়ার্ডকে দাদা বলেই জানে। আর পেসেন্স এডওয়ার্ডকে সম্মান করলেও কিছুদিনের মধ্যেই এ-ওকে নাম ধরে ডাকা শুরু করল। মিস্টার হার্থস্টোন এখনো একেবারে সংশয়হীন হতে পারছে না ঐ এডওয়ার্ডরাই কর্নেল ব্রেভার্সির ছেলেমেয়ে কিনা, কিন্তু পেসেন্সের কেমন এক বিশ্বাস জন্মেছে ওরা তাই।

এডওয়ার্ড মাঝে মাঝে বাড়ি আসে ভাইবোনদের মধ্যে, শিকারও করে। হার্থস্টোন নিজেই দেখা করতে আসেন পেসেন্স ও ক্লারাকে সঙ্গে নিয়ে। ওরা নিজেরাও আসে ইচ্ছেমতো অজওয়াল্ডকে নিয়ে। কখনো বই, কখনো ফুল, কখনো খাবার নিয়ে আসে, নয়তো পাঠিয়ে দেয়। ঘনিষ্ঠতার সুযোগে সরে যেতে থাকে দুই বাড়ির মস্ত ব্যবধান এবং রাজনৈতিক বিভেদ।

হঠাৎ একদিন এডওয়ার্ড জানতে পেল—স্কটল্যাণ্ডে পৌঁছেছেন রাজা রিচার্ড, সৈন্যদল তৈরি। জোর লড়াই হবে এবার। খবর পেয়েই এডওয়ার্ডের তরুণ শোনিত নেচে ওঠে সমস্ত দেহে—যুদ্ধে যাবার জন্যে সে অধীর হয়ে পড়ে। কিন্তু হার্থস্টোন আশ্বস্ত করে এডওয়ার্ডকে—একখানা গোপন চিঠি খুলে দেখায়। না, এখনো সময় ও সুযোগ আসেনি, আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে ব্যাপক প্রস্তুতির জন্যে। তারপর সত্যই একদিন এডওয়ার্ড জানতে পেল যে, বীর ক্রমওয়েলের দুর্ধর্ষ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে স্কটল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী। এডওয়ার্ড বুঝতে পারে হার্থস্টোন কতো দূরদর্শী এক রাজনীতি-বিশারদ। তাই সে এখন আর অধীর না হয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করতে থাকে সময়মতোই হার্থস্টোনের নির্দেশ পালনের জন্য।

॥ দশ ॥

এডওয়ার্ড বলে গেছে হামফ্রিকে—সেই ডাকাত বেনের নির্দেশমতো জায়গাটায় একবার খোঁজ করে দেখতে, গুপ্তধনটা সত্যিই আছে কিনা।

হামফ্রি একাই আজ সেদিকে যাচ্ছে—সঙ্গে নিয়েছে ঘোড়ার গাড়িটা, কুকুরটাকেও না, পাব্লোকেও নয়। ক্লারাদের সেই বাড়ির অনেকটা কাছে ঘোড়া ও গাড়িটা বেঁধে রাখল পাইনবীথির মুখে, তারপর বাড়ির দিকে এগোতেই শুনতে পায় ভিতরে কারা কথা বলছে নিচু গলায়। স্পষ্ট কিছু সে শুনতে পেল না, কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পেল দরজার কাছে দুটো লোক দাঁড়িয়ে পিস্তল খুলে পরিষ্কার করছে এবং তাদের মধ্যে একজন হ'ল সেই ক্রুবোল্ড! স্পষ্টতই সে কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে প্রতিহিংসা-বশে যোগ দিয়েছে দস্যুদের দলে। হামফ্রি আর না এগিয়ে ফিরে এলো তাড়াতাড়ি, ঘোড়ার সঙ্গে গাড়িটা যুতে চলে গেল—সেই বাজপড়া বুড়ো পাইন গাছটার তলায়। চারদিকটা সে সাবধানে একবার দেখে নিল। তারপর ঠিক জায়গা-মতো খুঁড়ে খুঁড়ে বার করল একটা বাক্স। তুলে দেখে বেশ ভারী। আর তখনি হঠাৎ চোখে পড়ে বেশ খানিকটা দূর থেকে তার দিকে ছুটে আসছে ঐ লোকগুলো। হামফ্রি বিদ্যুৎগতিতে বাক্সটা গাড়িতে তুলেই চালিয়ে দেয় ঘোড়াকে যত জোরে পারে। লোকগুলো হৈ-হৈ করে ওঠে, চেঁচিয়ে বলে থামতে। কিন্তু হামফ্রির চাবুকের পর চাবুকে গাড়ি আরো জোরে ছোটে—ওদের বন্দুকের গুলি একের পর এক শাঁ শাঁ করে চলে যায় হামফ্রির পাশ দিয়ে।

হামফ্রি বাড়ি আসতে আসতে নজর রাখে ওরা কেউ পিছু নিয়েছে কিনা, কিন্তু তা নয় দেখে বাড়িতে ঢুকেই সবাইকে বলল

ঘটনাটা এবং আশঙ্কা প্রকাশ করল যে, যে-কোনো সময়েই ওরা আক্রমণ করতে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কি করা উচিত। এডওয়ার্ড ও পাব্লো মিলে বাগান থেকে খুব ভারী ভারী কয়েকটা তক্তা ও খুঁটি নিয়ে এলো, তারপর দরজা বন্ধ করে খুব জোর-ঠেকা তৈরি করে রাখল। তারপর পাব্লোর বুদ্ধিমতো দরজায় একটা ফুটো করে রাখল—যার মধ্য দিয়ে গুলি ছোড়া যাবে। তা ছাড়া বাড়িতে আছে চার-চারটে বন্দুক। ক্লারার বাবার পিস্তল দু'টো এ বাড়িতেই রেখে গেছে এডওয়ার্ড। বাড়িতে লোক চারজন—বন্দুকও চারটা গুলিভর্তি। এডিথও হাতে একটা পিস্তল নিয়ে বলে—'আমিও পারব ঠিক।'

পাব্লো বলে—'ঐ ক্রুবোল্ডটাকে আমিই খতম করব। আমি একটাকে—এডিথ একটাকে।'

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। এই রাতে তাই শহরে সংবাদ পাঠানো সম্ভব নয় পাব্লোকে পাঠিয়ে। যদি ওরা আসে তো একজন লোক কম পড়বে।

যা হোক, সেই রাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। পরের দিন সব বাধা সরিয়ে দরজা খুলে দেওয়া হ'ল। খবর পাঠানো হ'ল হার্থস্টোনের কাছে। তবে, দিনে সাহায্য পাঠানোর দরকার নেই, লোকজন আসে যেন সন্ধ্যা ঘন হ'লেই।

পরের দিন সন্ধ্যের আগেই খাওয়া-দাওয়া করে প্রস্তুত হয়ে রইল সবাই আগের দিনের মতো। দরজা-জানলা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যের পরেই বাইরে হঠাৎ গর্জন করতে করতে ধেয়ে গেল কুকুর দু'টো—নিশ্চয়ই ওরা আসছে। দরজার ফুটো দিয়ে দেখে পাব্লো—আট দশজন ডাকাত, হাতে বন্দুকও আছে।

ওদের একটা লোক সামনে এসে দরজা খুলতে বলে। কিন্তু

হামফ্রি ভেতর থেকে কড়াভাবে জানায়—দরজা বন্ধ করা হয়েছে খোলার জন্য নয়।

তখন সেই লোকটা গুড়ুম করে একটা গুলি ছুড়ে দরজার গা-তালাটা ভেঙ্গে ফেলে, কিন্তু দরজাটা খুলল না দেখে খানিকটা ঘাবড়ে যায়। ভেবেচিন্তে লোকটা তখন তালাভাঙ্গা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখতে যায় দরজার বাধাটা কি ধরনের। আর পাব্‌লো অমনি তার বগলের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেয় গুলি—লোকটা চিৎকার করে পড়ে যায় তখুনি। তারপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ভিতরে অপেক্ষা করছে সবাই। এলিস বন্দুকে গুলি ভরে রেখেছে নতুন করে। ঘরের মধ্যে আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে—ভেতরের লোক ওরা যেন ঠিকঠিক দেখতে না পায়। কিন্তু ওদিকে বাড়ির পিছন দিকে হঠাৎ শুরু হ'ল বাইরের কুকুর দুটোর ছুটোছুটি আর গর্জন। হামফ্রি দেখে এলিসদের শোবার ঘরের শার্সি ভেঙ্গে আধখানা ঢুকে পড়েছে একটা ডাকাত। হামফ্রি দরজায় দাঁড়িয়েই সেই মুহূর্তেই লেলিয়ে দিল ভিতরের কুকুরটাকে—কুকুরটা লোকটার ঘাড় কামড়ে ধরল ঐ ঝুলন্ত অবস্থায়ই। পিছনে রয়েছে আরো অনেকে,—হামফ্রি পেছনের দরজার ফুটো দিয়ে গুলি ছুড়ল কয়েকবার আন্দাজমতো, সামনে থেকেও পাব্‌লো। তার আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল—গুলির শব্দ দূর থেকেও শুনতে পাবে, শহর থেকে লোকজন এসে থাকলে। সামনে পিছনে বহু লোকের তর্জন-গর্জন আর দরজা ধাক্কানো শুরু হ'ল। হামফ্রি ও পাব্‌লো দুই দরজায় দাঁড়িয়ে, ফুটো দিয়ে বাইরে গুলি ছুড়লো কয়েকবার।

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল—লোকজন আসার হৈ-চৈ। শহর থেকে লোক এসে গেছে নিশ্চয়। তারপর সামনে গুলির আওয়াজ আর চিৎকার আর গোঙানি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শান্ত।

এডওয়ার্ড চেঁচিয়ে ডাকছিল সামনের দরজায় এসে—'হামফ্রি, হামফ্রি! তোমরা সব ঠিক আছ তো।'

এলিস আলো জ্বালে। 'হ্যাঁ দাদা!'—বলেই দরজা খুলে দেয় হামফ্রি। এডওয়ার্ড বোনদের ছুহাতে আগলে ধরে।

সরকারী লোকজন একে একে গুণে দেখে ডাকাতরা সংখ্যায় দশটা। আটটাকেই জখম অবস্থায় কয়েদ করা হয়েছে—মারা গেছে ছ'টো। দরজার সামনে মরে পড়ে আছে কিনা ক্রুবোল্ড! এতদিনে শায়েস্তা হল শয়তানটা। পাব্‌লো বলে বুক ফুলিয়ে—'ওটাকে খতম করেছি আমি।'

এলিস বলে এডওয়ার্ডকে—'দাদা, আমাদের শোবার ঘরে দেখো এসে আর একটা।' সবাই গিয়ে দেখে শার্সিতে আধখানা ঝুলে আছে একটা—একটা কুকুর ঘাড় কামড়ে ধরে আছে এখনো।' লাস ছ'টোকে বেঁধে রাখা হ'ল—আর কয়েদ করা হ'ল বাকী আটটাকে। অজওয়াল্ডের উপর ওদের ভার রেখে এডওয়ার্ড সেই রাতেই কয়েকজন সরকারী লোক নিয়ে চলল ক্লারাদের বাড়িতে, বনের মধ্যে। হঠাৎ চড়াও হয়ে সেখানে বাড়ির মধ্যেই ধরে ফেলল একটাকে। এবারে এডওয়ার্ড বাড়িতে ফিরে এসে বন্দীদের চালান করে দিল শহরে। যাবার আগে এডওয়ার্ড সেই ডাকাতের বাক্সটা খুলে দেখে কি—ওর মধ্যে আছে কয়েক শ মোহর, দামী সব মণি-মুক্তোর অলঙ্কার, রূপোর সৌখিন জিনিস। এডওয়ার্ড একটা ফর্দ করে নিয়ে যায় হার্থস্টোনের কাছে।

হার্থস্টোন দেখে বলেন শুধু—'এর দাবীদার কেউ না আসা পর্যন্ত ওসব তোমাদের কাছেই থাকবে, আর দাবীদার কেউ কখনো আসবেও না জেনো। সরকারে জমা দিয়ে দরকার নেই, মনে করো আমি জানিনি কিছুই।'

॥ এগারো ॥

শুরু হয়েছে ভয়ংকর শীত—বরফে সাদা হয়ে আছে দিগ্বিদিক। গাছে সবুজ নেই, মাঠে নেই ঘাস। এমনি একদিনেই হঠাৎ হামফ্রির মনে জাগে বুনো ঘোড়াদের কথা। নিজে গিয়ে দেখেও এসেছে—ক্লারাদের কুটিরের কাছাকাছিই পাইনবনের পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একপাল ঘোড়া, গাছ থেকে ডাল ভেঙ্গে খাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে ধরা যাবে ওদের—কী কৌশলে? তাও অনুমান করে নিয়েছে সে। পাইনবনের আগেই দু'পাশে দুটো প্রকাণ্ড ঘন ঝোপ—মাঝখানে বেশ চওড়া একটা পথের মতো ফাঁকা জায়গা চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। প্রবল হাওয়ার ঝাপটায় ঝাপটায় তুষার পড়ে পড়ে পথটার শেষ প্রান্তে জমে উঠেছে একটা ঢিবির মতো। হামফ্রি ক'দিন ধরেই এই পথের উপর ছড়িয়ে রাখছে তার বাগানের ঘাস। ঘোড়াগুলি ঘাসের গন্ধ পেয়ে রোজই এসে খেয়ে যাচ্ছে—কোথাও যখন ঘাস দেখছে না, এখানে আসছে ঘাসের লোভে। হামফ্রি সবই লক্ষ্য করেছে—ফন্দীটাও ঠিক আছে।

এবারে পাব্‌লোকে দিয়ে সে বেশ কয়েকটা ল্যাসো বা ফাঁস দড়ি তৈরি করে ফেলল, কয়েকটা লম্বা লাঠিও ঠিক করে রাখল, তারপর বিকেলবেলায় চমৎকার ঘাস ছড়িয়ে দিল তুষারভরা মাঠ থেকে পথের দিকে। তারপর শেষরাতেই দু'টো কুকুরকে আর পাব্‌লোকে নিয়ে হামফ্রি এসে হাজির হ'ল ঠিক জায়গাটিতে, নিঃশব্দে ঝোপের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল—ঘোড়াগুলি এলে টের না পায়। সকাল হ'তে না হ'তেই ঘোড়ার দল এসে ঘাস খেতে খেতে এগোতে লাগল পথের মধ্য দিয়ে। বেশ খানিকটা দূরে ঢুকে যেতেই হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথের মুখটা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল হামফ্রি ও পাব্‌লো—লাঠি উঁচিয়ে হৈ-হৈ করে উঠল। হঠাৎ ওদের ঐ অবস্থায়

দেখে ঘোড়াগুলি ল্যাজ উঁচিয়ে ছুটতে লাগলো পথ ধরে বরফের ঢিবিটার দিকে। কুকুর দু'টো বন-ঝোপের দু'পাশ দিয়ে ছুটতে থাকে—বনের মধ্য দিয়ে পালাতে না পারে। কিন্তু প্রায় সবগুলিই বনের মধ্য দিয়ে দু'পাশ থেকে পালিয়ে গেলেও দু-তিনটা পারল না—সোজা ছুটে গেল ঢিবিটার দিকে—সেই গভীর তুষারস্তূপের মধ্যে আটকা পড়ে আছাড়ি-বিছাড়ি করতে লাগল। পাবলো আর হামফ্রি দৌড়ে গিয়ে ফাঁস দড়ি ছুড়ে আটকে ফেলে তিনটাকেই। প্রথমে গলায় খুব জোর ফাঁস, তারপরে পায়ে দড়ি বাঁধা—এমনি অবস্থায় বেঁধে রাখল পাশের একটা মোটা গাছের সঙ্গে। দু-তিনদিন এখানে না খেয়ে পড়ে থাকলেই কাহিল হয়ে পড়বে—তখন নেওয়া যাবে।

কিন্তু পাব্‌লো এতেই খুশি না, এখনি একটাকে বাড়ি নেওয়া চাই—দিদিদের দেখাতে হবে। তখন ঐ তিনটা ঘোড়ার মধ্যে কালচে রঙের ঘোড়াটার ঘাড়ের সঙ্গে খাটো দড়ি দিয়ে বাঁধা হ'ল সামনের একটা পা—ঘাড় তুললেই পা উঠে যাবে উপরে—ছুটতে পারবে না। তারপর ঢিপির বরফ থেকে লাঠি দিয়ে ঠেলে বাইরে এনে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। প্রথমটায় ঘোড়াটা লাফালাফির চেষ্টা করতে পড়ে গেল বারবার—পরে শান্তভাবেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল মাথা হেঁট করে। বাড়িতে ঢুকতেই চেঁচাতে থাকে পাব্‌লো—'ছাখো এসে, ঘোড়া ধরেছি আজ, জ্যান্ত ঘোড়া!'

অমন তেজী ঘোড়া দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় এলিস আর এডিথ। হামফ্রি এবার বুড়ো ঘোড়াটাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে সেখানেই বেঁধে রাখে নতুন ঘোড়াটাকে। পাব্‌লো তাজা ঘাসের লোভ দেখিয়ে হাতে করে খাওয়ায়। হামফ্রি হাসতে হাসতে বলে—'দাদা এবারে বাড়ি এসে দেখবে সত্যি আমরা ঘোড়া ধরেছি—কেবল গরু নয়, বুনো ঘোড়াও। দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।'

দু'দিন পরে ঐ একই উপায়ে বাড়ি নিয়ে আসা হ'ল আর দু'টো ঘোড়াকেও। আর তারই মধ্যে একটা হ'ল কিনা মাদী ঘোড়া। এখন তাহলে হামফ্রিদের গড়া সংসারে আর কিছুরই অভাব নেই। আছে গরু ঘোড়া মুরগী হাঁস, আছে কুকুর পাখী, আর বাগানে আছে কত রকমের তরকারি আর ফলমূল।

এই সংসারের পশুপাখী ও গাছপালাকে সবচেয়ে ভালোবাসে হামফ্রি আর এডিথ। এলিসকে সংসারের ভিতরটা সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়, এদিকে সে তো সবসময়ে নজর দেবার সময় পায় না। আর এডওয়ার্ড তার আপন ভাব-ভাবনায় ব্যস্ত বাইরের জগতে—বৃহত্তর প্রয়োজনের ডাক সেখানে। সেখানে নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদ, তাদের বেভার্লি পরিবারের ভাগ্য বিবর্তনের আশ্বাস।

সত্যই শিগগির একদিন ডাক এলো তার বাইরে বেরিয়ে পড়ার —বিপদসঙ্কুল অভিযানে। মিস্টার হার্থস্টোনের কাছ থেকে অতি বিশ্বস্ত গোপন চিঠি নিয়ে যাচ্ছে সে লণ্ডনে এবং তারই নির্দিষ্ট নানা জায়গায়। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জোট পাকানোর ব্যাপারে মদৎ যোগানোই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এডওয়ার্ডের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ টাকাও দিয়ে দেওয়া হল একটা গোপন থলেতে।

একটা তেজী কালো ঘোড়ায় চেপে দু'টো পিস্তল ও তলোয়ার নিয়ে চলে গেল এডওয়ার্ড—লণ্ডনের উদ্দেশে। যাবার বেলায় পেসেন্সের কাছে বিদায় নিতে এলে সে আর চোখের জল চাপতে পারল না। এডওয়ার্ড আদর করে চোখের জল মুছিয়ে চলে গেল। ক্লারা শুধু বলল—একা একা অতদূরে যাওয়াটা তার মোটেই ভালো লাগছে না।

ঘোড়ায় চেপে লিমিংটন শহর থেকে প্রায় দু'দিন ছুটে ছুটে সে

এসে পড়ল লণ্ডনের কাছাকাছি শহরতলীতে। সেখানে একটা সাধারণ স্তরের হোটেলেই এসে উঠল এডওয়ার্ড—সেখানে কোনো কেউই ঘাঁটাবে না তাকে। একটানা এতটা ছুটে এত ক্লান্ত সে যে, খাওয়া-দাওয়ার পরেই একটানা ঘুম দিল। পরদিন ভোরে কিছু খেয়েই ছুটল আবার লণ্ডনে, একটা চিঠির ঠিকানাটা দেখে সেই বাড়িতে এসে উঠল। বাড়ির কর্তা মিস্টার ল্যাংটন চিঠি পড়ে এডওয়ার্ডকে আদর-যত্ন করে সেদিন রাখলেন নিজের বাড়িতে। এডওয়ার্ড তখন আর কয়েকটা চিঠিও পাঠাল লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে। তারপর ল্যাংটন ছ'খানা জরুরী চিঠি সঙ্গে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে চলে যেতে বললেন লণ্ডন ছেড়ে। কারণ লণ্ডন এখন আগন্তুকদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

লণ্ডন থেকে তাড়াতাড়ি আবার যাত্রা শুরু হল—উত্তর-দেশমুখী সড়কে, পথে বার্নেট নামে একটা জায়গায় হোটেলে আশ্রয় নিল রাতের মতো। কিন্তু সেখানে তিন-তিনটা লোক এডওয়ার্ডের উপর খুব নজর রাখতে লাগল। লোক তিনটা হোটেলে খেতে এসেছে। দেখে এডওয়ার্ডের মনে হল ওরা খুব সুবিধের লোক হবে না। রাতটা কাটিয়েই এডওয়ার্ড বেশ জোর কদমেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল—ঐ উত্তর সড়ক ধরেই। মাইল পনেরো পরেই একটা নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ। সেখানে এসে পৌঁছতেই সে দেখে ঐ হোটেলের লোক তিনটাও তিনটা ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে। সামনেই একটা টিলার মতো। ওটার মাথা বেয়ে নেমে গেলো লোক তিনটা। এডওয়ার্ড ঐ টিলার মাথায় পৌঁছতেই দেখে কিছু-দূরে আর একজন লোক—স্পষ্টতই একজন সৈনিক, হাতে পিস্তল। ঐ সৈনিকটি দস্যুদের একজনকে গুলি করলো। লোকটা পড়ে গেল। কিন্তু অন্য আর ছুটো লোক গুলি করবার জন্যে হাত উচিয়ে ধরতেই—এডওয়ার্ড ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের মতোই একটা

লোককে এক গুলিতেই ধরাশায়ী করে ফেলল। অন্য লোকটা বেগতিক বুঝে কাছের একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে জোর ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

এডওয়ার্ড এগোতেই ঐ সৈনিকটি তাকে বাঁচাবার জন্যে বার-বার কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল। এবং পরস্পর পরিচয়ে জানতে পেল, উভয়েই যাচ্ছে উত্তর দেশের দিকে—জরুরী প্রয়োজনে। প্রথমটায় কেউ কারো পরিচয় ভাঙ্গে না। এবার পাশাপাশি চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—শহর এড়িয়ে গ্রামের পর গ্রামের মধ্য দিয়ে। গ্রামের পথেই একটা সরাইয়ে খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার যাত্রা শুরু। তারপর আরো ঘনিষ্ঠতার সুযোগে দুজনের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায় যে, দুজনের গন্তব্যস্থলও এক, এবং দুজনের লক্ষ্য ও স্বার্থও একই। সঙ্গীটির নাম হল চালোনার—বয়সে এডওয়ার্ডের চেয়ে একটু বড়ই হবে, এবং সে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেই নয়—রয়েছেও রাজার বিশেষ রক্ষী-বাহিনীতে। এডওয়ার্ডও তার ব্রেভার্লি-বংশপরিচয়টা দিলে নামটা শুনেই এডওয়ার্ডের বাবার স্মৃতিতে সম্ভ্রমে সে মাথা নোয়ায়। চালোনার বলে—কর্নেল ব্রেভার্লির মতোই তার বাবাও মৃত্যুবরণ করেছেন ন্যাস্‌বির ঐ এক যুদ্ধেই। এরপর দুজনের মধ্যে আর ভদ্রতার বা সংশয়ের কোনো ফাঁক থাকে না—দুজনেই দুজনের চিরদিনের বন্ধু থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। দুজনেই এবার এসে ওঠে চিঠির নির্দেশমতো পোর্টলেক-এ পাইন ঘেরা সুন্দর একটি বাড়িতে—এখানেই থাকেন চালোনার-এর মাসীমা মিসেস কানিংহাম। এ বাড়িতে দুজনেই সমাদরে ও নিরাপদে একদিন কাটিয়ে মাসীর কাছ থেকে কয়েকটা চিঠি নিয়ে রওনা হল। ঐ চিঠি যে-সে লোকের নয়, জেনারেল মিডল্‌টনের লেখা। আর কয়েকটা চিঠি চালোনারের সৈনিক বন্ধুদের। চিঠির নির্দেশমতো দেখা যাচ্ছে জেনারেল ক্রমওয়েল

লণ্ডনের দিকে এগোচ্ছেন, কিন্তু রাজকীয় সৈন্যদল এগিয়ে রয়েছে অনেকটা বেশি। দু' পক্ষে যুদ্ধ হবে ভয়ঙ্কর। চালোনার এডওয়ার্ডকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল জেনারেলের সঙ্গে, এবং জেনারেল স্বয়ং রাজার সঙ্গে এডওয়ার্ডকে। রাজা এই বিশেষ কঠিন সময়ে কর্নেল ব্রেভার্লির সুযোগ্য ছেলেকে পেয়ে সসম্মানে তাকে বিশেষ রক্ষীবাহিনীতে ঘোড়সওয়ার বিভাগের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করলেন।

শুরু হল সেই প্রত্যাশিত যুদ্ধ—কিন্তু ক্রমওয়েলের সংগঠিত বিরাট বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারল না রাজকীয় বাহিনী। রাজার পক্ষের সেনাপতিরা পর্যন্ত মরিবাঁচি করে পিছিয়ে আসছে—পালাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব। রাজা স্বয়ং এগিয়ে এসে তাদের ঠেকাতে চাইলেন—কিন্তু সেই পলায়মান সেনাবাহিনীর চাপে নিজেই ধরাশায়ী হবার জোগাড়। রাজার পক্ষে কেবল বিশৃঙ্খলা—যথানির্দেশের অভাব, নেতৃত্বের অভাব, আরো বিশেষত সেনাপতিদের মধ্যেই পরস্পর যোগাযোগের ও বিশ্বাসের অভাব এবং এমনকি পরস্পরের বিরোধিতা! কাজেই শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় রাজা নিজেই পালিয়ে বাঁচলেন। এবং রাজা পালিয়েছেন শুনে বাকী সৈন্যেরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গা-ঢাকা দিতে লাগল গ্রামে গ্রামান্তরে—যে যেখানে পারে। এবারের মতো সমস্ত আশা নির্মূল।

চালোনার এডওয়ার্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে নিহত দুই ক্রমওয়েল-বাহিনীর সৈনিকের অর্থাৎ শত্রুর পোশাক পরে ফেলে ছুটে চলল গ্রামের পর গ্রামের মধ্য দিয়ে—সঙ্গে আর এক তরুণ বন্ধু গ্রেনভিল্। পথে যারাই দেখে, ভাবে—এরা হল ক্রমওয়েল-পক্ষের সৈনিক, পলাতক রাজার খোঁজে বেরিয়েছে। ওরা কৌশলমতো যেখানেই সরাইতে খায়, দাম দেয় না—নিজেদের উঁচু ভাবটা দেখাবার জন্যে। ওরা কোনো গ্রামে ঢোকবার আগে জেনে নেয় সেখানে সরকারী সৈন্য আছে কিনা, তারপর খোঁজ নেয় রাজকীয় সৈন্যদের কেউ

কোথাও আত্মগোপন করে আছে কিনা। এমন করে কৌশল মতো এডওয়ার্ড তার বন্ধুদের নিয়ে নিরাপদে এসে পৌঁছোয় নিউ ফরেস্টে তাদের বাড়িতে। তারপর এডওয়ার্ড ঐ ক্রেমওয়েল-সরকারের সৈনিকের বেশেই অতর্কিতে এসে উপস্থিত হয় হার্থ-স্টোনের সামনে। হার্থস্টোন প্রথমটা ঐ বেশে এডওয়ার্ডকে দেখে ঘাবড়ে যান খানিকটা—তারপরেই অবস্থাটা চট করে বুঝে নিয়ে দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানান, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেন বারবার—'বাঁচালে বাবা! এই বেশে এসে সব দিক রক্ষা করলে। এদিকে তুমি হঠাৎ চলে যাবার পর থেকে সবারই এখানে সন্দেহ। সন্দেহ আমার উপরেও ঘোরতর—আমি রাজপক্ষে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তা, এখন তোমাকে ঐ রাজবিরোধী দলের পোশাকে দেখে সবারই সন্দেহ দূর হবে।'

এডওয়ার্ড বলে—'তাহলে দুএকদিন এই পোশাক পরেই থাকি, সবাই দেখুক।' এরপর এডওয়ার্ড বলল—তার বাড়িতে সে আশ্রয় দিয়েছে তাদের দলের আরো দুটি পলাতক সৈনিককে। হার্থস্টোন তখন-তখনই নবনিযুক্ত পাহারাদাররূপে তাদের নামে নিয়োগ-পত্র দিয়ে দিলেন। এডওয়ার্ড এরপর পেসেন্স ও ক্লারার সঙ্গে দেখা করতে এলে এডওয়ার্ডকে তারা মহাখুশিতে কান্না-হাসি মিলিয়ে অভ্যর্থনা জানাল, নানারকম খবর জানাতে লাগল—সেই যুদ্ধের আর তাদের নিরাপদ অভিযানের। এডওয়ার্ডের বাড়িতে দুচারদিন থাকবার পরেই সরকারী সৈন্যবাহিনীর লোকজন খোঁজ-খবর নিতে এলো—বাড়িতে নতুন আগন্তুক কারা। কিন্তু এডওয়ার্ডের কাছে নতুন পাহারাদাররূপে তাদের নিয়োগপত্র দেখে আর ঘাঁটাঘাটি না করে ফিরে গেল। এডওয়ার্ড এবার ওদের পাঠিয়ে দিল আরো নিরাপদ স্থানে—সেই ক্লারাদের বনবাড়িতে।

ইতিমধ্যে চালোনারদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এলিস

এডিথ ও হামফ্রির। চালোনার বলে একদিন এডওয়ার্ডকে—'দেখো ভাই, তোমার বোনদের এই বনবাদাড়ে কেবল ঘরকন্নার কাজেই আর আটকে রেখো না, ওদের ভবিষ্যৎটা কী আছে এখানে?' তখন সে পরামর্শ দেয় তার মাসী কানিংহামের বাড়িতেই ওদের থাকার ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে—যেমনটা হওয়া উচিত। এই সং পরামর্শে ভরসা পায় এডওয়ার্ড। সে স্থির করে ফেলে—যেমন ভাবেই হোক বোনদের সে পাঠিয়ে দেবে ওইখানেই শহরে, তাদের ভবিষ্যৎটা এই বনবাসেই শেষ করবে না—তাদের বিয়ে দেবে ব্রেভার্লিদের যোগ্য ঘরে-বরেই।

এডওয়ার্ডের এখনি কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়—হামফ্রির সঙ্গে সে বোনদের একদিন পাঠিয়ে দিল লণ্ডনে সেই কানিংহামের বাড়িতে। বোনেরা ভাবেনি, এত তাড়াতাড়ি তাদের এখানকার সব ছেড়ে যেতে হবে—এডিথ তো তার হাঁস-মুরগীদের ফেলে যেতে কেঁদেই ফেলে। ওদিকে পেসেন্স বা ক্লারার সঙ্গে দেখা না হবার জন্যেও বড় কষ্ট হয়। কিন্তু এডওয়ার্ড বলেছে—এখন সব জানাজানি হবার আগেই দরকার এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া। হার্থস্টোন জানলে বাধা ঘটবে—তিনি জানতে চাইবেন কেন হঠাৎ এমন ব্যবস্থা হচ্ছে তাঁকে আড়াল করে। পেসেন্স ও ক্লারাও ছেড়ে দেবে না। যা-হোক, বোনেরা এখন যথাস্থানে থাকতে পারবে। আর এডওয়ার্ডও জানে সুযোগ পেলেই সেও বন্ধুদের নিয়ে চলে যাবে নতুন জীবনের সন্ধানে।

কিছু একটা ব্যাপারে এডওয়ার্ড বড় কষ্ট পাচ্ছে কিছুদিন থেকে। তার আসল পরিচয় গোপন রাখাটা একটা ভয়ানক অপরাধের মতো ভিতরে ভিতরে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। অন্তত হার্থস্টোন ও পেসেন্সের কাছে এখন তার আত্মপরিচয়টা অতি শীঘ্রই প্রকাশ করা দরকার। পেসেন্সকে সে ভালোবাসে, মনে হয় পেসেন্সও তাকে

চায়, আর হার্থস্টোনও তাকে পছন্দই করেন। তাই এ ব্যাপারেও একটা সুনিশ্চিত্ত পরিণামে না আসা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না, শান্তিও নয়।

একদিন ক্লারার খুব মাথা ধরাতে এডওয়ার্ডদের সঙ্গে সে বেড়াতে বেরুল না। জ্যোৎস্নারাতে এডওয়ার্ড ও পেসেন্স দুজনে বেড়াতে বেড়াতে ঘনিষ্ঠভাবের নানাকথা বলছিল। এডওয়ার্ডের কাছে পেসেন্স জানতে চায়—কী কথা বলবার জন্যে সে আজ ব্যাকুল।

এডওয়ার্ড সরাসরি বলে—'পেসেন্স, তুমি জানো তোমাকে ভালোবাসি আমি—তোমাকে ছাড়া আমার জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি কি তোমার যোগ্য নই, পেসেন্স?'

পেসেন্স তার প্রাণের আবেগ সামলে রেখে সম্ভ্রমভরে বলে শুধু—'এসব কথা আমাকে না বলে বাবাকে বললেই ভালো হয়।'

'কিন্তু আমি আজ তোমাকে আমার সবচেয়ে গোপন একটা কথা বলব—আমার পরিচয় হল, আমি—'

কিন্তু তখনই হার্থস্টোন এসে পড়ায় সেই পরিচয়টা আর প্রকাশ পেল না। সবাই বাড়িতে এলে হার্থস্টোন সোৎসাহে এডওয়ার্ডকে ডেকে বললেন—'একটা সুসংবাদ, এডওয়ার্ড। আর্নউডের সম্পত্তি আমাকেই দান করেছে সরকার—আমার যোগ্যতার পুরস্কার। এই যে আদেশনামা, পড়ে দেখো।'

সেই আদেশনামা পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে যায় এডওয়ার্ড, একবার বলে—'কিন্তু এইভাবে অন্যের সম্পত্তি দখল করা কি ন্যায়-সঙ্গত, যখন ঠিকঠিক জানা নেই ব্রেভার্লি-পরিবারের একজনও অন্তত বেঁচে আছে কিনা।'

হার্থস্টোন একটু বিস্মিতই হন এই কথা শুনে, তবু বলেন—'বেঁচে থাকলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে, তবে কেউই যে বেঁচে নেই তা নিশ্চিত। তোমাকে নিয়ে কাল সকালেই একবার আর্নউডে

যাব, বাড়িটা সারাতে হবে। বুঝতেই তো পারছ ওটার উত্তরাধিকারী হবে পেসেন্সই—এবং ওটাই হবে তার বিয়ের যৌতুক।'

এডওয়ার্ড এর কোনো জবাব দেয় না, গম্ভীরভাবে উঠে যায় তার ঘরে। রাতে সবার সঙ্গে খেতে বসলেও ঠিকমতো খেল না সে—এতসবের পরেও এখানকার অন্ন খেতে আর রুচি হয় না। এডওয়ার্ডের কাছে সমস্তটা হঠাৎ যেন ওলট-পালট হয়ে যায়—হার্থস্টোন, পেসেন্স, তাদের সঙ্গে এতদিনের এত ঘনিষ্ঠতা—সমস্তই একান্ত মূল্যহীন হয়ে পড়ে, সমস্তই মনে হয় কেবল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বিশেষ, এবং ওদের সঙ্গে যা সম্পর্কটা তা হল একমাত্র শত্রু-সম্পর্কই।

কাউকেই না জানিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে ভাইবোনদের মধ্যে, একান্তে হামফ্রিকে ডেকে বলে সবকথা, তারপর ফিরে যায়। কিন্তু রাতে ঘুমুতে পারে না—মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে যেন সমস্ত দেহ, ছিঁড়ে যাচ্ছে শিরাগুলি। সকালবেলায় সবাই এসে দেখে—সে অচেতন হয়ে পড়ে আছে, প্রবল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। খবর পেয়ে ছুটে এলো হামফ্রি—এডওয়ার্ড তখন বেঘোরে বলছে বারবার: 'জানো না আমি হলাম ব্রেভার্লির ছেলে—আমি ব্রেভার্লি!' হামফ্রি আগলে রাখে এডওয়ার্ডকে—না, এখন আর কাউকে এডওয়ার্ডের উপর দরদ দেখাতে হবে না। এক মুহূর্তও সে দাদাকে ছেড়ে নড়ে না, আর কাউকেই কাছে এসে বসারও সুযোগ দেয় না—একমাত্র ডাক্তারকে ছাড়া। হার্থস্টোন বারবার এসে দেখেন—ডাক্তারের কাছে খবর নেন বারবার। ওদিকে পেসেন্স আর ক্লারা পাশের ঘরে চোখের জল মোছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়।

ডাক্তার বিশেষ বিচক্ষণ, ঠিক তার অনুমান মতোই শেষরাতে ভয়ঙ্কর ঘাম দিতে থাকে—ভিজে যায় বালিশ-বিছানা, আর

এডওয়ার্ড উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকে 'জল জল!' কিন্তু ডাক্তারের একদম বারণ—একফোঁটা জলও নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে এডওয়ার্ড। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন—'আর ভয় নেই, কালই সুস্থ হয়ে উঠবে।' হার্থস্টোন এগিয়ে এসে শোনেন সেই আশার সংবাদ। পেসেন্স আর ক্লারার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, হামফ্রির কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—'এখন কেমন আছেন আপনার দাদা।'

হামফ্রি গম্ভীর মুখে বলে—'ভগবান করুন, কয়েকদিনের মধ্যেই যেন চলে যেতে পারে এই বাড়ি থেকে—কী কুক্ষণেই না একদিন এখানে এসে পড়েছিল!'

এই নিষ্ঠুর কথার আঘাত সহ্য করতে পারে না পেসেন্স, নিজের ঘরে এসে একলা কাঁদতে থাকে অঝোরে, ক্লারাও চোখের জল মোছে।

তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে এডওয়ার্ড—কিন্তু পেসেন্স কি ক্লারার সঙ্গে আগের মতো মন খুলে কথা বলে না। পেসেন্স বুঝতে পারে, এডওয়ার্ডের মনের আঘাতের কথা, কিন্তু কী করবে সে? ঠিক একটি নিরুপায় মেয়ের মতোই তার অবস্থাটা।

তারপর একদিন খুব ভোরে ভোরে বাড়ির সবাই জাগবার আগেই অজওয়াল্ডের ব্যবস্থামতো গাড়িতে চেপে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এডওয়ার্ড—কারো কাছে বলে যাওয়াটাও এখন আর দরকার মনে করে না। নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে হার্থস্টোনের কাছে চিঠি লিখে যায় একখানা—তাদের সকলের সহৃদয়তা ও সকলরকম অনুগ্রহের জন্যে বারবার কৃতজ্ঞতা জানায় চিঠির ভাষায়।

ইতিমধ্যে এডওয়ার্ডের কাছ থেকে খবর জেনে এসেছে অজওয়াল্ড—রাজা নিরাপদেই সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছেন গিয়ে ফ্রান্সে, সেখানে এক নতুন সৈন্যবাহিনী জোগাড় করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন

ইংলণ্ডের ওপর। এডওয়ার্ড তো এমন সুযোগই খুঁজছিল এখন আর দ্বিধাও নয়, দেরিও নয়। এডওয়ার্ড এবার ভাইকে বিদায় জানিয়ে রওনা হয় ইংলণ্ডের উপকূল-পথে সাগর পাড়ি দেবার জন্যে। সঙ্গে সেই দুই বন্ধু—চালোনার ও গ্রেনভিল্। হামফ্রি এগিয়ে দেয় দাদাকে। এডওয়ার্ড শেষবারের মতো ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলে—'হামফ্রি, সব রইল—তোরই সব। আমার এখানকার ধনসম্পত্তির উপরে কোনোই টান নেই, জানিসই তো।'

পেসেন্স ও এডিথ যে চলে গেছে, আগেই জেনেছেন হার্থস্টোন। এবার এডওয়ার্ডের এমন করে চলে যাওয়ায় ভদ্রলোক যেন ভেঙ্গে পড়েন—পেসেন্সকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাটাও তিনি আর খুঁজে পান না। তিনি যা-যা যে-রকমটা ভেবে রেখেছিলেন সবই উল্টে গেল। এডওয়ার্ড ও তার ভাইবোনেরা যে বেভার্লি-পরিবারেরই সেই চারটি ছেলেমেয়ে একথা তিনি ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছেন—গির্জার তালিকায় তাদের নাম ও বয়স মিলিয়ে দেখে। আগের বহু অনুমানও অনুকূলে কাজ করেছে। হায় হায়! এখন উপায়? কোথায় তিনি ভেবে রেখেছেন পেসেন্সকে বিয়ে দেবেন এডওয়ার্ডের সঙ্গে আর ঐ আর্নউডের সম্পত্তিই হবে তার যৌতুক। আর এখন কিনা ঐ সম্পত্তির জন্যেই রাগে দুঃখে চলে গেল এডওয়ার্ড। পেসেন্স কাঁদতে কাঁদতে বলে কেবল—'আমিই এজন্য দায়ী, আমিই তাকে আঘাত দিয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। আর তারপরেই কিনা সে জানতে পেল—আর্নউডের উত্তরাধিকারী হচ্ছি আমিই! এই দু-দুটো আঘাত সে সহ্য করতে পারে নি, বাবা। বাবা, আমি যদি তাকে আমার মনের কথা বলতে পেতাম তবে সে বোধহয় চলে যেতে পারত না।'

হার্থস্টোন ভেঙ্গে পড়লেও হাল ছাড়েন না—সব কথা এডওয়ার্ডকে বলে পাঠালে নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে।

॥ বারো ॥

নিউ ফরেস্ট থেকে এডওয়ার্ড সোজা চলে এসেছে ফ্রান্সে। সেখানে পলাতক রাজা চার্লসের কাছে আত্মপরিচয় দিতেই তিনি সাদরে তাকে নিযুক্ত করলেন আপন সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট পদে। রাজা চার্লসের পক্ষে ছিল ফ্রান্সের এক সেনাপতি—যুবরাজ ফণ্ডে। ফ্রান্সের আর এক সেনাপতি টুরেন ছিল বিপক্ষে। রাজা চার্লস এডওয়ার্ডকে ফণ্ডের অধীনেই বিশ্বস্ত সেবকরূপে নিযুক্ত করলেন। রাজাপক্ষের অনুকূল শক্তিকে বৃদ্ধি করবার জন্যে এডওয়ার্ড তার দুই বন্ধু চালোনার ও গ্রেনভিল্‌কেও সংবাদ পাঠিয়ে নিয়ে এলো—এবং একদলে যোগ দিয়ে ফণ্ডের সহকারীরূপে কাজ করতে লাগল।

ফরাসী রাজসভা কার্যত কিন্তু রাজা রিচার্ডকে স্পষ্ট কোনো সাহায্য দিতে এগোল না। কিন্তু রাজা চার্লসের পক্ষে ফ্রান্সের নোব্‌লগণ এবং স্পেনের সেনাবাহিনী সেনাপতি ফণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফরাসীরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল—অগ্রসর হ'ল রাজধানীর দিকে। এডওয়ার্ড ও তার দুই বন্ধুও সামিল হ'ল এই অভিযানে। তারা দু-একটা ছোটখাট যুদ্ধে জয়ীও হ'ল—কিন্তু তারপর টুরেনের সম্মিলিত বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমণের মুখে পরাজিত হয়ে সরে গেল। এডওয়ার্ড কিন্তু পরাজিত রাজ-পক্ষকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো দিকেই মন দিল না। যুদ্ধের শেষটা না দেখা পর্যন্ত—এমনকি সেই নিউ ফরেস্টের জীবন, সেই হার্থস্টোন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক—কোনো কিছুই তাকে পিছু টানতে পারল না। মাঝখানে একবার হামফ্রির কাছ থেকে চিঠি পেয়ে সে উত্তর দিয়েছিল, আর হার্থস্টোনের কাছেও নিজে চিঠি লিখেছিল একটা, তবে তাতে পেসেন্স সম্পর্কে নিয়ম-মাফিক কুশল

কামনা ছাড়া আর কোনো কথাই ছিল না। তাদের আর্নউডের বাড়িটা যে পেসেন্সের বাবাই দখল করে রেখেছেন এবং পেসেন্সের বিয়ের যৌতুক হিসাবেই ওটা দান হবে একদিন—এই স্মৃতি এডওয়ার্ডকে বিঁধছিল বিষাক্ত কাঁটার মতো।

তারপর আবার নতুন করে যুদ্ধ গড়িয়ে চলল আরো কয়েক বছর। ফণ্ডের সেনাপতিত্বে ঘোষিত হ'ল নতুন নতুন জয়। ফণ্ডে শুধু সেনাপতিই নয়, ফণ্ডের যুবরাজ সে। তাঁর সুনজরে এসে ওরা লাভ করল প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিস্তর জমিজমা। কিন্তু তারপরে টুরেনের নেতৃত্বে ফরাসী সরকার ইংলণ্ডের গণতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে একটা সন্ধি করল। ফলে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হ'ল রাজা চার্লস, স্পেনও আর নতুন করে বাদবিসম্বাদের মধ্যে না গিয়ে ইংলণ্ডের চার্লস-বিরোধী গণতন্ত্রী সরকারকেই সমর্থন জানাল। ফরাসী সরকার অবশ্যি ফণ্ডেকে ক্ষমা করলেন রাজ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

অতিদ্রুত গতিতে ঘটে গেল এর পরের ঘটনা। রাজা চার্লস ফ্রান্স থেকে স্পেন, স্পেন থেকে চলে গেলেন নেদারল্যাণ্ডসের দিকে। এডওয়ার্ড ও তার বন্ধুরাও রাজার সঙ্গে সঙ্গে।

কিছু আগেই ক্রমওয়েল মারা গেলে তার স্থলে রাজ্যরক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিল তারই ছেলে রিচার্ড। কিন্তু রিচার্ড পদত্যাগ করলে ইংলণ্ডে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল রাজতন্ত্র। রাজা চার্লসকে এবার সসম্মানে অভ্যর্থনা করে আনা হ'ল ইংলণ্ডে। রাজা চার্লস লণ্ডনে এসে পৌঁছলে প্রজাগণ সানন্দে বরণ করল তাদের রাজাকে। রাজকীয় সম্বর্ধনায় সুসজ্জিত হয়ে উঠল রাজপথ—রাজপথের দুপাশে বাড়ির পর বাড়ির অলিন্দে সমবেত হ'ল কুমারী ও মহিলাগণ। সেখানে এক বাড়ির অলিন্দে দেখা যাচ্ছিল এডওয়ার্ডের বোনদের—সুসজ্জিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা।

ওদিকে রাজার পাশে পাশেও আজ মহাসম্মানে অগ্রসর হচ্ছে এডওয়ার্ড এবং তার বন্ধু চালোনার ও গ্রেনভিল্। ওরা তিন জনেই চিনতে পারে এলিসদের। কিন্তু পেসেন্স কই, পেসেন্স কোথায়—এমন আনন্দের দিনে?

তারপরে রাজার ভোজ-উৎসবে এডওয়ার্ড দেখতে পেল পেসেন্সকে—আরো সুন্দর আরো সংযত আরো শান্ত, তবে আগের মতোই কেমন ব্যথামধুর মুখখানি। হার্থস্টোন নিজেই মেয়েকে এগিয়ে নিয়ে এলেন রাজার কাছে—পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই উৎসবে এডওয়ার্ডের বোনেরাও রাজার কাছে কেউ কম আদরের নয়, কিন্তু পেসেন্স হ'ল আজ সবার সেরা—সমস্ত সমাগতাদের মধ্যেই প্রধানা। পেসেন্সকে এতদিন পরে—এই দীর্ঘ সাত বছর পরে এই অপরূপ রূপে দেখে এডওয়ার্ডের সমস্ত মানের বাধা মনের বাধা—সব অভিমান ও অভিযোগ এক নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! তখনি তাকে কাছে পাবার জন্যে, মন খুলে কথা বলার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্ত ভিড়ের মধ্য দিয়ে রাজার কাছ থেকে সে কোন্‌দিকে কোথায় যে গেল ধরতে পারল না।

রাজার সম্বর্ধনা উৎসব শেষে এডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি চলে এলো লেডি কানিংহামের বাড়িতে, সেখানে হামফ্রি ও বোনেদের সকলের দেখা পেয়ে বড় আনন্দ হল। কথায় কথায় সে পেসেন্সের কথা জানতে চাইলে হামফ্রি বলল—'পেসেন্স কি তোমার জন্যে এই দীর্ঘ সাতটা বছর বসে আছে, আর তুমি তো দুটো ভালো কথা লিখেও চিঠি দাওনি কখনো—নিজের ব্যাপারেই মেতে ছিলে। পেসেন্সের কথা এখন তোমার কাছে পুরানো কথাই মনে করো। আর, ও রকম আদর্শ মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে কত যোগ্য লোকই এখন পাগল।'

'কিন্তু সে কি আমার সঙ্গে পুরানো সম্পর্কটা ভুলেই গেছে বলছ ? ছাখ, ভাই হামফ্রি, ওই আর্নউডের বাড়িটা ওর বাবার দখলে—আমাদেরই বাবার বাড়ি, একথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি, আর এটাও চাইনি এক হাত দিয়ে পেসেন্সকে সে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে, অন্য হাত দিয়ে আমাদের বাড়িই দেবে কিনা যৌতুক !'

হামফ্রি বুঝিয়ে বলে—'তুমি সবই ভুল বুঝেছ, দাদা। ও বাড়ি উনি মেরামত করে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছেন তোমাদের জন্যেই।'

এলিস এবার এসে যোগ দেয়—'সেটাই তো ঠিক করেছেন। রাজা-পক্ষ বা ক্রমওয়েল-পক্ষ—কোন্ পক্ষ জিতবে তার অপেক্ষায় থেকে বাড়িটা অনাদরে নষ্ট করেন নি, বরং মূল্য দিয়েছেন আমাদের বাবার স্মৃতিকেই। অভিভাবকরূপে তিনি ঠিক কাজই করেছেন—এবং সেখানেও তিনি নিজে থাকেন না, থাকে তো হামফ্রিই।'

এতসব কিছুই জানত না এডওয়ার্ড। জেনে শুনে আর্নউডে তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে হার্থস্টোনের উপরে যে বিরক্তিটা ছিল তা এবার দূর হয়ে যায়। সত্যই তো, রাজ্যের উত্থান-পতনের ডামা-ডোলের মধ্যে ও-বাড়ি সম্পর্কে তিনি যথাকর্তব্যই পালন করেছেন—এবং স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। কিন্তু পেসেন্স কি তাকে এখনো ভালোবাসে ? হামফ্রি যে বলেছে—পেসেন্স এখন পুরানো দিনের স্মৃতি শুধু !—তার নাগালের বাইরে !

ছোট্ট বোন এডিথ কিন্তু বুঝিয়ে বলে—'না দাদা, হামফ্রি ঠিক বোঝেনি পেসেন্সকে। পেসেন্স তার সেই প্রথম ভালোবাসাই বুকের কোঠায় এখনো পুষে চলেছে, বাইরে থেকে এত সংযত বলেই বুঝবার জো নেই। আর তাই যদি না হবে, তবে সে এই সাত বছর ধরে এত ভালো ভালো বিয়ের পাত্র দেখল, তবু কাউকেই মন দিল না কেন ?'

এলিসও একথায় সায় দেয়—'হামফ্রির পক্ষে মেয়েদের এসবের কিছু বুঝবার মতো নয়। এডিথ ঠিকই বলেছে। পেসেন্সকে আমি চিনি।'

এই শুনে এডওয়ার্ড যেন নতুন করে বল পায়—বুক থেকে নেমে যায় এক কঠিন ভাবনার ভার। প্রথমেই সে তখন হামফ্রির কথামতো হার্থস্টোনের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে। হার্থস্টোনও সস্নেহে বলেন—'দেখো বাবা, আমাকে তুমি যেমন সম্পত্তি-লোভী ভেবেছিলে আমি তা নই। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। সব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোমার বাবা ব্রেভার্লির স্মৃতিরূপেই ও বাড়ি আমি সম্ভ্রমভরে রক্ষা করেছি তোমার জন্যেই।'

এই কথা শুনে এডওয়ার্ডের মন কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে ভরে ওঠে। আর বাবার কথায় পেসেন্সের মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে, দুই চোখে ফুটে ওঠে প্রাণের বেদনা। কত দিন কত বছর পরে তার এডওয়ার্ডকে পেল সে আজ এত কাছে।

এডওয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে পেসেন্সের হাতখানি হাতে নেয় নীরবে।

তারপর এক শুভদিনে একই সঙ্গে তিনটি শুভ পরিণয় ঘটে গেল—এডওয়ার্ড ব্রেভার্লির সঙ্গে পেসেন্সের, চার্লোনারের সঙ্গে এলিসের, আর গ্রেনভিলের সঙ্গে এডিথের। রাজা চার্লস স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই বিয়েতে, তিনি বিয়ের পরে বলে উঠলেন—'তোমাদের রাজভক্তির পুরস্কারটা তাহলে ভালোই হ'ল, কী বলো।'

এডওয়ার্ড ও পেসেন্স কিন্তু বিয়ের পরেও শহরে রইলো না—তারা দুজনে চলে গেল সেই আর্নউডে—ব্রেভার্লি প্রাসাদে। তাদের গ্রামজীবনের পরিবেশ তারা কিছুতেই ত্যাগ করবে না—রাজধানীর বিনিময়েও নয়।

এরপর ক্লারার সঙ্গে বিয়ে হল হামফ্রির—হামফ্রি তার শ্রম ও বুদ্ধির জোরে এই সাত বছরে ইতিমধ্যে করে ফেলেছে প্রচুর ভূসম্পত্তি। থাকে সে ক্লারাকে নিয়ে নিজের তৈরি নতুন বাড়িতে। চাষবাস আর পশুপাখী পালনে আগের মতোই উৎসাহ তার বজায় আছে সমানে।

আর অজওয়াল্ড এসে থাকছে এডওয়ার্ডদের সঙ্গেই। এডওয়ার্ড তার একদিনকার শিকারী-সঙ্গী ও পরম হিতৈষী অজওয়াল্ডকে তার বুড়ো বয়সে কাছছাড়া করেনি।

আর পাব্‌লো? সে রয়ে গেল হাঁস-মুরগী-গরু-ঘোড়া নিয়ে সেই বনকুটিরে। সেও সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল আর্নউডেরই ভদ্র শান্ত গরীব একটি মেয়েকে বিয়ে করে। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে হল তাদের। রোজ সন্ধ্যেবেলায় সে ছেলেমেয়েদের কাছে বলত তার এলিস-দিদি ও এডিথ-দিদির কথা, বলত তার বড়দা ও ছোড়দা এডওয়ার্ড ও হামফ্রির কথা—কত না তাদের স্নেহ-ভালোবাসার কথা আর বনে বনে কত সেই শিকার কাহিনী, তারপর এই বনবাড়িতে ডাকাতি, ক্লারাদের বাড়িতে সেই হত্যাকাণ্ড! সে বিশেষ মজা করে বলত সেই বদলোক ক্রুবোল্ডের কথাটা —গর্ব করে জানাত বাচ্চা পাব্‌লো নিজেই গুলি করে মেরেছিল ঐ বদলোকটাকে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে মজা পেত তাদের বাবার সেই বাচ্চা বয়সে খাদে-পড়ার কাহিনীটায়। কতবার করে বলেছে পাব্‌লো, তবু আবার শুনতে চায়। আর পাব্‌লোও বলতে থাকে—

'সেই যে আমাদের একদল জিপসী, চলেছে বনের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে—সাগর পাড়ে গিয়ে আস্তানা পাতবে। আমার বাবা ছিল না তো, দলের মধ্যে ছিল আমার মা। আমি একদিন সন্ধ্যে বেলা বনের মধ্যে একটা জায়গায় খরগোস ধরার ফাঁদ পাতছে

গেছি কিন্তু ফিরবার সময় কেমন পথ ভুল হয়ে গেল। রাত কালিগোলা আঁধার—এগোচ্ছি তো এগোচ্ছিই। ভাবছি—যাক ভালোই হল। মায়ের হাতে দিনরাত যা বেদম মার খাই যখন তখন, তার চেয়ে পালিয়ে যাব কোথাও, ওই দলে আর ভিড়ব না।'

বাচ্চাগুলো বলে ওঠে—'আর তারপর কি হল বাবা?'

'আর তারপর হঠাৎ ধপ্ ধপাস! পড়ে গেলাম কোন্ পাতালে! এক গভীর খাদে পড়ে রইলাম তিনদিন তিনরাত—গোঙাছি যন্ত্রণায়, কাৎরাচ্ছি খিদেয় তেষ্টায়।'

'তারপর?'

'তারপর হামফ্রিদাদা এলো সকালবেলায়, এসেই দেখে কে একটা কালো ছেলে পড়ে আছে তার শিকার-ধরা খাদের তলায়—গোঙাচ্ছে। হামফ্রিদাদা ঐ খাদটা বানিয়েছিল শিকার ধরবার জন্যেই—খাদের উপরে ডালপালা আর খড়কুটো বিছিয়ে রাখত—যাতে ওপর থেকে বোঝা না যায়। তারপর আর কি, বড়দা ও ছোড়দা দুজনে মিলে টেনে তুলল আমাকে। আগে একটু দুধ খেতে দিল। তারপর বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই থেকে আমি ঐ বাড়িতেই রয়ে গেলাম। কত কাজ শিখলাম। আমাকে প্রথম দিনেই বলেছিল 'কিরে, চুরি করবি না তো? চুরি করেছিস তো মেরে তাড়িয়ে দেবো।' তা, কখনো আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমাকেও সবাই ভালোবাসত ছোট্ট ভাইটির মতো। বুঝলি, ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয়, ভালোবাসার মতো কাজ করতে হয়।'—বাচ্চারা বাবার ছেলেবেলার কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে কখন।